য'ঈফ

সুনান আত্-তিরমিযী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা সাওরাহ
আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)

মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহক্বীক্ব

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(আবূ আব্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
সাবেক শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট,
জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত।
বর্তমান মুদার্‌রিস- মাদ্‌রাসাহ্ মুহাম্মাদীয়্যাহ্ আরাবীয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সম্পাদক মণ্ডলি

بسم الله الر حمن الر حيم

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কথা–

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

পবিত্র কুরআন মাজীদের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী বা হাদীস গ্রন্থ মুসলমানদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী সংগ্রহ ও সংকলনে মুসলিম মনীষীগণ অপরিসীম মেধা ও শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাসে নয়, মানব জাতির ইতিহাসেও হাদীস সংকলন করতে যেয়ে মুসলিম মনীষীরা যে ধরনের পরিশ্রম, যাচাই-বাছাই পদ্ধতি ও মেধার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন তা অনন্য অসাধারণ।

কিন্তু একথা সত্যি যে, হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলিম মনীষীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে হাদীসের মধ্যে ভেজাল ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

হাদীস য'ঈফ ও জাল হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কোন মন্তব্য নেই। এ ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত তাদের লেখাগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলো মাত্র। তাছাড়া এরূপ জটিল বিষয়ে আমাদের মত অতি সামান্য শিক্ষিত লোকদের হাত দেয়া ধৃষ্টতা বৈকি।

উলামায়ি কিরামগণ হাদীসশাস্ত্রকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেন। এ ভাগ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাদীসগুলো সহীহ, য'ঈফ, জাল ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। তারা এ সমস্ত য'ঈফ-জাল ইত্যাদি হাদীসগুলো বুঝবার কেবলমাত্র কারণ বর্ণনা করেননি বরং পরবর্তী সময়ের উলামায়ি কিরামগণ এ সমস্ত হাদীসগুলো গ্রন্থ আকারে সংকলন করে আমাদেরকে সাবধান করেছেন।

এ সম্পর্কে আলোচিত গ্রন্থ লেখক বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ্ঃ) হাদীসকে সহীহ, য'ঈফ বা জালরূপে চিহ্নিত করার বিষয়ে ছিলেন পারদর্শী, তাই সমস্ত মুহাদ্দিসগণের কাছেই তিনি ছিলেন স্বীকৃত। হাদীস অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রতিটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীসের

বিশ্লেষণ ও কারণ বর্ণনা করেছেন। তার বিশ্লেষণ বা তাহ্ক্বীক্বের আলোকে হাদীস য'ঈফ বা বাতিল হওয়ার কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায়। সাধারণ লোক, এমনকি ধর্মের বহু 'আলিম য'ঈফ ও জাল হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হচ্ছেন। ইসলাম আগমনের পর বিভিন্ন সময়ে কিছু নতুন আমল ইসলামের ভিতর ঢুকে পড়ে। ভ্রান্ত লোকেরা এসব 'আমালকে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ দেয়ার জন্য য'ঈফ ও জাল হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর মুসলিম সমাজে য'ঈফ ও জাল হাদীস সহজেই বিস্তার লাভ করে। এদিকে সাধারণ মুসলিমরা য'ঈফ ও জাল হাদীসসমূহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বা 'আমাল মনে করে নিত্য নতুন বিদ'আত আশ্রয়ী আমল করতে থাকে। এমতাবস্থায় মুসলিম সমাজের জনসাধারণের ঈমান ও আক্বীদাহ্ রক্ষা করার জন্যই য'ঈফ জাল ইত্যাদির হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে সে প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলিম মনীষীরা লোক সমাজে প্রচলিত হাদীস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় শাইখ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ্ঃ) য'ঈফ ও জাল হাদীসের এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতকে সাবধান করে বলেছিলেন–

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই বিভ্রান্ত হবে না। (এক) আল্লাহর কিতাব (দুই) তার রাসূলের সুন্নাত।" **(মুওয়াত্তা মালিক)**

উপরিউক্ত হাদীস থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়– ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব অনেক। সহীহ্ হাদীস ছাড়া আল-কুরআনের যথার্থ আবেদন বুঝা যেমন অসম্ভব তেমনই মুসলিম জীবনের পূর্ণ রূপায়ণ অভাবনীয় ও অকল্পনীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ– সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ ও শর্তহীন অনুসরণ ছাড়া কেউই সত্যিকার মুসলিম বা নাবীর যথার্থ উম্মাত হতে পারে না।

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তাদের সংকলনে হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলিত নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সিহাহ সিত্তার রচয়িতাগণ সহীহ্ হাদীসকে য'ঈফ হাদীস থেকে পৃথক করার ব্যাপারে সীমাহীন সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু বুখারী, মুসলিম বাদে সুনানে 'আরবা'আর রচয়িতাগণ যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করায় বেশ কিছু য'ঈফ হাদীস তিরমিযীতেও ঢুকে পড়ে।

'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ্ঃ) তিরমিযী গ্রন্থ থেকে য'ঈফ হাদীসসমূহ পৃথক করে য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নর-নারীগণের সুবিধার্থে সে য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কিন্তু তিরমিযী'র মতো একটি বহুল প্রচলিত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ ও সাবলীল অনুবাদ প্রকাশ করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। এ ব্যাপারে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এসেছেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু জনাব শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান।

আমার বন্ধু শাইখ মোঃ 'ঈসা বর্তমানে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেও উক্ত য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযীর অনুবাদে আমাকে সাহায্য করার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের যে খিদমাত করেছেন সেজন্য মুসলমান বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই তার কাছে ঋণী থাকবে। আল্লাহ তার পরিশ্রমকে ক্বূল করুন এবং ইহকাল ও পরকালে তাকে শান্তি দান করুন –আমীন ॥

আমি আশা পোষণ করছি– কিতাবটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্– পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

পরিশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিকটে প্রার্থনা– হে আল্লাহ! তুমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্বূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশি বেশি খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর –আমীন ॥

খাদিম

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)

بسم الله الر حمن الر حيم

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমানের মন্তব্য–

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি এ নিখিল বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ ও মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর সহচরবৃন্দ ও তাদের উপর যারা তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী।

শারী'আতের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন। আর কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হলো হাদীস। মুসলমানের আইন, নিয়ম-কানুন, 'আমাল ইত্যাদি ওয়াহীভিত্তিক হওয়ায় অন্যান্য ধর্মের নিয়মের সাথে এর কোন মিল নেই। মানব রচিত নিয়মে সংশোধনের সুযোগ থাকলেও ওয়াহীভিত্তিক নিয়ম-বিধানে পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই। এরূপ ধারণা করা যাবে না যে, বিধানতো সেকেলের বা যুগোপযোগী নয়। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে যে সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে সে সমস্ত বিষয়ের উপর ১৪শত বছর পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন কারণেই ইসলামের মধ্যে নানা ধরনের বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে পেরে উঠছিল না তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে ইয়াহূদী ও খৃস্টান কুচক্রীরা সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে মাঠে নামে। ফলে কিছু ইয়াহূদী ও খৃস্টান বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভাব দেখিয়ে মুসলমানদের মাঝে তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এজন্য তারা সাধারণ মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশে নিজেদের কথার মধ্যে "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন" এ কথাটি সংযোগ করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। এভাবে মুসলিম সমাজে জাল য'ঈফ হাদীসের প্রচলন ঘটে। একইভাবে প্রসার

ঘটতে থাকে বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কারের। পরবর্তীকালে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী হাদীস বিশারদগণ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ ষড়যন্ত্রের হাত হতে উদ্ধারের জন্য হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সহীহ্ হাদীসগুলোকে জাল ও য'ঈফ হাদীস হতে পৃথক করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলোকে যাচাই-বাছাই করে সহীহ্ ও য'ঈফ হাদীসগুলোকে পৃথক করেন। তন্মধ্যে সুনানে আরবা'আহ্ অন্যতম। এ সুনানে আরবা'আহ্-এর একটি গ্রন্থ সুনানে আত্-তিরমিযী।

বাংলা ভাষী মুসলিম ভাই-বোনগণ যাতে নিজেদেরকে বিদ'আতের হাত হতে রক্ষা করতে পারেন এ লক্ষ্যে হাফিয হুসাইন য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার এ মহৎ কাজে সহযোগীতা করার জন্য আমাকে আহ্বান জানান। নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনুবাদের কাজে হাত দেই। সাধ্যমত সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটি সাধারণ ও বিশেষ পাঠকদের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি।

গ্রন্থটি স্বল্পতম সময়ে প্রকাশ ও কম্পোজ প্রস্তুত করার ব্যাপারে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল কোন কোন সময় তা হয়নি। তবুও এ অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পন্ন ও প্রকাশ করার জন্য হুসাইন বিন সোহ্রাব সাহেবকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারাকবাদ জানাচ্ছি। আশা করি পাঠক সমাজ য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযীকে সাদরে গ্রহণ করবে।

অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আকুল ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহীহ্ সুন্নাতের উপর অবিচল রাখেন। ক্বিয়ামাত দিবসে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের দলভুক্ত করেন –আমীন

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহী-ম

য‘ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী’র

ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন কিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহকীক এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ্ ও য‘ঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-‘আরাবী’র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ যুলকা‘আদাহ্ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সে পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাজাহ্’র তাহ্ক্বীক্ব করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাজাহ্’র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এ ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমত ঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাজাহ্’র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এ গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি– সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য।

কেননা আপনি যদি ইবনু মাজাহ্তে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ্" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ্ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এ বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহ্ক্বীক্বকৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়ত ঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১– সনদ সহীহ্ অথবা হাসান;

২– সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোধ্য;

৩– সহীহ্ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– তিরমিযী বহির্ভূক্ত কোন শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ– পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ্; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ– পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী

সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিসলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহ্বুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থত ঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস্ সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ্ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এ সহীহ্করণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ– নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এজন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ্ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর

হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ্'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এ হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওযূ' বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত্ তাহারাতে ও কিতাবুস্ সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এ হাদীসগুলো মাওযূ') ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রাহ্ঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এ অধ্যায়ে 'আলী, যায়িদ ইবনু আরকাম, জাবির ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মু'আল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এ ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–

এক. জামিউত্ তিরমিযী

দুই. সুনানুত তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিযগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ্ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এ নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামিউস্ সহীহ্ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এ গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহ্ক্বীক্ব করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে য'ঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিকর"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিযগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু 'উলুমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন− "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আলখাতীব বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ্ নামকরণ

করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এ গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুরসাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিযীর শেষে রয়েছে। যার সারসংক্ষেপ এই–

"এ কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামিউত্ তিরমিযী নামের এ দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। যা তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস্ সহীহ্ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিয যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়ারে 'আলামীন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান, স্থায়ী উপকার, মাস্আলার মূল রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওযূ' আর তা অধিকাংশই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাক্র ইবনুল 'আরাবী তার রচিত তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের

শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা 'আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও য'ঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এ 'ইল্‌মসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত্ তাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালিদী বলেন, "আবূ 'ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এ কিতাব (আল-মুসনাদ আল-সহীহ্) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও 'ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষনও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথম ঃ "মুসনাদ সহীহ্" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয়

তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালিদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এ কথাটি ইমাম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায় ধরা হতে পারে যদি খালিদী ঐ দু'জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালিদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয় ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামীন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দু'টি গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ্ বলেননি। তাছাড়া খালিদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি শাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয় ঃ দু'টি কারণে এ উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ত্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল-খালিদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ্ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামা'আনী আনসাব গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন–'আবূ 'আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিকাহ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাম'আনীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই

সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্‌তিদরাক করেছেন। আর এটাই ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিকাহ্ নন এ কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এ কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এ ক্রটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ক্রটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ হিজরী সালে, দু'জনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দু'জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'যাল।

চতুর্থ ঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এ রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এ শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এ গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ– "আল-জামি" যেন তার ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এ ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এ গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ক্রটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এ কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুয়াল্লিক এ দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এ ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর

আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি সহীহ্' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" **(বুখারী, মুসলিম, আত্-তিরমিযী হাঃ ২০৫০)**

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবা'আকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ্ বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-'ইরাকী আরো অনেকে। 'আল্লামাহ্ সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাউদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে য'ঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি য'ঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী তাদের একজন যারা য'ঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাযাহ্কেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ্

বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি আত্-তিরমিযী'র হাদীসগুলোকে সহীহ্ থেকে য'ঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ্'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এ কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

"হে আল্লাহ্! প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

লেখক

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

(আবূ আব্দুর রহমান)

'আম্মান, রোববার, রাত্রি।

২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

সূচীপত্র

٤١) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ (বস্ত্র দানকারী আল্লাহ্‌র হিফাযাতে থাকে) ——— ৪৭

٤٦) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ (মোসাফাহা) ——— ৪৮

٤٨) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ (ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা) ——— ৪৮

٥٣) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ (গুনাহ থেকে তাওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ) ——— ৫৩

٥٤) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ (কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ) ——— ৫৩

٥٨) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ (দীনের ব্যাপারে উচ্চ স্তরের এবং পার্থিব ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা) ——— ৫৪

٦٠) باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ (উট বাঁধ তারপর তাওয়াক্কুল কর) ——— ৫৬

٣٦- كتاب صفة الجنة عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৩৬ ॥ জান্নাতের বিবরণ ——— ৫৮

٤) باب ما جاء : في صفة درجات الجنة
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জান্নাতের স্তরসমূহের বিবরণ ——— ৫৮

٥) باب في صفة نساء أهل الجنة
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জান্নাতী মহিলাদের বিবরণ ——— ৫৮

٨) باب ما جاء : في صفة ثياب أهل الجنة

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা —— ৬০

٩) باب ما جاء : في صفة ثمار أهل الجنة

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ জান্নাতীদের ফলের বর্ণনা —— ৬০

١١) باب ما جاء : في صفة خيل الجنة

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ জান্নাতের ঘোড়ার বর্ণনা —— ৬১

١٤) باب ما جاء : في صفة أبواب الجنة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ জান্নাতের দরজাসমূহের বর্ণনা —— ৬৩

١٥) باب ما جاء : في سوق الجنة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ জান্নাতের বাজারের বর্ণনা —— ৬৪

١٧) باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ) —— ৬৮

٢٣) باب ما جاء : ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ অতি সাধারণ জান্নাতীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে —— ৬৯

٢٤) باب ما جاء : في كلام الحور العين

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ আয়াতলোচনা হূরদের কথাবার্তা —— ৭০

٢٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের বর্ণনা —— ৭১

٣٧- كتاب صفة جهنم عن سول الله ﷺ

অধ্যায় ৩৭ ঃ জাহান্নামের বিবরণ —— ৭৫

٢) باب ما جاء : في صفة قعر جهنم

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জাহান্নামের গহবরের বর্ণনা —— ৭৫

٣) باب ما جاء : في عظم أهل النار

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ জাহান্নামীদের দেহের আকার হবে বিরাট ——— ৭৫

٤) باب ما جاء : في صفة شراب أهل النار

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ ——— ৭৬

٥) باب ما جاء : في صفة طعام أهل النار

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জাহান্নামীদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা ——— ৮০

٦) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (জাহান্নামের গভীরতা) ——— ৮৪

٨) باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ (তোমাদের এই (দুনিয়ার) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ) ——— ৮৫

٩) باب ما جاء : أن للنار نفسين، وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ জাহান্নামের দু'টি নিঃশ্বাস রয়েছে এবং তৌহীদে বিশ্বাসীগণকে জাহান্নাম হতে বের করে আনা প্রসঙ্গে ——— ৮৬

١٠) باب منه

অনুচ্ছেদঃ ১০॥ (জাহান্নামবাসীদের প্রতি আল্লাহ্'র দয়া ও ক্ষমা) ——— ৮৬

٣٨- كتاب الإيمان عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৩৮ ঃ ঈমান ——— ৮৯

٦) باب ما جاء : في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ ঈমানের পূর্ণতা ও হ্রাসবৃদ্ধি ——— ৮৯

٨) باب ما جاء : في حرمة الصلاة

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ নামাযের মাহাত্ম্য ——— ৯০

١٨) باب ما جاء : في عالم المدينة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মদীনার আলিমদের প্রসঙ্গে ——— ১০০

١٩) باب ما جاء : في فضل الفقه على العبادة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ইবাদাতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী ——— ১০১

٤٠- كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৪০ ঃ সম্মতি প্রার্থনা ——— ১০৪

٣) باب ما جاء : في أن الاستئذان ثلاثة

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ তিনবার সম্মতি চাইতে হবে ——— ১০৪

٩) باب ما جاء : في التسليم على النساء

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ স্ত্রীলোককে সালাম দেয়া ——— ১০৫

١٠) باب ما جاء : في التسليم إذا دخل بيته

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ স্বীয় ঘরে ঢোকার সময় সালাম দেয়া ——— ১০৬

١١) باب ما جاء : في السلام قبل الكلام

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কথোপকথনের আগেই সালাম দিতে হবে ——— ১০৬

١٦) باب ما جاء : في الاستئذان قبالة البيت

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ বাড়ির সম্মুখভাগ দিয়ে সম্মতি চাইবে ——— ১০৭

٢٠) باب ما جاء : في تتريب الكتاب

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ লেখার ওপর ধুলা ছিটিয়ে দেওয়া ——— ১০৮

٢١) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কলম কানের উপর রাখা ——— ১০৯

٣١) باب ما جاء : في المصافحة

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ মুসাফাহার (করমর্দন) বর্ণনা ——— ১০৯

٣٢) باب ما جاء : في المعانقة والقبلة

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ মুআনাকা (কোলাকুলি) ও চুম্বন ———— ১১১

٣٣) باب ما جاء : في قبلة اليد والرجل

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া ———— ১১২

٣٤) باب ما جاء : في «مرحبا»

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ মারহাবা (স্বাগতম) বলা ———— ১১৩

٤١- كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৪১ ঃ ভদ্র ব্যবহার ———— ১১৫

١) باب ما جاء : في تشميت العاطس

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ হাঁচিদাতার উত্তর দেয়া ———— ১১৫

٣) باب ما جاء : كيف تشميت العاطس

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ হাঁচিদাতার উত্তর কিভাবে হবে ———— ১১৬

٥) باب ما جاء : كم يشمت العاطس

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ হাঁচিদাতার উত্তর কতবার দিতে হবে ———— ১১৭

٨) باب ما جاء : أن العطاس في الصلاة من الشيطان

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ নামাযে হাঁচি আসে শাইতানের পক্ষ থেকে ———— ১১৭

١٢) باب ما جاء : في كراهية القعود وسط الحلقة

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ বৈঠকের মাঝখানে বসা নিষেধ ———— ১১৮

١٦) باب ما جاء في قص الشارب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ গোঁফ কাটা ———— ১১৯

١٧) باب ما جاء : في الأخذ من اللحية

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ দাড়ি ছাঁটা প্রসঙ্গে ———— ১১৯

٢٩) باب ما جاء : في احتجاب النساء من الرجال

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করবে ——— ১২০

٣٧) باب ما جاء : في كراهية ردالطيب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ ——— ১২১

٤١) باب ما جاء : في النظافة

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে ——— ১২২

٤٢) باب ما جاء : في الاستتار عند الجماع

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ সহবাসের সময় শরীর ঢেকে রাখা ——— ১২৩

٤٣) باب ما جاء : في دخول الحمام

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ গোসলখানায় প্রবেশ করা ——— ১২৪

٤٥) باب ما جاء : في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের কাপড় পরা নিষেধ ——— ১২৪

٤٧) باب ما جاء : في الرخصة في لبس الحمرة للرجال

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ পুরুষদের লাল রং-এর পোশাক পরিধানের অবকাশ প্রসঙ্গে ——— ১২৫

٥١) باب ما جاء : في كراهية التزعفر، والخلوق للرجال

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ পুরুষের জন্য জাফরানী রং এবং জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধি লাগানো নিষেধ ——— ১২৬

٥٨) باب ما جاء : في الشؤم

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ কুলক্ষণ (কুফা) প্রসঙ্গে ——— ১২৭

٦١) باب ما جاء : في فداك أبي وأمي

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক-এ কথা বলা ——— ১২৮

٧٠) باب ما جاء : في إنشاد الشعر

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে ———— ১২৯

٧٦) باب ما جاء : في مثل الله لعباده

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ (বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া উদাহরণ) ———— ১৩০

٨٢) باب ما جاء : في مثل ابن آدم وأجله وأمله

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ মানুষ এবং তার হায়াত ও কামনা-বাসনার উদাহরণ ———— ১৩১

٤٢- كتاب ثواب القرآن عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৪২ ঃ কুরআনের ফাযীলাত ———— ১৩৩

٢) باب ما جاء : في فضل سورة البقرة وآية الكرسي

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সূরা আল-বাকারা ও আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত ———— ১৩৩

٦) باب ما جاء : في فضل سورة الكهف

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল-কাহ্ফের ফাযীলাত ———— ১৩৬

٧) باب ما جاء : في فضل {يس}

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাত ———— ১৩৬

٨) باب ما جاء : في فضل حم الدخان

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ সূরা হা-মীম আদ-দুখানের ফাযীলাত ———— ১৩৭

٩) باب ما جاء : في فضل سورة الملك

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-মুল্কের ফাযীলাত ———— ১৩৮

١٠) باب ما جاء : في إذا زلزلت

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (সূরা আয-যিল্যালের ফাযীলাত) ———— ১৪০

١١) باب ما جاء : في سورة الإخلاص

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (সূরা আল-ইখলাসের ফাযীলাত) — ১৪২

١٣) باب ما جاء : في فضل قارئ القرآن

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা — ১৪৩

١٤) باب ما جاء : في فضل القرآن

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কুরআন মাজীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে — ১৪৪

١٧) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নৈকট্য অর্জন করা যায়) — ১৪৬

١٨) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (কুরআন হতে বিরহিত ব্যক্তি বর্জিত ঘরের মত) — ১৪৭

١٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (কুরআন ভুলে যাওয়ার গুনাহ ভয়াবহ) — ১৪৭

٢٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (কুরআনের নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করার পরিণাম) — ১৪৯

٢٢) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ (সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফাযীলাত) — ১৫০

٢٣) باب ما جاء : كيف كانت قراءة النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কির'আত কেমন ছিল) — ১৫০

٢٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ (আল্লাহ্ তা'আলার কালামের মর্যাদা) ———— ১৫২

٤٣- كتاب القراءات عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৪৩ ঃ কির'আত ———— ১৫৩

١) باب في فاتحة الكتاب

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ (সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রসঙ্গে) ———— ১৫৩

٣) باب ومن سورة الكهف

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ (সূরা ক্বাহাফের পঠনরীতি) ———— ১৫৫

١٣) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ (কুরআন খতম করার সময়সীমা) ———— ১৫৫

٤٤- كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৪৪ ঃ তাফসীরুল কুরআন ———— ১৫৯

١) باب ما جاء : في الذي يفسر القرآن برأيه

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কুরআন মাজীদের ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) সম্পর্কে ———— ১৫৯

٣) باب ومن سورة البقرة

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সূরা আল-বাকারা ———— ১৬১

٤) باب ومن سورة آل عمران

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সূরা আলে-ইমরান ———— ১৬৩

٥) باب ومن سورة النساء

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সূরা আন-নিসা ———— ১৬৫

٦) باب ومن سورة المائدة

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল-মাইদা ———— ১৬৭

٧) باب ومن سورة الأنعام

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সূরা আল-আনআম —— ১৭৬

٩) باب ومن سورة الأنفال

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-আনফাল —— ১৮১

١٠) باب ومن سورة التوبة

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ সূরা আত-তাওবা —— ১৮৩

١٢) باب ومن سورة هود

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ সূরা হূদ —— ১৮৫

١٣) باب ومن سورة يوسف

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সূরা ইউসুফ —— ১৮৭

١٥) باب ومن سورة إبراهيم– عليه السلام

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সূরা ইব্‌রাহীম —— ১৮৮

١٦) باب ومن سورة الحجر

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সূরা আল-হিজর —— ১৯০

١٧) باب ومن سورة النحل

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সূরা আন-নাহ্‌ল —— ১৯১

١٨) باب ومن سورة بني إسرائيل

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ সূরা বানী ইসরাঈল —— ১৯২

١٩) باب ومن سورة الكهف

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ সূরা আল-কাহ্‌ফ —— ১৯৭

٢٠) باب ومن سورة مريم

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ সূরা মারইয়াম —— ১৯৮

٢٣) باب ومن سورة الحج

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ সূরা আল-হাজ্জ —— ২০০

٢٤. باب ومن سورة المؤمنون

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ সূরা আল-মু'মিনূন —— ২০৪

٢٨) باب ومن سورة النمل

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ সূরা আন-নামল —— ২০৬

٣٠) باب ومن سورة العنكبوت

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ সূরা আল-আনকা'বূত —— ২০৭

٣١) باب ومن سورة الروم

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ সূরা আর-রূম —— ২০৮

٣٤) باب ومن سورة الأحزاب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ সূরা আল-আহ্যাব —— ২০৮

٣٨) باب ومن سورة الصافات

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ সূরা আস-সাফ্ফাত —— ২১৫

٣٩) باب ومن سورة {ص}

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সূরা সা'দ —— ২১৭

٤١) باب ومن سورة الزمر

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ সূরা আয-যুমার —— ২১৯

٤٢) باب ومن سورة {حم} السجدة

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ সূরা হামীম আস-সাজদা —— ২২০

٤٤) باب ومن سورة {حم. عسق}

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সূরা আশ-শুরা —— ২২১

٤٦) باب ومن سورة الدخان

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ সূরা আদ-দুখান —— ২২৩

٤٧) باب ومن سورة الأحقاف

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ সূরা আল-আহ্কাফ —— ২২৪

٤٩) باب ومن سورة الفتح

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ সূরা আল-ফাত্হ —— ২২৭

٥٣) باب ومن سورة الطور

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ সূরা আত-তূর —— ২২৮

٥٤) باب ومن سورة {والنجم}

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সূরা আন-নাজ্ম —— ২২৯

٥٦) باب ومن سورة الواقعة

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ সূরা আল-ওয়াকিআ —— ২৩২

٥٧) باب ومن سورة الحديد

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ সূরা আল-হাদীদ —— ২৩৩

٥٩) باب ومن سورة المجادلة

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ সূরা আল-মুজাদালা —— ২৩৬

٦١. باب ومن سورة الممتحنة

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ সূরা আল-মুমতাহিনা —— ২৩৭

٦٣) باب ومن سورة المنافقين

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ সূরা আল-মুনাফিকুন —— ২৩৮

٦٨) باب ومن سورة الحاقة

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ সূরা আল-হাক্কা —— ২৪০

٦٩) باب ومن سورة {سأل سائل}

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ সূরা সাআলা সাইল (আল-মাআরিজ) ———— ২৪২

٧١) باب ومن سورة المدثر

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ———— ২৪৩

٧٢) باب ومن سورة القيامة

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ সূরা আল-কিয়ামা ———— ২৪৬

٧٩) باب ومن سورة الفجر

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ সূরা আল-ফাজর ———— ২৪৭

٨٤) باب ومن سورة التين

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ সূরা আত-তীন ———— ২৪৮

٨٦) باب ومن سورة القدر

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ সূরা লাইলাতুল কাদ্‌র ———— ২৪৯

٨٨) باب ومن سورة {إذا زلزلت}

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ সূরা ইযা যুলযিলাত (আয-যিল্‌যাল) ———— ২৫০

٨٩) باب ومن سورة {ألهاكم التكاثر}

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ সূরা আল হাকুমুত্-তাকাসুর ———— ২৫১

٩٣) باب ومن سورة الإخلاص

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ সূরা আল-ইখলাস ———— ২৫২

٩٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ সূরা আল্-মুআওয়াযাতাইন (ফালাক ও নাস) ———— ২৫৩

٤٥- كتاب الدعوات

অধ্যায় ৪৫ ঃ দু'আসমূহ ———————— ২৫৫

٢) باب ما جاء : في فضل الدعاء

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ দু'আর ফাযীলাত ———————— ২৫৫

٥) باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ (আল্লাহ তা'আলার যিকিরকারীর মর্যাদা) ———————— ২৫৫

١١) باب ما جاء : في رفع الأيدي عند الدعاء

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ দু'আ করার সময় দুই হাত উত্তোলন ———————— ২৫৬

١٣) باب ما جاء : في الدعاء إذا أصبح و إذا أمسى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার দু'আ ———————— ২৫৭

١٦) باب ما جاء : في الدعاء إذا أوى إلى فراشه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ বিছানাগত হওয়ার সময়ের দু'আ ———————— ২৫৮

١٧) باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (বিছানাগত হয়ে পড়ার দু'আ) ———————— ২৫৯

٢٣) باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (কাজে অবিচল থাকার প্রার্থনা) ———————— ২৬০

٢٦) باب ما جاء : في الدعاء إذا انتبه من الليل

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ রাত্রে ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে পঠিত দু'আ ———————— ২৬১

٣٠) باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ (রাতে নামায শেষে পাঠ করার দু'আ) ———————— ২৬১

٤٠) باب ما جاء : ما يقول عند الكرب

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ বিপদের সময় পাঠের দু'আ ———————— ২৬৫

٥٠) باب ما يقول إذا سمع الرعد

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ বজ্রধ্বনি শুনে যে দু'আ পাঠ করতে হবে ——— ২৬৬

٥٦) باب ما يقول إذا فرغ من الطعام

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ আহার শেষে যে দু'আ পাঠ করতে হবে ——— ২৬৬

٦٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ (সুবহানাল্লাহ্‌র ফাযীলাত) ——— ২৬৭

٦١) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ (সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি-এর ফাযীলাত) ——— ২৬৮

٦٢) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ (তাসবীহ্, তাহ্মীদ, তাহ্লীল ও তাকবীর বলার ফাযীলাত) ——— ২৬৯

٦٣) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ (যে দু'আ পাঠ করলে চল্লিশ লাখ সাওয়াব হয়) ——— ২৭১

٦٧) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ (শারীরিক সুস্থতা কামনা করা) ——— ২৭২

٧٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ (উপকারী দুটি বাক্য) ——— ২৭৩

٧٣) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ (দাউদ (আঃ)-এর দু'আ) ——— ২৭৪

٧٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আয় যা বলতেন) ——— ২৭৫

٧٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ (আল্লাহ! আমার ঘর প্রশস্ত কর, আমার রিযিকে বারকাত দাও) —— ২৭৬

٨١) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ (আলী (রাঃ)-কে শিখানো দু'আ) —— ২৭৮

٨٣) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ (আল-আসমাউল হুসনা) —— ২৭৯

٨٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ (দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা) —— ২৮৩

٨٦) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ (সর্বোত্তম প্রার্থনা) —— ২৮৪

٨٧) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ ॥ (তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীরের ফাযীলাত) —— ২৮৫

٨٨) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ (আরাফাতে দুপুরের পর পাঠের দু'আ) —— ২৮৬

٨٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ (সকল দু'আর সমাহার) —— ২৮৭

٩٣) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ (ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করার ফাযীলাত) —— ২৮৯

٩٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ (কঠিন কাজ আসলে যে দু'আ পাঠ করতে হবে) —— ২৯০

١٠٢) باب في دعاء النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২ ॥ (যার জন্য দু'আর দরজা খুলে দেয়া হয়েছে) —— ২৯৩

١٠٣) باب في دعاء النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ প্রসঙ্গে —— ২৯৬

١٠٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ॥ (উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা ও জুওয়াইরিয়াকে শিখানো দু'আ) —— ২৯৬

١٠٧) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭ ॥ (যে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে গুনাহ হতে মুক্ত হল) —— ২৯৭

١٠٨) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮ ॥ (নতুন পোশাক পরার দু'আ) —— ২৯৮

١٠٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯ ॥ সর্বোত্তম গানীমাত —— ২৯৯

١١٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০ ॥ (মুসাফিরের নিকট দু'আর আবেদন) —— ৩০০

١١٢) باب في دعاء المريض

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২ ॥ অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ —— ৩০১

١١٤) باب في دعاء النبي ﷺ، وتعوذه في دبر كل صلاة

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের পর যে দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ——— ৩০২

١١٥) باب في دعاء الحفظ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫ ॥ মুখস্তশক্তি বাড়ানোর দু'আ ——— ৩০৩

١١٦) باب في انتظار الفرج وغير ذلك

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬ ॥ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদির জন্য সবুর করা প্রসঙ্গে বর্ণনা ——— ৩০৮

١١٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায় দু'আ করা) ——— ৩০৯

١٢٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪ ॥ (উমার (রাঃ)-কে শিখানো দু'আ) ——— ৩০৯

١٢٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫ ॥ (হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী) ——— ৩১০

١٢٧) باب دعاء أم سلمة

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭ ॥ উম্মু সালার দু'আ ——— ৩১১

١٢٩) باب في العفو والعافية

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯ ॥ (আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কবূল হয়) ——— ৩১২

١٣١) باب، فضل لا حول ولا قوة إلا بالله

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১ ॥ "লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ্"-এর ফাযীলাত ——— ৩১৫

١٣٣/م-١) باب من أدعية النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/১ ॥ (আমাকে অধিক যিকিরকারী ও শোকরকারী বানাও) ———— ৩১৬

١٣٣/م-٢) باب استجابة الدعاء في غير قطيعة رحم

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/২ ॥ সম্পর্ক ছিন্নকারী দু'আ ব্যতীত দু'আ ক্ববূল হওয়া প্রসঙ্গে ———— ৩১৬

١٣٣/م-٣) باب حسن الظن بالله من حسن العبادة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/৩ ॥ (আল্লাহ তা'আলা প্রসঙ্গে উত্তম ধারণা পোষণ করা) ———— ৩১৮

١٣٣/م-٤) باب تحسين الأمنية

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/৪ ॥ সকল সময়েই কল্যাণের ইচ্ছা করবে ———— ৩১৯

١٣٣/م-٦) باب ليسأل الحاجة مهما صغرت

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/৬ ॥ যত সামান্য বিষয়ই হোক তা প্রার্থনা প্রসঙ্গে ———— ৩১৯

٤٦- كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৪৬ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা ———— ৩২১

١) باب في فضل النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ———— ৩২১

٢) باب ما جاء في ميلاد النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হওয়া প্রসঙ্গে ———— ৩২৭

٣) باب ما جاء في بدء نبوة النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাবূওয়াতের সূচনা ———— ৩২৮

٤) باب في مبعث النبي ﷺ، وابن كم كان حين بعث

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাবূওয়াত লাভ এবং নাবূওয়াত লাভকালে তাঁর বয়স ———— ৩৩২

٦) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (পাথর ও গাছপালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করত) ———— ৩৩২

٨) باب ما جاء في صفة النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট ———— ৩৩৩

١٢) باب في صفة النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট ———— ৩৩৫

١٣) باب في سن النبي ﷺ، وابن كم كان حين مات

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স এবং যে বয়সে তিনি মারা যান ———— ৩৩৭

١٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ (এক বান্দা পার্থিব জীবনের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন) ———— ৩৩৭

١٦) باب في مناقب أبي بكر و عمر كليهما

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ আবূ বাকার ও উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৩৯

١٧) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (প্রত্যেক নাবীরই উযীর আছে) ———— ৩৪১

١٨) باب في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৪২

١٩) باب في مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ উসমান (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৪৫

٢٠) باب مناقب علي بن أبي طالب– رضي الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৪৮

٢١) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ (মুনাফিকরা আলীর প্রতি বিদ্বেষী) ———— ৩৫১

٢٢) باب مناقب طلحة بن عبيد الله– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৬০

٢٧) باب مناقب سعد بن أبي وقاص– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৬১

٢٩) باب مناقب العباس بن عبد المطلب– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৬১

٣٠) باب مناقب جعفر بن أبي طالب– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৬৩

٣١) باب مناقب الحسن، والحسين– رضى الله عنهما–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ আল-হাসান এবং আল-হুসাইন (রাঃ)-দ্বয়এর মর্যাদা ———— ৩৬৫

٣٢) باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতগণের মর্যাদা ———— ৩৬৮

٣٤) باب مناقب سلمان الفارسي– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ সালমান ফারসী (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৬৯

٣٦) باب مناقب أبي ذر– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭০

٣٧) باب مناقب عبد الله بن سلام– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭১

٣٨) باب مناقب عبد الله بن مسعود– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৩

٣٩) باب مناقب حذيفة بن اليمان– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৪

٤٠) باب مناقب زيد بن حارثة– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ যাইদ ইবনু হারিসা (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৪

٤١) باب مناقب أسامة بن زيد– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৫

٤٣) باب مناقب عبد الله بن العباس– رضى الله عنهما–

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৭

٤٦) باب مناقب أنس بن مالك– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৭

٤٧) باب مناقب أبي هريرة– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৭৯

٤٩) باب مناقب عمرو بن العاص– رضى الله عنه–

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৮০

٥٣) باب مناقب جابر بن عبد الله– رضى الله عنهما–

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা ——— ৩৮১

٥٧) باب ما جاء في فضل من رأى النبي ﷺ، وصحبه

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন তার মর্যাদা ———— ৩৮২

٥٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ (যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দেয়) ———— ৩৮৩

٦٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ (যারা সাহাবীদের গালি দেয়) ———— ৩৮৫

٦١) باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ ফাতিমা (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৮৫

٦٣) باب منْ فضل عائشة– رضى الله عنها–

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ আইশা (রাঃ)-এর মর্যাদা ———— ৩৮৭

٦٤) باب فضل أزواج النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মর্যাদা ———— ৩৮৮

٦٦) باب في فضل الأنصار وقريش

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ আনসারগণের ও কুরাইশদের মর্যাদা ———— ৩৯০

٦٨) باب ما جاء في فضل المدينة

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ মাদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদা ———— ৩৯২

٧٠) باب في فضل العرب

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ আরবদেশের মর্যাদা ———————— ৩৯৩

٧١) باب في فضل العجم

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ অনারবদের মর্যাদা ———————— ৩৯৫

٧٢) باب في فضل اليمن

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ ইয়ামানের মর্যাদা ———————— ৩৯৬

٧٤) باب في ثقيف، وبني حنيفة

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ বানূ সাকীফ ও বানূ হানীফা গোত্র দুটি প্রসঙ্গে ———————— ৩৯৮

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) বলেন ঃ

إذا صح الحديث فهو مذهبى.

যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।

–রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৩৫-এর বাকি অংশ

٤١) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ (বস্ত্র দানকারী আল্লাহ্‌র হিফাযাতে থাকে)

٢٤٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : سَأَلْتَ، وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ، إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ، فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا، إِلَّا كَانَ فِيْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ، مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ». ضعيف : «المشكاة» (١٩٢٠)، «التعليق الرغيب» (٣/١١٢).

২৪৮৪। হুসাইন (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জনৈক ভিক্ষুক এসে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে কিছু চাইল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রামাযানের রোযা রাখ ? সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটে কিছু চেয়েছ। আর যাঞ্চাকারীর অধিকার আছে। এখন তোমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা আমার কর্তব্য। এ কথা বলে তিনি তাকে একটি কাপড় দান করলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কাপড় পরতে দিলে সে তত দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার

হিফাযাতে থাকে, যত দিন পর্যন্ত সেই কাপড়ের সামান্য অংশও তার শরীরে থাকে। **যঈফ, মিশকাত (১৯২০), তা'লীকুর রাগীব (৩/১১২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٤٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ (মোসাফাহা)

٢٤٩٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ التَّغْلَبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ، لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ». **ضعيف : إلا جملة المصافحة فهي ثابتة : «ابن ماجه» (٣٧١٦).**

২৪৯০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে এসে মুসাফাহা (করমর্দন) করত, তখন সেই ব্যক্তি তার হাত টেনে না নেয়া পর্যন্ত তিনি নিজের হাত টেনে নিতেন না। আর সে তার চেহারা ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি ঐ ব্যক্তি হতে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নিতেন না। তিনি কখনো তাঁর পা দুটি তাঁর সামনে বসা লোকদের দিকে প্রসারিত করতেন না। **দুর্বল, তবে মুসাফাহার অংশটুকু সহীহ ইবনু মাজাহ (৩৭১৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٤٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ (ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা)

٢٤٩٤. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْغِفَارِيُّ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ، سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ : رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ».

موضوع : «الضعيفة» ‹٩٢›.

২৪৯৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর তাঁর (রহমাতের) ডানা প্রসারিত করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ দুর্বলদের সাথে ভদ্র ব্যবহার, পিতা-মাতার সাথে মমতা জড়ানো কোমল ব্যবহার এবং দাস-দাসীর প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ। **মাওযূ, যঈফা (৯২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ বাক্র ইবনুল মুনকাদির হলেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের ভাই।

٢٤٩٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «يَقُولُ اللّٰهُ - تَعَالَى - : يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، فَاسْتَغْفَرَنِي، غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا نَقَصَ

ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي، إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ، فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً، ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ، أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ، أَنْ أَقُولَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ». **ضعيف بهذا السياق، وأكثره صحيح في ‹م› : «ابن ماجه» ‹٤٢٥٧›.**

২৪৯৫। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো সবাই পথভ্রষ্ট, তবে তারা নয়, যাদের আমি হিদায়াত করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকটে হিদায়াতের আবেদন কর, আমি হিদায়াত করব। আর যাদের আমি ধনী করেছি তাদের ব্যতীত তোমাদের সবই তো দরিদ্র। তোমরা আমার নিকটে প্রার্থনা কর আমি রিযিক দেব। আর আমি যাদের মাফ করেছি তাদের ব্যতীত তোমাদের সকলেই তো গুনাহগার। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, আমি মাফ করার ক্ষমতা রাখি, তারপর সে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আমি তার গুনাহ মাফ করে দেই। আমি এ ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। তোমাদের পূর্বের ও পরের, জীবিত ও মৃত, সিক্ত ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) সকলে যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বড় পাপী বান্দার মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের হানি ঘটবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক সকলে

একটি জায়গায় সমবেত হয় এবং প্রত্যেকেই তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু যদি দেই, তাহলেও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানি যতটুকু কমবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হল আমার কথা আর আমার আযাব হল আমার নির্দেশ। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, "হয়ে যাও" অমনি তা হয়ে যায়।
এই বর্ণনাটি যঈফ, তবে হাদীসের অধিকাংশই সহীহ, মুসলিম, ইবনু মাজাহ (৪২৫৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কিছু রাবী এ হাদীস শাহর ইবনু হাওশাব হতে মাদীকারিব-এর সূত্রে আবূ যার (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٢٤٩٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ، عَنْ سَعْدٍ- مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ- حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ-، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيْكِ، أَأَكْرَهْتُكِ؟! قَالَتْ : لاَ، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ- قَطُّ-، وَمَا حَمَلَنِيْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فَقَالَ : تَفْعَلِيْنَ أَنْتِ هٰذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟! اذْهَبِيْ، فَهِيَ لَكِ، وَقَالَ : لاَ وَاللّٰهِ، لاَ أَعْصِي اللّٰهَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ

مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». ضعيف : «الضعيفة» (٤٠٨٣).

২৪৯৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি সে হাদীসটি তাঁকে একবার, দু'বার, এমনকি সাতবারের বেশী বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বানী ইসরাঈলের মধ্যে 'কিফ্‌ল' নামক জনৈক ব্যক্তি কোন গুনাহ্ হতে বিরত থাকত না। কোন এক সময় জনৈকা মহিলা (দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে) তার নিকটে আসলো। সে তাকে যেনা করার শর্তে ষাট দীনার দিল। স্বামী যেমন স্ত্রীর উপর উঠে সে যখন তেমনই উঠল তখন মহিলা কাঁপতে লাগল এবং কেঁদে ফেলল। সে প্রশ্ন করল, তুমি কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমার উপর জোরযবরদস্তি করছি ? মহিলা বলল, না; কিন্তু এ গুনাহর কাজটি আমি কখনো করিনি। প্রয়োজন ও অভাব আজ আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। সে বলল, অভাবে পড়েই তুমি এসেছ এবং কখনও তা করনি ? তুমি চলে যাও এবং যা দিয়েছি এগুলো তোমার। সে বলল, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! এরপর হতে আমি আর কখনো আল্লাহ্ তা'আলার নাফারমানী করব না। ঐ রাতেই সে মারা গেল সকাল হলে দেখা গেল তার বাড়ীর দরজায় লেখা রয়েছে ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কিফ্‌লকে মাফ করে দিয়েছেন"। **যঈফ, যঈফা (৪০৮৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শাইবান ও অন্যান্য রাবী এটিকে আ'মাশের সূত্রে মারফূ হাদীস হিসাবে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এ হাদীস আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ হিসাবে নয়। আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশ এ হাদীস আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সনদ বর্ণনায় ভুল করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ-সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে। এটি সুরক্ষিত সনদ নয়। আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ আর-রাযী কূফার অধিবাসী এবং তার দাদী ছিলেন আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-এর দাসী। আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ আর-রাযীর বরাতে উবাইদা আয-যাব্বী, হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ও অপরাপর বিদ্বানগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٣) باب

অনুচ্ছেদঃ ৫৩॥ (গুনাহ থেকে তাওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ)

٢٥٠٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مِعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». موضوع : «الضعيفة» ‹١٧٨›.

২৫০৫। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কোন গুনাহর জন্য লজ্জা দিলে সে উক্ত গুনাহে না জড়িয়ে পরা পর্যন্ত মারা যাবে না। **মাওযূ, যঈফা (১৭৮)**

আহমাদ (রাহঃ) বলেন, এ গুনাহ্র অর্থ হল, যা হতে সে তাওবা করেছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এর সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। খালিদ ইবনু মা'দান (রাহঃ) মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর দেখা পাননি। খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সত্তরজন সাহাবীর দেখা পান। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে মারা যান। খালিদ ইবনু মা'দান উক্ত হাদীস ছাড়াও মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর বহু শাগরিদের সূত্রে তার থেকে আরও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ (কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ)

٢٥٠٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. (ح)، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ

الْقَاسِمِ الْحَذَّاءُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ، وَيَبْتَلِيكَ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٤٨٥٦- التحقيق الثاني›.**

২৫০৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার কোন ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দয়া করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে নিক্ষিপ্ত করবেন। **যঈফ, মিশকাত, তাহ্কীক ছানী (৪৮৫৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। মাকহূল (রাহঃ) ওয়াসিলা ইবনুল আসকা', আনাস ইবনু মালিক ও আবূ হিন্দ আদ-দারী (রাঃ)-এর নিকট হাদীস শুনেছেন। আরও কথিত আছে যে, মাকহূল (রাহঃ) এই তিনজন সাহাবী ব্যতীত আর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শুনেননি। মাকহূল শামীর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ এবং তিনি ছিলেন ক্রীতদাস, পরে তাকে দাসত্বমুক্ত করা হয়। আর বসরার অধিবাসী মাকহূল আল-আযদী (রাহঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-এর নিকট হাদীস শুনেছেন এবং তার সূত্রে উমারা ইবনু যাযান হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলী ইবনু হুজর হতে ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ-এর সূত্রে তামীম-আতিয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মাকহূল' কে কোন কিছু প্রশ্ন করা হলে বেশীরভাগ সময়ই আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "আমি জানি না"। **উত্তম সনদ তবে তা বিচ্ছিন্ন**

٥٨) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ (দীনের ব্যাপারে উচ্চ স্তরের এবং পার্থিব ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা)

٢٥١٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى

ابْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا". (ضعيف: الضعيفة- ح: ٦٣٣، ١٩٢٤)

২৫১২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যার মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের মধ্যে তার নাম লিখে রাখেন। আর যার মধ্যে এ দু'টি বৈশিষ্ট্য নেই, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে তার নাম লিখেন না। যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকের দিকে দেখে এবং তার অনুসরণ করে; আর পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে নীচু স্তরের লোকের দিকে দেখে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে সে লোকের উপর যে মর্যাদা ও নি'আমাত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে লিখে রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে নিম্নমানের লোকের দিকে এবং পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকের দিকে দেখে এবং তার কাছে পার্থিব সামগ্রী না থাকার কারণে আফসোস করে, আল্লাহ তা'আলা তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাদের দলে লিখেন না। **(য'ঈফ, য'ঈফাহ্– হাঃ নং- ৬৩৩, ১৯২৪)**

মূসা ইবনু হিশাম-'আলী ইবনু ইসহাক হতে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুল

মুবারাক হতে তিনি মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ হতে তিনি 'আমর ইবনু শু'আইব (রাহ্.) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে স্বীয় দাদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান ও গারীব। সুওয়াইদ ইবনু নাসর তার সনদসূত্রে "তার পিতা থেকে" কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٦٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ (পরহেযগারীতার মর্যাদা)

٢٥١٩. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَعْدِلُ بِالرِّعَةِ". (ضعيف؛ الضعيفة- ح: ٤٨١٧)

২৫১৯। জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ﷺ-এর সামনে কোন এক ব্যক্তির 'ইবাদাত-বন্দিগী ও কঠোর সাধনার কথা এবং অন্য ব্যক্তির পরহিযগারী ও আল্লাহ ভীতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কোন কিছুই পরহিযগারী ও খোদাভীতির সমতুল্য হতে পারে না। **(য'ঈফ, য'ঈফাহ্- হাঃ নং- ৪৮১৭)**

'আবদুল্লাহ ইবনু জাফর হলেন মিসওয়ার ইবনু মাখরামার সন্তান। তিনি মাদীনার অধিবাসী এবং হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٢٥٢٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مِقْلَاصٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ". فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ؟ قَالَ : "وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي". (ضعيف؛ المشكاة- ح: ١٧٨؛ التعليق الرغيب- ح: ١/٤١)

২৫২০। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল খাবার খায়, সুন্নাত মুতাবিক 'আমাল করে এবং যার উৎপীড়ন হতে মানুষ নিরাপদ থাকে, সে জান্নাতে যাবে। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আজকাল তো এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এমন লোক থাকবে। (য'ঈফ, মিশকাত– হাঃ নং- ১৭৮; তা'লীকুর রাগীব– হাঃ নং- ১/৪১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রে ইসরা'ঈলের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি। 'আব্বাস আদ-দূরী-ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ বুকাইর হতে তিনি ইসরা'ঈল হতে তিনি হিলাল ইবনু মিকলাস (রাহ্.) সূত্রে কাবীসার সূত্রে ইসরা'ঈল বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈলকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে উত্তরে বলেন যে, তিনি ইসরা'ঈলের সূত্রেই শুধুমাত্র এ হাদীস জেনেছেন। তবে তিনি আবূ বিশরের নাম প্রসঙ্গে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٦- كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ৩৬ ॥ জান্নাতের বিবরণ

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 8 ॥ জান্নাতের স্তরসমূহের বিবরণ

٢٥٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِيْ إِحْدَاهُنَّ، لَوَسِعَتْهُمْ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹٥٦٣٣›، **«الضعيفة»** ‹١٨٨٦›.

২৫৩২। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এক শত স্তর (তলা) রয়েছে। সমস্ত দুনিয়াবাসীও যদি একই স্তরে এসে জমা হয়, তবুও তাতেই তাদের সংকুলান হবে। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৩৩), যঈফা (১৮৮৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٥) بَابُ فِيْ صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জান্নাতী মহিলাদের বিবরণ

٢٥٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ : أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ

نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً، حَتَّى يُرَى مُخُّهَا، وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يَقُولُ : {كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ}، فَأَمَّا الْيَاقُوتُ، فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ، لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ". (ضعيف؛ التعليق الرغيب- ح: ٢٦٣/٤)

২৫৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সত্তর জোড়া (পরত) কাপড়ের ভেতর হতেও জান্নাতী মহিলাদের পায়ের গোছার উজ্জ্বলতা দেখা যাবে, এমনকি এর অস্থিও দেখা যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "তারা (হূরগণ) যেন মহামূল্যবান পদ্মরাগমণি ও মুক্তা"– (সূরা আর-রহমান ঃ ৫৮)। আর পদ্মরাগমণি তো এমন একটি পাথর যে, এর মধ্যে তুমি একটি সুতা ঢুকিয়ে তারপর তা পরিষ্কার করে দেখতে চাও, তাহলে এর বাইরে হতেও তা দেখতে পারবে।

(য'ঈফ; তা'লীকুর রাগীব– হাঃ নং- ৪/২৬৩)

এ হাদীসটি হান্নাদ 'আবীদাহ ইবনু হুমাইদ হতেও উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ ... نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ. (انظر ما قبله)

২৫৩৪। হান্নাদ স্বীয় সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মারফূরূপে নয়। (দেখুন পূর্বের হাদীস)

আর এ হাদীস পূর্বোক্ত 'আবীদার হাদীসের তুলনায় অধিক সহীহ। এভাবেই জারীর প্রমুখগণ 'আতা ইবনু আস-সায়িব হতে আবুল আহ্ ওয়াসের মতই বর্ণনা করেছেন। মাওকূফরূপে আর এটি সঠিক।

٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা

٢٥٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ : {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ}، قَالَ : «ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مَسِيْرَةَ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٣٤).**

২৫৪০। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "সুউচ্চ বিছানা থাকবে" (সূরা ঃ ওয়াকিয়া– ৩৪) প্রসঙ্গে বলেন, এর উচ্চতা হবে আসমান-যমিনের উচ্চতার সমান আর তা হবে পাঁচ শত বছরের দূরত্বের সমান। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৩৪)**

আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র রিশদীন ইবনু সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কিছু আলিম বলেন, সেই বিছানাসমূহের এক স্তর হতে আরেক স্তরের উচ্চতা হবে আসমান-যমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমান।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ ثِمَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ জান্নাতীদের ফলের বর্ণনা

٢٥٤١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ– وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى–، قَالَ : «يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِئَةَ سَنَةٍ

أَوْيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ، شَكَّ يَحْيَى، فِيهَا فِرَاشُ الذَّهَبِ، كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ". (ضعيف؛ المشكاة– ح: ٥٦٤٠، التحقيق الثاني؛ التعليق الرغيب– ح: ٤/٢٥٦)

২৫৪১। আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ﷺ-এর সামনে সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তসীমার কুলগাছ) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ সেই গাছের একটি শাখার ছায়াতলে কোন যাত্রী এক শত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে (তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না) অথবা বলেছেন ঃ এক শত সাওয়ারী এর ছায়াতলে অবস্থান করবে (ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু 'আবদুল্লাহ সংশয়ে পতিত হয়েছেন যে, তার উর্ধ্বতন রাবী কোন্ কথাটি বলেছেন)। সে গাছে অসংখ্য সোনার পতঙ্গ আছে এবং এর ফলগুলো মটকার মত বড় বড়। **(য'ঈফ; মিশকাত– তাহ্‌ক্বীক্ব ছানী, হাঃ নং- ৫৬৪০; তা'লীকুর রাগীব– হাঃ নং- ৪/২৫৬)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ জান্নাতের ঘোড়ার বর্ণনা

٢٥٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ : "إِنِ اللّٰهَ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ"، قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ : فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ

لِصَاحِبِهِ، قَالَ : «إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ، يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ». حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ....... نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ. **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٤٢)، «الضعيفة» (١٩٨٠).**

২৫৪৩। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে ঘোড়া আছে কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (যদি) তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তুমি তাতে লাল পদ্মরাগ মনির ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে চাও আর তুমি জান্নাতের যেদিকে যেতে ইচ্ছা কর, সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তিনি (রাবী) বলেন, আরেক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে উটও আছে কি ? তিনি তার সাথীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তাকেও এরকম উত্তর না দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে তোমার মন যা চাবে এবং চোখে যা ভালো লাগবে সবই পাবে।

সুওয়াইদ-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি আলকামা ইবনু মারসাদ হতে তিনি আবদুর রহমান ইবনু সাবিতের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উক্ত মর্মে উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মাসউদী বর্ণিত হাদীসের চাইতে অনেক বেশী সহীহ। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৪২) , যঈফা (১৯৮০)**

٢٥٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاصِلٍ- هُوَ ابْنُ السَّائِبِ-، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُحِبُّ

الْخَيْلَ، أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ، أُتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ، لَهُ جَنَاحَانِ، فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ". (ضعيف؛ المشكاة- حـ: ٥٦٤٣؛ الضعيفة؛ ايضاً)

২৫৪৪। আবূ আইয়ূব (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন ﷺ-এর নিকটে এসে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো ঘোড়া পছন্দ করি। বেহেশ্তে ঘোড়া আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে যদি বেহেশতে প্রবেশ করানো হয় তাহলে মণি-মুক্তার একটি ঘোড়া তোমাকে দেয়া হবে। এর দু'টি ডানা থাকবে এবং তোমাকে এর পিঠে সওয়ার করানো হবে। তারপর তুমি যেদিকে যেতে চাও, সেটি তোমাকে নিয়ে সেদিকে উড়ে যাবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটিকে আবূ আইয়ূব (রাযি.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি। আবূ সাওরা হলেন আবূ আইয়ূব (রাযি.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন তাকে অত্যন্ত দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, এই আবূ সাওরা মুনকার রাবী এবং আবূ আইয়ূব (রাযি.) হতে বহু মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যার সমর্থনযোগ্য কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান নেই।

(য'ঈফ; মিশকাত– হাঃ নং- ৫৬৪৩; য'ঈফাহ্)

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ জান্নাতের দরজাসমূহের বর্ণনা

٢٥٤٨. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ، عَرْضُهُ

مَسِيرَةَ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ، حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ». ضعيف : «المشكاة» ‹٥٦٤٥– التحقيق الثاني›.

২৫৪৮। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতগণ যে দরজা দিয়ে জান্নাতে যাবে, তার প্রস্থ হবে অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। তা সত্ত্বেও এতো ভীড় হবে যে, তাদের কাঁধ ঢলে পড়ার উপক্রম হবে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৬৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। তিনি আরও বলেন আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন ঃ খালিদ ইবনু আবূ বাকার সালিম ইবনু আব্দুল্লাহর সূত্রে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ سُوْقِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ জান্নাতের বাজারের বর্ণনা

٢٥٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِيْ سُوقِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَفِيهَا سُوقٌ؟! قَالَ : نَعَمْ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا، نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ، وَيَتَبَدَّى لَهُمْ

فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ، وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ، عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا؟! قَالَ : "نَعَمْ"، قَالَ : "هَلْ تَتَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟"، قُلْنَا : لَا، قَالَ : "كَذٰلِكَ لَا تُمَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلَا يَبْقَى فِي ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ، إِلَّا حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً، حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ : يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ! أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيُذَكِّرُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟! فَيَقُولُ : بَلَى، فَسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ، غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا، قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذٰلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا- قَالَ، فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ، فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ- فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ، حَتَّى يَتَخَيَّلُ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، فَيَقُلْنَ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا! لَقَدْ

جِئْتَ، وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ؟! فَيَقُوْلُ : إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا". (ضعيف: ابن ماجه- ح: ٤٣٣٦)

২৫৪৯। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাহ্.) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.)-এর সাথে দেখা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সা'ঈদ (রাহ্.) প্রশ্ন করেন, জান্নাতে কি বাজারও আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়ে নিজ নিজ আমলের পরিমাণ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে জায়গা (মর্যাদা) পাবে। তারপর দুনিয়ার সময় অনুসারে জুমু'আর দিন তাদেরকে (তাদের রবের দর্শনের) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের রবকে দেখতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। জান্নাতের কোন এক বাগানে তাদের সামনে তার প্রভুর প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণিমুক্তা, পদ্মরাগ মণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বারসমূহ রাখা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীও মিশ্ক ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন-নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয় ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ ঠিক সে রকম তোমাদের রবের দেখাতেও কোন সন্দেহ থাকবে না। আর সে মাজলিসের প্রত্যেক লোক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলবে। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! অমুক দিন তুমি এমন কথা বলেছিলে, মনে আছে কি ? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কিছু নাফারমানী

ও বিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দিবেন। লোকটি তখন বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে মাফ করেননি ? তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ জায়গাতে পৌঁছেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা হতে তাদের উপর সুগন্ধ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুগন্ধ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। আমাদের রব বলবেন ঃ উঠো! আমি তোমাদের সম্মানে যে মেহমানদারি প্রস্তুত করেছি সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। তখন আমরা একটি বাজারে এসে হাযির হব, যা ফিরিশতারা ঘিরে রাখবে। সেখানে এরূপ পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কখনো অন্তরের কল্পনায় ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইব, তাই তুলে দেয়া হবে। তবে বেচা-কেনা হবে না। আর সে বাজারেই জান্নাতীরা একে অপরের সাথে দেখা করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী সামনে এগিয়ে তাঁর চাইতে অল্প মর্যাদাবান জান্নাতীর সাথে দেখা করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলতে কিছু থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে অস্থির হয়ে যাবেন। এ কথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার গায়ে আগের চাইতে উত্তম পোশাক দেখা যাচ্ছে। আর এরূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কারো দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না। তারপর আমরা নিজেদের স্থানে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের দেখা পাব। তারা তখন বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! কি ব্যাপার! যে রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মাজলিসে বসেছিলাম। কাজেই এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪৩৩৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস জেনেছি। সুয়াইদ ইবনু আমর আওযাঈর সূত্রে এই হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا، مَا فِيْهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ، إِلَّا الصُّوَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً، دَخَلَ فِيْهَا».

ضعيف : «المشكاة» ‹٥٦٤٦›، «الضعيفة» ‹١٩٨٢›.

২৫৫০। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে যে বাজার আছে, তাতে নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুর ক্রয়-বিক্রয় হবে না। যখন কেউ কোন প্রতিকৃতির আকাঙ্ক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যাবে।
যঈফ, মিশকাত (৫৬৪৬), যঈফা (১৯৮২)

আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٧) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ)

٢٥٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً: لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ جِنَانِهِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَنَعِيْمِهِ، وَخَدَمِهِ، وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ: مَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِهِ غَدْوَةً، وَعَشِيَّةً»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ {وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}.

ضعيف : «الضعيفة» ‹١٩٨٥›.

২৫৫৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতীর বাগান, স্ত্রী, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী, খাদিম এবং

খাট-পালং ও আসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের পথ। তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকটে সবচাইতে মর্যাদাবান ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা দর্শন করবে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "কতক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"– (সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্ ঃ ২২-২৩)।

(য'ঈফ; য'ঈফাহ্– হাঃ নং- ১৯৮৫)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বিভিন্নভাবে এ হাদীসটি ইসরা'ঈল হতে তিনি সুওয়াইর-ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে এ সূত্রে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। 'আবদুল মালিক ইবনু আবজার-সুওয়াইর হতে ইবনু 'উমার (রাযি.)-এর সূত্রে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'উবাইদুল্লাহ আল-আশজা'ঈ (রাহ্.) সুফিয়ান হতে তিনি সুওয়াইর হতে তিনি মুজাহিদ হতে তিনি ইবনু 'উমার (রাযি.) সূত্রে তার বক্তব্য হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন, মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : مَا لِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ অতি সাধারণ জান্নাতীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে

٢٥٦٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ : الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ، كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ". (ضعيف؛ المشكاة– ح: ٥٦٤٨؛ ضعيف الجامع الصغير– ح: ٢٦٦)

২৫৬২। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অতি সাধারণ

মর্যাদা সম্পন্ন একজন জান্নাতীরও আশি হাজার খাদিম ও বাহাত্তর জন হূর থাকবে। আর তার জন্য মণিমুক্তা, যমরূদ ও ইয়াকূতের তাঁবু নির্মাণ করা হবে। সেটা এত বড় হবে যে, তা সিরিয়ার অন্তর্গত 'জাবিয়া' হতে ইয়ামানের 'সানআ' পর্যন্ত সমান জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হবে। **যঈফ মিশকাত (৫৬৪৮) যঈফ জামি' সাগীর (২৬৬)**

আর এ সনদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যে জান্নাতী মারা গেছে চাই সে কম বয়সী হোক বা বেশী বয়সী, সে ত্রিশ বছরের যুবক হয়ে জান্নাতে যাবে, এর বেশী বয়স আর হবে না। ঠিক জাহান্নামীদের বয়স ও অনুরূপ হবে। একই সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাধারণ জান্নাতীদের মাথায় তাজ (মুকুট) পরানো হবে। আর এ তাজের সবচাইতে নিম্নমানের মুক্তা এমন হবে যে, এটা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছু আলোকিত করবে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র রিশদীন ইবনু সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَلَامِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ আয়াতলোচনা হূরদের কথাবার্তা

٢٥٦٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ، يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا»، قَالَ : «يَقُلْنَ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، طُوْبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَه!». **ضعيف : «الضعيفة» ‹١٩٨٢›.**

২৫৬৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে আয়াতলোচনা হূরদের সমবেত হওয়ার একটি জায়গা রয়েছে। তারা সেখানে এমন সুরেলা আওয়াযে গান গাইবে, যেমন আওয়ায কোন মাখলূক ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। তারা এই বলে গান গাইবে ঃ আমরা তো চিরঙ্গিনী, আমাদের ধ্বংস নেই। আমরা তো আনন্দ-উল্লাসের জন্যই, দুঃখ-কষ্ট নেই আমাদের। আমরা চির সন্তুষ্ট, আমরা কখনো অসন্তুষ্ট হব না। তাদের কতই না সৌভাগ্য যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা। **যঈফ, যঈফা (১৯৮২)**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٢٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের বর্ণনা

٢٥٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ عَلَىٰ كُثْبَانِ الْمِسْكِ- أُرَاهُ قَالَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ : رَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا، وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَعَبْدٌ أَدَّىٰ حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ». **ضعيف** : «المشكاة» ‹٦٦٦›، «نقد التاج» ‹١٨٤›، «التعليق الرغيب» ‹١/١١٠›.

২৫৬৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোক কিয়ামাতের দিন কস্তুরীর স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ তাদের এ মর্যাদায় ঈর্ষা করবে। (১) যে ব্যক্তি দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়; (২) যে ব্যক্তি কোন জাতির নেতৃত্ব করে

আর তারা তার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং (৩) যে গোলাম আল্লাহ্ তা'আলার ও তার মনিবের হাক আদায় করে।

(য'ঈফ; মিশকাত– হাঃ নং- ৬৬৬; নাকদুত্ তাজ– হাঃ নং- ১৮৪; তা'লীকুর রাগীব– হাঃ নং- ১/১১০)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। আবুল ইয়াকযানের নাম 'উসমান ইবনু 'উমাইর, মতান্তরে ইবনু ক্বাইস।

٢٥٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَرْفَعُهُ، قَالَ : "ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ : رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَتْلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا- أُرَاهُ قَالَ- مِنْ شِمَالِهِ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ". **(ضعيف؛ المشكاة- ح: ١٩٢١، التحقيق الثاني)**

২৫৬৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোককে ভালবাসেন। (১) যে ব্যক্তি রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে; (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে দান-খাইরাত করে আর তার বাঁ হাতও তা টের পায় না এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীতে যুদ্ধরত অবস্থায় থাকে, তার সাথীরা পরাজিত হয়ে গেলেও সে দুশমনের মুকাবিলা করতে থাকে।

(য'ঈফ; মিশকাত– তাহ্ক্বীক্ব ছানী, হাঃ নং- ১৯২১)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গ্বারীব এবং অরক্ষিত। সঠিক হল সে বর্ণনাটি যা শু'বা (রাহ্.) প্রমুখ মানসূর হতে তিনি রিব'ঈ ইবনু হিরাশ হতে তিনি যাইদ ইবনু যাব্ইয়ান হতে তিনি আবূ যার (রাযি.) হতে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ বাক্র ইবনু 'আইয়্যাশ হাদীস বর্ণনায় প্রচুর ভুল করেন।

٢٥٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ : سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ : فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا، فَسَأَلَهُمْ بِاللّٰهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا، لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللّٰهُ، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي، وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ : الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ». **ضعيف : «المشكاة» ‹١٩٢٢›.**

২৫৬৮। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোককে ভালোবাসেন এবং তিন প্রকার লোককে ঘৃণা করেন। যাদের আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন তারা হল ঃ (১) কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকটে এসে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াস্তে কিছু চাইল, তবে আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চায়নি। তারা তাকে কিছুই দিল না। এ সম্প্রদায়ের একটি লোক তাদের হতে আলাদা হয়ে গোপনে তাকে কিছু দান করল এবং তার দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ও গ্রহণকারী ব্যতীত আর কেউ জানতে পারল না। (২) একটি দল সারারাত সফররত থাকল, তারপর সকল কিছুর তুলনায় ঘুম যখন তাদের প্রিয় হয়ে গেল, ফলে সব লোক (বালিশে) মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল; কিন্তু তাদেরই একজন আমার সন্তুষ্টি

অর্জনের উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়ায় এবং আমার কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে। (৩) আর এক ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীতে যোগদান করল। তারপর শত্রুর মুকাবিলা করে তার পক্ষের লোকেরা পরাজিত হল; কিন্তু সে বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো। তারপর সে হয় শহীদ হল কিংবা বিজয়ী হল। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে তিনজনকে ঘৃণা করেন তারা হল ঃ (১) বৃদ্ধ যেনাকারী; (২) অহংকারী ভিক্ষুক এবং (৩) অত্যাচারী সম্পদশালী ব্যক্তি। **যঈফ, মিশকাত (১৯২২)**

মাহমূদ ইবনু গাইলান-নাযর ইবনু শুমাইল হতে তিনি শুবা (রাহঃ) হতে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ্। শাইবান (রাহঃ)-ও মানসূরের সূত্রে এরকমই বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অনেক বেশী সহীহ্।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٧- كِتَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৭ ঃ জাহান্নামের বিবরণ

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জাহান্নামের গহবরের বর্ণনা

٢٥٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ : «الصَّعُوْدُ : جَبَلٌ مِنْ نَارٍ، يَتَصَعَّدُ فِيْهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، وَيَهْوِيْ فِيْهِ كَذٰلِكَ أَبَدًا». **ضعيف : «المشكاة» ‹٥٦٧٧›.**

২৫৭৬। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে 'সাউদ' নামে আগুনের একটি পাহাড় আছে। কাফিরগণ সত্তর বছরে এর উপর উঠবে এবং সত্তর বছরে গড়িয়ে পড়বে। এমনিভাবে তারা তাতে অনন্তকাল ধরে উঠবে ও নামবে। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৭৭)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র ইবনু লাহীআর হাদীস হিসাবে এটিকে মারফূ হিসাবে জেনেছি।

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ জাহান্নামীদের দেহের আকার হবে বিরাট

٢٥٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ

الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ، يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ». ضعيف :

«المشكاة» ‹٥٦٧٦›، «الضعيفة» ‹١٩٨٦›.

২৫৮০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামাতের দিন) কাফির ব্যক্তি তার জিহ্বা এক-দুই ফারসাখ পরিমাণ জায়গা জুড়ে বিছিয়ে রাখবে। লোকেরা তা পদদলিত করবে। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৭৬), যঈফা (১৯৮৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি। আল-ফাযল ইবনু ইয়াযীদ হলেন কূফার অধিবাসী। হাদীসের একাধিক ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল মুখারিক তেমন প্রসিদ্ধ রাবী নন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ

٢٥٨١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ قَوْلِهِ : {كَالْمُهْلِ}، قَالَ : «كَعَكْرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَىٰ وَجْهِهِ، سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ». ضعيف : «المشكاة» ‹٥٦٧٨›، «التعليق الرغيب» ‹٤/٢٣٤›.

২৫৮১। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "কাল-মুহলি" (তা যেন গলিত তামা)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তা হল তেলের গাদ সদৃশ। জাহান্নামীদের মধ্যে কোন জাহান্নামী যখনই এটা তার মুখের নিকটে নিবে সাথে সাথে তার মুখমণ্ডলের চামড়া খসে তাতে পড়ে যাবে। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৭৮), তা'লীকুর রাগীব (৪/২৩৪)**

আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র রিশদীন ইবনু সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি। রিশদীন সমালোচিত রাবী।

٢٥٨٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ، حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ، حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ الصَّهْرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٧٩)، «التعليق» أيضاً.**

২৫৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানীয় ঢালা হবে, এমনকি তা পেট পর্যন্ত পৌঁছবে এবং পেটের সব নাড়িভূঁড়ি গলিয়ে দিবে, তারপর তা পায়ের দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। এটাই হল 'সাহর' (গলে যাওয়া)। আবার তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে (এবং এমনিভাবে শাস্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকবে)। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৭৯) তা'লীক অনুরূপ**

সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ-এর উপনাম আবূ সুজা' মিসরের অধিবাসী, লাইছ ইবনু সা'দ তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। ইবনু হুজাইরার নাম আবদুর রহমান আল-মিসরী।

٢٥٨٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِهِ : {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. يَتَجَرَّعُهُ}، قَالَ : «يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ، فَيَكْرَهُهُ، فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ، شَوَى وَجْهَهُ، وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ، قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

أَمْعَاءَهُمْ}، وَيَقُولُ : {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ}». ضعيف : «المشكاة» (٥٦٨٠)، «التعليق» أيضاً.

২৫৮৩। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "জাহান্নামীদেরকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে, যা সে এক এক ঢোক করে গলধঃকরণ করবে" (সূরা ঃ ইবরাহীম– ১৬, ১৭) প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুঁজ যখন তার মুখের নিকটে নিয়ে আসা হবে সে তা অপছন্দ করবে। তারপর যখন আরো নিকটে নিয়ে আসা হবে তখন তার মুখমণ্ডল পুড়ে যাবে এবং মাথার চামড়া গলে পড়ে যাবে। তারপর সে যখন তা পান করবে তখন তা তার নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবে এবং তা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তাদের গরম পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে" (সূরা ঃ মুহাম্মাদ– ১৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "পিপাসার্ত হয়ে তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং (জাহান্নাম) কতই না নিকৃষ্ট স্থান" (সূরা ঃ কাহ্ফ– ২৯)। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৮০), তা'লীক অনুরূপ**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রাহঃ) উবাইদুল্লাহ ইবনু বুসরের সূত্রে এরকমই বলেছেন। এ হাদীসের দ্বারাই শুধুমাত্র উবাইদুল্লাহ ইবনু বুসরের পরিচয় পাওয়া যায়। সাফওয়ান ইবনু আমর (রাহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু বুসরের এক ভাই ও এক বোন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ইবনু আমর (রাহঃ) যে উবাইদুল্লাহ ইবনু বুসরের সূত্রে আবূ উমামা (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি অন্য ব্যক্তি, সাহাবী নন।

٢٥٨٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا

رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «{كَالْمُهْلِ}، كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ، سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ». **ضعيف، وهو مكرر الحديث (٢٧٠٧).**

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ، كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً». **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٨١)، «التعليق الرغيب» (٤/٢٣١).**

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا، لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا». **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٨٢).**

২৫৮৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "কালমুহ্‌লি" (গলিত ধাতুর ন্যায়) প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা হল গরম তেলের গাদ সদৃশ (যা জাহান্নামীদের পান কারার জন্যে দেয়া হবে)। যখনই সে এটা (মুখের) নিকটে নিবে তার মুখমণ্ডলের চামড়া এতে গলে পড়ে যাবে। **যঈফ, ২৭০৭ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি**

একই সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের বেষ্টনী হবে চারটি প্রাচীর এবং প্রতিটি প্রাচীর হবে চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান পুরু। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৮১), তা'লীকুর রাগীব (৪/২৩১)**

একই সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ জাহান্নামীদের পুঁজের এক বালতিও যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হত, তবে সমস্ত দুনিয়াই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৮২)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমরা শুধুমাত্র রিশদীন ইবনু সা'দের সূত্রে এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। স্বরণশক্তির কারণে তিনি (একজন) সমালোচিত রাবী।

"কিছাফু কুল্লি জিদার"-এর অর্থ "প্রতিটি দেয়ালের পুরু বা ঘনত্ব"।

٢٥٨٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ : {اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟!". **(ضعيف: ابن ماجه- ح: ٤٣٢٥)**

২৫৮৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না"– **(সূরা আ-লি ইমরান ঃ ১০২)**। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ 'যাক্কুম'-এর একটি বিন্দুও যদি দুনিয়াতে পতিত হতো তাহলে দুনিয়াবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেত। আর এটা যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে।

(য'ঈফ; ইবনু মাযাহ– হাঃ নং- ৪৩২৫)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জাহান্নামীদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা

٢٥٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ،

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يُلْقَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ، فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَسْتَغِيْثُوْنَ، فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيْعٍ، لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ، فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ، فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِيْ غُصَّةٍ، فَيَذْكُرُوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ، فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ، فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ، بِكَلاَلِيْبِ الْحَدِيْدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ، قَطَّعَتْ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ، فَيَقُوْلُوْنَ : ادْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ، فَيَقُوْلُوْنَ : {أَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلَىٰ قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ}، قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : ادْعُوْا مَالِكًا، فَيَقُوْلُوْنَ : {يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}، قَالَ : فَيُجِيْبُهُمْ : {إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ} قَالَ الْأَعْمَشُ : نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ- قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : ادْعُوْا رَبَّكُمْ، فَلاَ أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ : {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ}، قَالَ : فَيُجِيْبُهُمْ : {اخْسَأُوْا فِيْهَا، وَلاَ تُكَلِّمُوْنِ} قَالَ : فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُوْنَ فِي الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٨٦)، «التعليق الرغيب» (٤/٢٣٦).**

২৫৮৬। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা অন্যান্য শাস্তির মতই ক্ষুধার যন্ত্রণায়ও নিপিড়িত হবে। তারা কাতর কণ্ঠে ফারিয়াদ করবে এবং কাটাযুক্ত গুল্মের খাবার দিয়ে তাদের ফারিয়াদ পূর্ণ করা হবে। এ খাবার না তাদেরকে মোটাতাজা করবে, না তাদের ক্ষুধা দূর করবে। তারা আবার খাবারের জন্য ফারিয়াদ করবে। তাদের তখন এমন খাবার দেয়া হবে যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তারা তখন মনে করবে দুনিয়াতে পানি পান করে গলায় আটকানো খাবার বের করার কথা। সুতরাং তারা পানীয়ের জন্য ফারিয়াদ জানাবে এবং তাদেরকে লোহার কাঁটাযুক্ত গরম পানি দেয়া হবে। এটা তাদের মুখের নিকটে নেয়ামাত্র তা তাদের মুখমণ্ডল পুড়ে ফেলবে এবং যখন উহা তাদের পেটে প্রবেশ করবে তখন তা তাদের নাড়িভুড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবে। তখন তারা (পরস্পর) বলবে, জাহান্নামের তত্ত্ববধায়ককে ডাকো। সে তাদের বলবে, "তোমাদের নিকটে কি রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসেননি ? তারা বলবে, হ্যাঁ এসেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক বলবে, তোমরা ডাকতে থাক কিন্তু কাফিরের ডাক নিষ্ফল" (সূরা ঃ মু'মিন– ৫০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা বলাবলি করবে, তোমরা মালিককে (জাহান্নামের প্রধান তত্ত্ববধায়ককে) ডাকো। তারা বলবে, "হে মালিক! আপনার রব যেন আমাদের মৃত্যু ঘটান" (সূরা ঃ যুখরুফ– ৭৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের জবাব দেয়া হবে, "তোমরা এভাবেই থাকবে (মৃত্যু আসবে না)" (৪৩ ঃ ৭৮)। আ'মাশ (রাহঃ) বলেন, আমি জেনেছি যে, তাদের এ আহ্বান ও মালিকের জবাবদানের মাঝখানে এক হাজার বছর চলে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরপর তারা (পরস্পর) বলবে, তোমাদের রবকে ডাকো, কেননা তোমাদের রবের চাইতে উত্তম আর কেউ নেই। তারা বলবে, "হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পরাজিত করেছে এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নিন। আমরা যদি আবার এরূপ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালিম" (সূরা ঃ মু'মিনূন– ১০৬, ১০৭)। তিনি বলেন, তাদের জবাব

দেয়া হবে, "এখানেই তোরা লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক, আর কোন্ কথা বলবে না"– (সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ১০৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তখন হতে তারা সব ধরনের কল্যাণলাভ থেকে হতাশ হয়ে যাবে এবং এ ভয়ংকর অবস্থায় গর্দভের ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে।

(য'ঈফ; মিশকাত– হাঃ নং- ৫৬৮৬; তা'লীকুর রাগীব– হাঃ নং- ৪/২৩৬)

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রাহ্.) বলেন ঃ রাবীগণ এ হাদীস মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আ'মাশ হতে তিনি শিম্র ইবনু 'আতিয়্যা হতে তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে তিনি উম্মুদ দারদা (রাযি.) হতে তিনি আবুদ দারদা (রাযি.) হতে, এ সূত্রে হাদীসটি তার উক্তি হিসেবেই আমরা জেনেছি। মূলত এটি মারফূ' হাদীস নয়। কুত্বাহ ইবনু 'আবদুল 'আযীয হাদীসের ইমামগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী।

٢٥٨٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : {وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ}، قَالَ : "تَشْوِيهِ النَّارُ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى، حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ". (ضعيف؛ المشكاة– ح: ٥٦٨٤)

২৫৮৭। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ "সেখানে তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়"– (সূরা আল-মু'মিনূন : ১০৪) আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হবে, উপরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে মাথার মাঝখানে এসে যাবে এবং নীচের ঠোঁট নাভীর সাথে আছাড় খাবে। **(য'ঈফ; মিশকাত– হাঃ নং- ৫৬৮৪)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। আবুল হাইসামের নাম সুলাইমান ইবনু 'আমর ইবনু 'আবদুল উতওয়ারী। তিনি ইয়াতীম হিসেবে আবূ সা'ঈদ (রাযি.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (জাহান্নামের গভীরতা)

٢٥٨٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهِ- وَأَشَارَ إِلَىٰ مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ- أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- هِيَ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ، لَسَارَتْ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا». **ضعيف : «المشكاة» (٥٦٨٨)، «التعليق الرغيب» (٤/٢٣٢).**

২৫৮৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার খুলীর দিকে ইশারা করে বলেছেন ঃ এটার মতই একটি সীসা যদি আকাশ হতে যমিনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে রাত হওয়ার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। অথচ এতদুভয়ের মাঝখানে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে। আর জাহান্নামের জিঞ্জীরের অগ্রভাগ হতে সীসাটি নীচের দিকে নিক্ষেপ করা হলে তা চল্লিশ বছর ধরে রাত-দিন চলতে থাকবে, গর্তের শেষ সীমায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৮৮) তা'লীকুর রাগীব (৪/২৩২)**

আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসের সনদ হাসান সহীহ। সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ মিসরের অধিবাসী। তার নিকট হতে লাইস ইবনু সা'দ ও অন্যান্য ইমামগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ (তোমাদের এই (দুনিয়ার) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ)

٢٥٩١. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ- هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ». **ضعيف : «ابن ماجه» (٤٣٢٠).**

২৫৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা লাল বর্ণ ধারণ করে। আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা সাদা রং ধারণ করে। আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা কালো বর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর কালো বর্ণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪৩২০)**

সুওয়াইদ ইবনু নাসর-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক হতে তিনি শারীক হতে তিনি আসিম হতে তিনি আবূ সালিহ অথবা অপর কোন ব্যক্তি-আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন, তবে মারফূ হিসেবে নয়। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মাওকূফ রিওয়ায়াতটি অনেক বেশী সহীহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ বুকাইর-শারীকের সূত্র ব্যতীত আর কেউ এটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ، وَمَا ذُكِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ জাহান্নামের দু'টি নিঃশ্বাস রয়েছে এবং তৌহীদে বিশ্বাসীগণকে জাহান্নাম হতে বের করে আনা প্রসঙ্গে

٢٥٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ : أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا، أَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ». **ضعيف : «الظلال» ‹٨٣٣›، «التعليق الرغيب» ‹١٣٨/٤›، «المشكاة» ‹٥٣٤٩- التحقيق الثاني›.**

২৫৯৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দিন আমাকে মনে করেছে কিংবা কোন জায়গাতে আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। **যঈফ, আয-যিলাল (৮৩৩), তা'লীকুর রাগীব (৪/১৩৮), মিশকাত তাহকীক ছানী (৫৩৪৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٠) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদঃ ১০॥ (জাহান্নামবাসীদের প্রতি আল্লাহ্'র দয়া ও ক্ষমা)

٢٥٩٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَنْعُمٍ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا،

فَقَالَ الرَّبُّ- عَزَّ وَجَلَّ : أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا، قَالَ لَهُمَا : لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟! قَالاَ : فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالَ : إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا، فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا، حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ، فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الْآخَرُ، فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ- عَزَّ وَجَلَّ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَىٰ صَاحِبُكَ؟! فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ : لَكَ رَجَاؤُكَ، فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ، بِرَحْمَةِ اللّٰهِ». **ضعيف :**

«المشكاة» (٥٦٠٥)، **«الضعيفة»** (١٩٧٧).

২৫৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি (তাতে প্রবেশ করেই খুব) জোরে চিৎকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ এদের দু'জনকে বের করে আন। তারপর তাদের বের করে আনা হলে তিনি প্রশ্ন করবেন ঃ এত জোরে চিৎকার করছিলে কেন ? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি, যেন আপনি আমাদের প্রতি দয়া করেন। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতি দয়া করলাম। তবে তোমরা জাহান্নামের যেখানে ছিলে সেখানে গিয়ে নিজেদের নিক্ষেপ কর। তারা সেদিকে যাবে। তারপর তাদের একজন নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দিবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে কিন্তু নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন ঃ তোমার সাথীর মতো তুমি নিজেকে জাহান্নামে ফেললে না কেন ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আশা করি আপনি আমাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনার পর আবার তাতে ফিরিয়ে দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমার আশা পূর্ণ হোক!

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমাতে তারা দু'জনই জান্নাতে চলে যাবে।

যঈফ, মিশকাত (৫৬০৫), যঈফা (১৯৭৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ। কারণ এটি রিশদীন ইবনু সাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাদীসবেত্তাদের মতে দুর্বল রাবী। এ হাদীসের অপর রাবী ইবনু আনউম আল-ইফরীকীও হাদীসবেত্তাদের মতে দুর্বল।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

٣٨- كِتَابُ الْإِيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৮ ঃ ঈমান

٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي اسْتِكْمَالِ الْإِيْمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ ঈমানের পূর্ণতা ও হ্রাসবৃদ্ধি

٢٦١٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ». **ضعيف : «الصحيحة» تحت الحديث ‹٢٨٤›.**

২৬১২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার চরিত্র ভালো এবং যে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে সে-ই ঈমানের দিক হতে পরিপূর্ণ মু'মিন। **যঈফ, সহীহা (২৮৪) হাদীসের আওতায়**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ। আবূ কিলাবা (রাহঃ) আইশা (রাঃ) হতে হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই। অবশ্য তিনি আইশা (রাঃ)-এর দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ-আইশা (রাঃ) হতে অন্যান্য হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ কিলাবার নাম আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ আল-জারমী। ইবনু আবূ উমার-সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আইউব আস-সিখতিয়ানী (রাহঃ) আবূ কিলাবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান ফাকীহ্গণের অন্তর্ভুক্ত।

উমারাহ ইবনু গাযিয়্যাহ এই হাদীসটি আবূ সালিহ হতে আবূ হুরাইরার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন "আল-ঈমানু আরবায়াতুন ওয়া সিত্তুনা বাবান" ঈমানের ৬৪টি দরজা আছে। **এই শব্দটি শাজ।**

٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ حُرْمَةِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ নামাযের মাহাত্ম্য

٢٦١٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، فَإِنَّ اللّٰهَ- تَعَالَى- يَقُوْلُ : {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} » الآية. **ضعيف : «ابن ماجه»** ‹٨٠٢›.

২৬১৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাউকে মাসজিদের খিদমাতে নিয়োজিত দেখলে তাকে ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দিও। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র মাসজিদসমূহের তো তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত প্রদান করে"। (সূরা ঃ তাওবা – ১৮) **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৮০২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব হাসান।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কোন ব্যক্তি যেনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না

٢٦٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ- وَاسْمُهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ أَصَابَ حَدًّا، فَعُجِّلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَفَا عَنْهُ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ». **ضعيف** : «ابن ماجه» ‹٢٦٠٤›.

২৬২৬। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি হাদ্দযোগ্য অপরাধ করলে এবং দুনিয়াতেই তার উপর হাদ্দ কার্যকর হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাকে পরকালে আবার শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই ন্যায়বিচারক। আর কোন ব্যক্তি হাদ্দযোগ্য অপরাধ করলে, আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ গোপন রাখলে এবং ক্ষমা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করার পর আবার শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই অধিক দয়াপরবশ। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৬০৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। বিশেষজ্ঞ আলিমগণও ও মতই পোষণ করেন। তাদের কেউ যেনা, চুরি, ইত্যাদি অপরাধের দরুন তাকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নাই।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই অপরিচিত হবে

٢٦٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي». **ضعيف جداً : «الصحيحة» تحت الحديث (١٢٧٣)، «المشكاة» (١٧٠).**

২৬৩০। কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আওফ ইবনু যাইদ ইবনু মিলহা (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাপ যেভাবে (সংকুচিত হয়ে) তার গর্তে ফিরে যায় তেমনি দীন ইসলামও এক সময় সংকুচিত হয়ে হিজাযে ফিরে আসবে। পাহাড়ী বকরী যেমন পাহাড় শৃংগে আশ্রয় নেয়, দীন ইসলামও তেমন হিজাযে আশ্রয় নিবে। দীন ইসলাম তো অপরিচিত অবস্থায় যাত্রা শুরু করছিল এবং অচিরেই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে অর্থাৎ অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা আমার সুন্নাত বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর তা পুনরুজ্জীবিত করে। **অত্যন্ত দুর্বল, সহীহা (১২৭৩) নং হাদীসের আওতায়। মিশকাত (১৭০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মুনাফিকের আলামত

٢٦٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ، وَيَنْوِيْ أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَلَمْ يَفِ بِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ». **ضعيف : «المشكاة» <٤٨٨١>، «الضعيفة» <١٤٤٧>.**

২৬৩৩। যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন ওয়াদা করে এবং তা পুরা করার নিয়াত করে; কিন্তু কোন কারণে তা পুরা করতে না পারে, তাহলে এজন্য তার কোন গুনাহ হবে না। **যঈফ, মিশকাত (৪৮৮১), যঈফা (১৪৪৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এর সনদ মজবুত নয়। **আলী**-ইবনু আব্দুল আ'লা নির্ভরযোগ্য রাবী। আবূ নু'মান এবং আবূ ওক্কাস **এ দু**ইজন অপরিচিত রাবী।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٩- كِتَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৯ ঃ জ্ঞান

٢) بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জ্ঞান সন্ধানের ফাযীলাত

٢٦٤٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَتَكِيُّ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ، كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ». **ضعيف** : «المشكاة» ‹٢٢٠›، «الضعيفة» ‹٢٠٣٧›، «الروض» ‹١٠٩›.

২৬৪৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জ্ঞানের খোঁজে বের হলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় আছে বলে গণ্য হবে। **যঈফ, মিশকাত (২২০) যঈফা (২০৩৭), আর-রাওয (১০৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কোন কোন রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে মারফূরূপে নয়।

٢٦٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلّٰى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ سَخْبَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى».

موضوع : «المشكاة» ‹٢٢١›، «الضعيفة» ‹٥٠١٧›.

২৬৪৮। সাখবারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান খোঁজ করে, এটা তার জন্য তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। **মাওযূ, মিশকাত (২২১), যঈফা (৫০১৭)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক হতে যঈফ। আবদুল্লাহ ইবনু সাখবারা ও তার পিতা সাখবারা (রাঃ)-এর হাদীস রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে আমাদের বেশী কিছু জানা নেই। রাবী আবূ দাঊদের নাম নুফাই আল-আ'মা কাতাদা এবং অন্যান্যরা তার সমালোচনা করেছেন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْاِسْتِيْصَاءِ بِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জ্ঞান অন্বেষণকারীর সাথে সদ্ব্যাবহার করা এবং তাদের সদুপদেশ দেয়া

٢٦٥٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ، فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرَضِيْنَ، يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّيْنِ، فَإِذَا أَتَوكُمْ، فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٤٩›.**

২৬৫০। আবূ হারূন আল-আবদী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর নিকটে (জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে) আসলে তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে "মারহাবা, স্বাগতম!" কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (আমার পরে) মানুষ তো তোমাদের অনুসারী হবে। দিগদিগন্ত হতে মানুষ ধর্মের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকটে আসবে। তারা তোমাদের নিকটে এলে তোমরা তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে (আমার) উপদেশ গ্রহণ কর। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৪৯)**

আবূ ঈসা বলেনঃ আলী ইবনু আবদুল্লাহ বলেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, শুবা (রাহঃ) আবূ হারূন আবদীকে যঈফ বলতেন, কিন্তু ইবনু আওন আমৃত্যু তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হারূনের নাম উমারা ইবনু জুয়াইন।

٢٦٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يَأْتِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُونَ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا». قَالَ : فَكَانَ أَبُوْ سَعِيْدٍ إِذَا رَآنَا، قَالَ : مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : **ضعيف : انظر ما قبله.**

২৬৫১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রাচ্যের দিক হতে বহু লোক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকটে আসবে। তারা তোমাদের নিকটে এলে তোমরা তাদের কল্যাণ কামনায় (আমার) সদুপদেশ গ্রহণ কর। তিনি (হারূন) বলেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) আমাদের দেখলে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে স্বাগতম। **যঈফ, দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হারূন আবদী-আবূ সাঈদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত এই প্রসঙ্গে আমাদের কিছু জানা নাই।

٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে পৃথিবীর স্বার্থ অন্বেষণ করে

٢٦٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ، أَوْ

أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (ضعيف؛ ابن ماجه- ح: ٢٥٨)

২৬৫৫। ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে অথবা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু অর্জনের ইচ্ছা করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয়। **(য'ঈফ; ইবনু মাযাহ– হাঃ নং- ২৫৮)**

এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাযি.) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। উপরিউক্ত সূত্র ব্যতীত আইয়ূবের কোন হাদীস আমাদের জানা নেই।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٦٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيثَ؛ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ، فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ، فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ"، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ.

(ضعيف؛ الضعيفة- ح: ٢٧٦١)

২৬৬৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে বসতেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শুনতেন। হাদীসগুলো তার নিকটে ভালো লাগলেও তিনি তা মনে রাখতে পারতেন না। কোন এক সময় তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে তার এ অবস্থার

কথা পেশ করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার কথা শুনে থাকি এবং তা আমার নিকটে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু তা মনে রাখতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও, এই বলে তিনি লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করেন। **যঈফ, যঈফা (২৭৬১)**

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন মজবুত নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, খালীল ইবনু মুররা মুনকারুল হাদীস। (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত রাবী)

١٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ، وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত পরিহার করা

٢٦٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَرْوَانَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ– هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ–، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ : «اعْلَمْ»، قَالَ : مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ : «اعْلَمْ يَا بِلَالُ!»، قَالَ : مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ : «إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِيْ، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللهَ، وَرَسُوْلَهُ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا».

ضعيف : «ابن ماجه» (٢١٠).

২৬৭৭। কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনুল হারিসকে বলেন ঃ তুমি জেনে রাখ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! আমি কি জেনে রাখব ? তিনি বললেন ঃ হে বিলাল! তুমি জেনে রাখ। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি জেনে রাখব ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোন সুন্নাত জীবিত করবে, যা আমার (মৃত্যুর পর) পর বিলিন হয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ সাওয়াব। তবে তাদের সাওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার বিদ'আত চালু করে, যা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করে না তার জন্য রয়েছে সেই বিদ'আতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ পাপ। তবে তাদের পাপ হতে কিছুই কমানো হবে না। **যঈফ, ইবনু মাজাহ** (২১০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনু উয়াইনা হলেন মিসসীসী এবং সিরিয়াবাসী। আর কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ্‌র দাদার নাম আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী।

٢٦٧٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «يَا بُنَيَّ! إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، فَافْعَلْ»، ثُمَّ قَالَ لِيْ : «يَا بُنَيَّ! وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِيْ، فَقَدْ أَحَبَّنِيْ، وَمَنْ أَحَبَّنِيْ، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹١٧٥›.

২৬৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে বৎস! তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ নেই, তাহলে তাই কর। তিনি আমাকে পুনরায় বললেন ঃ হে বৎস! এটা হল আমার সুন্নাত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকেই ভাল বাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভাল বাসল সে তো জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে। **যঈফ, মিশকাত (১৭৫)**

এই হাদীসে বড় ঘটনা রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরিউক্ত সূত্রে গারীব। মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আনসারী ও তার পিতা উভয়ই সিকাহ রাবী। 'আলী ইবনু যাইদ সত্যবাদী, কিন্তু যে হাদীসকে অন্যরা মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি কখনো কখনো তা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন। আমি মুহাম্মদ ইবনু বাশশারকে বলতে শুনেছি, আবুল ওয়ালীদ বলেন, শু'বা বলেছেন ঃ 'আলী ইবনু যাইদ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অনেক (মাওকূফ রিওয়ায়াতকে) মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহ্.) আনাস (রাযি.) হতে উপরিউক্ত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা ব্যতীত আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। 'আব্বাদ ইবনু মাইসারা আল-মিনকারী উক্ত হাদীস 'আলী ইবনু যাইদ হতে আনাস (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের উল্লেখ করেননি। আমি বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈলের সাথে আলোচনা করলে তিনি এ প্রসঙ্গে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সরাসরি আনাস (রাযি.) হতে উক্ত হাদীস বা অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন কি-না সে ব্যাপারেও তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) ৯৩ হিজরীতে এবং সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তার দু'বছর পর ৯৫ হিজরীতে মারা যান।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মদীনার 'আলিমদের প্রসঙ্গে

٢٦٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً : "يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ، يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ". (ضعيف: المشكاة- ح: ٢٤٦؛ التعليق على التنكيل- ح: ١/٣٨٥؛ الضعيفة- ح: ٤٨٣٣)

২৬৮০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই মানুষ উটে চড়ে 'ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তারা মদীনার 'আলিমদের অপেক্ষা বিজ্ঞ 'আলিম আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

(য'ঈফ; মিশকাত– হাঃ নং- ২৪৬; তা'লীক 'আলা তানকীল– হাঃ নং- ১/৩৮৫; য'ঈফাহ্– হাঃ নং- ৪৮৩৩)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। এটা ইবনু 'উয়াইনার রিওয়ায়াত। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন ঃ মাদীনার 'আলিম হলেন মালিক ইবনু আনাস (রাহ্.)। ইসহাক ইবনু মূসা বলেন ঃ আমি ইবনু 'উয়াইনাকে আরো বলতে শুনেছি, মদীনার এ 'আলিম হলেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বংশীয় পার্থিব মোহ বিমুখ 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুল্লাহ। (আবূ 'ঈসা বলেন ঃ) আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মূসাকে বলতে শুনেছি, 'আবদুর রাযযাক বলেছেন, তিনি হলেন মালিক ইবনু আনাস (রাহ্.)।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ 'ইবাদাতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী

٢٦٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ". (موضوع؛ ابن ماجه- ح: ٢٢٢)

২৬৮১। ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (বিজ্ঞ 'আলিম) শাইতানের জন্য হাজার (মূর্খ) 'আবিদ অপেক্ষা বিপজ্জনক। **(মাওযূ'; ইবনু মাযাহ– হাঃ নং- ২২২)**

٢٦٨٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ

سَلَمَةَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا، أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِيْ أَوَّلَهُ آخِرُهُ، فَحَدِّثْنِيْ بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ : «اتَّقِ اللّٰهَ فِيْمَا تَعْلَمُ». **ضعيف : «الضعيفة» (١٦٩٦).**

২৬৮৩। ইয়াযীদ ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো আপনার নিকট হতে অনেক হাদীস শুনেছি। এখন আমার ভয় হয় যে, পরের হাদীসগুলো পূর্বের হাদীসগুলোকে ভুলিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি বাক্য বলুন যার মধ্যে সব কিছু শামিল থাকবে। তিনি বলেন ঃ তুমি যা জান সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। **যঈফা (১৬৯৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটির সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস। আমার মতে ইবনু আশওয়াআ (রাহঃ) ইয়াযীদ ইবনু সালামা (রাঃ)-এর দেখা পাননি। ইবনু আশওয়াআ-এর নাম সাঈদ।

٢٦٨٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ». **ضعيف : «المشكاة» (٢١٦).**

২৬৮৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কখনো কল্যাণকর কথা শুনে জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি পাবে না। **যঈফ, মিশকাত (২১৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٦٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ،

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». **ضعيف جداً المشكاة : ‹٢١٦›.**

২৬৮৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো ধন। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী। **অত্যন্ত দুর্বল, মিশকাত (২১৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। ইবরাহীম ইবনুল ফাযল আল-মাখযূমী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤٠- كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ وَالْآدَابِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪০ : সম্মতি প্রার্থনা

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَنَّ الْاِسْتِئْذَانَ ثَلَاثَةٌ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ তিনবার সম্মতি চাইতে হবে

٢٦٩١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ زُمَيْلٍ : حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِيْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِيْ.

ضعيف الإسناد، منكر المتن.

২৬৯১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে তিনবার সম্মতি চাইলাম। তিনি আমাকে সম্মতি দিলেন। **সনদ দুর্বল, মতন মুনকার**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ যুমাইলের নাম সিমাক আল-হানাফী। উমার (রাঃ) নিজেই যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনবার সম্মতি চাওয়ায় তিনি তাকে (বাড়ির ভেতরে যাওয়ার) সম্মতি দেন, সেখানে তিনিই আবার আবূ মূসা (রাঃ)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন। এর কারণ এই যে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের "তোমাকে সম্মতি দিলে তো দিল, নতুবা ফিরে যাবে" অংশটুকু প্রসঙ্গে জানতেন না।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ স্ত্রীলোককে সালাম দেয়া

٢٦٩٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامَ، أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ تُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ. وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهِ. **صحيح،**

إلا الإلواء باليد : «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٤-١٩٦).

২৬৯৭। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল মহিলা বসা ছিল। তিনি হাত উঠিয়ে তাদের সালাম দিলেন। আবদুল হামীদ তার হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। **হাতের ইশারা অংশবাদে হাদীসটি সহীহ। মুসলিম মহিলার হিযাব (১৯৪-১৯৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আহ্মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেন, আবদুল হামীদ ইবনু বাহ্রাম-শাহর ইবনু হাওশাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, শাহ্র হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম পর্যায়ের এবং তিনি (একথা বলে) তার বিষয়টি মজবুত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনু আওন তার সমালোচনা করেছেন, তারপর হিলাল ইবনু আবূ যাইনাব-শাহ্র ইবনু হাওশাব সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ-আন-নাযর ইবনু শুমাইল হতে তিনি ইবনু আওন হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণ শাহ্রকে বাদ দিয়েছেন। আবূ দাঊদ বলেন, আন-নাযর বলেছেন, “তারা তাকে বাদ দিয়েছেন” অর্থৎ তারা তাকে ভর্ৎসনা বা অভিযুক্ত করেছেন। তাকে ভর্ৎসনা করার কারণ এইযে তিনি রাষ্ট্রিয় দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّسْلِيْمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ স্বীয় ঘরে ঢোকার সময় সালাম দেয়া

٢٦٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «يَابُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ».

ضعيف الإسناد.

২৬৯৮। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে বাছা! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিজনের মঙ্গল হবে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কথোপকথনের আগেই সালাম দিতে হবে

٢٦٩٩. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ- بَغْدَادِيٌّ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ». **حسن : «الصحيحة» (٨١٦).**

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا تَدْعُوْا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ». **موضوع : «ضعيف الجامع» (٦٣٧٤).**

২৬৯৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কথাবার্তা বলার আগেই সালাম আদান-প্রদান হবে। **হাসান, সহীহা (৮১৬)**

এ সনদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ সালাম দেয়ার পরই কাউকে খানাপিনার জন্য আহ্বান কর। **মাওযূ,যঈফু আলজামি' (৩৩৭৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, আনবাসা ইবনু আবদুর রাহ্মান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং অবহেলিত। আর মুহাম্মাদ ইবনু যাযান প্রত্যাখ্যাত রাবী।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْاِسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ বাড়ির সম্মুখভাগ দিয়ে সম্মতি চাইবে

٢٧٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ كَشَفَ سِتْرًا، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَىٰ عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَىٰ حَدًّا لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِيْنَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ، اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ، فَفَقَأَ عَيْنَيْهِ، مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ، فَلَا خَطِيْئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيْئَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٣٥٢٦– التحقيق الثاني›.**

২৭০৭। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক পর্দা তুলে কারো ঘরের মধ্যে তাকালো এবং সম্মতি পাওয়ার আগেই ঘরের গোপনীয় বিষয় দেখে ফেললো, সে দণ্ডনীয় অপরাধী হয়ে গেলো, যা করা তার পক্ষে বৈধ

নয়। সে যখন ঘরের ভেতরে তাকিয়ে ছিলো, তখন কেউ যদি এগিয়ে এসে তার দু'চোখ ফুঁড়ে বা সমূলে উপড়ে ফেলে দিত তবে তাকে আমি অপরাধী সাব্যস্ত করতাম না। আর কেউ যদি উন্মুক্ত দরজার পাশ দিয়ে যায় যার পর্দা নেই, আর সে যদি এদিকে তাকায়, তবে তাতে তার কোন দোষ নেই, বরং দোষ বাঁড়িওয়ালার (পর্দা ঝুলানো তাদের দায়িত্ব)। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৫২৬)**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা ইবনু আবূ লাহীআর রিওয়ায়াত ছাড়া এ রকম হাদীস জানতে পরিনি। আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলীর নাম আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ লেখার ওপর ধুলা ছিটিয়ে দেওয়া

٢٧١٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا، فَلْيُتَرِّبْهُ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٥٦٥٧›، «الضعيفة» ‹١٧٣٨›.**

২৭১৩। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ কিছু লিখলে (শুকানোর জন্য) তার ওপর যেন কিছু ধুলা ছিটিয়ে দেয়। কেননা তা লক্ষ্য পূরণে পরিপূরক। **যঈফ, মিশকাত (৫৬৫৭), যঈফা (১৭৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আবুয যুবাইর হতে এ হাদীস জেনেছি। আমার মতে হামযা হলেন আমর আন-নাসীবীর পুত্র এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٢١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কলম কানের উপর রাখা

٢٧١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : «ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذْنِكَ، فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي». موضوع : «الضعيفة» (٨٦٥).

২৭১৪। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলাম। তাঁর সম্মুখে একজন লেখক বসে ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম ঃ তোমার কানে কলমটি রেখে দাও, কেননা তা বিষয়বস্তু মনে রাখতে সহায়ক। **মাওযূ, যঈফা (৮৬৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সনদেই এ হাদীস জেনেছি। উহার সনদ দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু যাযান ও আনবাসা ইবনু আবদুর রহমান উভয়েই হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে আখ্যায়িত।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ মুসাফাহার (করমর্দন) বর্ণনা

٢٧٣٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ : الْأَخْذُ بِالْيَدِ». **ضعيف** : «الضعيفة» (٢٦٩١).

২৭৩০। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সালামের সময় হাত ধরা (মুসাফাহা করা) সালামের পূর্ণতা সম্পাদনকারী। **যঈফ, যঈফা (২৬৯১)।**

এ অনুচ্ছেদে বারাআ এবং ইবনু উমার হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম হতে সুফিয়ানের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি এটিকে সংরক্ষিত বলে মনে করেননি এবং বলেছেন, সম্ভবত ইয়াহ্ইয়া- আমার মতে সুফিয়ান বর্ণিত হাদীস উদ্দেশ্য করেছিলেন যা মানসূর-খাইসামা হতে যিনি ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন– তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামায আদায়ের ইচ্ছা রাখে সে এবং মুসাফির ছাড়া (এশার পর) আলাপ-আলোচনা করার অনুমতি নেই"। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, মানসূর-আবূ ইসহাক হতে তিনি আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ অথবা অপরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "মুসাফাহা করলে সালাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়"।

٢٧٣١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ– أَوْ قَالَ : عَلَىٰ يَدِهِ–، فَيَسْأَلُه كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ : الْمُصَافَحَةُ» ‹**ضعيف** : «**الضعيفة**» ‹١٢٨٨›.

২৭৩১। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সেবা করার পূর্ণতা হল তার কপালে হাত রাখা অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন ঃ রোগীর হাতের উপর হাত রেখে প্রশ্ন করা, সে কেমন আছে? আর তোমাদের সালামের পূর্ণতা হল একে অন্যের সঙ্গে মুসাফাহা করা। যঈফ, যঈফা (১২৮৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ খুবএকটা মজবুত নয়। মুহাম্মাদ (বুখারী রাহঃ) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহ্‌র বিশ্বস্ত রাবী এবং আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল রাবী। আল-কাসিম হলেন আবদুর রহমানের পুত্র, উপনাম আবূ আবদুর রহমান, তিনি বিশ্বস্ত রাবী। তিনি আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়ার মুক্তদাস। আল-কাসিম সিরিয়ার অধিবাসী।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ মুআনাকা (কোলাকুলি) ও চুম্বন

٢٧٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ، فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. **ضعيف : «المشكاة» (٤٦٨٢)، مقدمة «رياض الصالحين» (و/٥)، «نقد الكتاني» (١٦).**

২৭৩২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যাইদ ইবনু হারিসা (রাঃ) যখন (সফর হতে) মদীনায় ফিরে এলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি এসে দরজা খটখট করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি গায়ে কাপড় টানতে টানতে তার নিকটে গেলেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাঁকে আগে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। তারপর তিনি যাইদের সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমু খেলেন। **যঈফ, মিশকাত (৪৬৮২), রিয়াদুস সালেহীন এর মুকাদ্দামা (ওয়াও/৫) নাকদুল কাত্তানী (১৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। যুহ্‌রীর বর্ণনা হিসাবে আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٣٣) بَابُ مَا جَاءِ : فِيْ قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া

٢٧٣٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْس، وَأَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ : قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ هٰذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لاَ تَقُلْ : نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ، كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَسَأَلاَهُ عَنْ {تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ}؟ فَقَالَ لَهُمْ : «لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوْا، وَلاَ تَزْنُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ، إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ إِلَىٰ ذِيْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلاَ تَسْحَرُوْا، وَلاَ تَأْكُلُوْا الرِّبَا، وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً، وَلاَ تُوَلُّوْا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ- خَاصَّةً الْيَهُوْدَ- أَنْ لاَ تَعْتَدُوْا فِيْ السَّبْتِ»، قَالَ : فَقَبَّلُوْا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، فَقَالاَ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ : «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوْنِيْ؟!»، قَالُوْا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لاَ يَزَالُ فِيْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ، أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٧٠٥).**

২৭৩৩। সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী তার এক সঙ্গিকে বলল, আস আমরা এই নাবীর নিকট যাই। তার বন্ধু বলল, নাবী বলো না, তিনি যদি শুনে ফেলেন তাহলে খুশীতে তাঁর চার চোখ হয়ে যাবে। অতঃপর এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি তাদের বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, চুরি করো না, যেনা করো না, আল্লাহ যেসব প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সঙ্গত কারণ ছাড়া সেগুলো হত্যা করো না, হত্যার উদ্দেশ্যে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচারালয়ে নিয়ে যেও না, যাদু করো না, সুদ খেয়ো না, সতী-সাধ্বী মহিলাকে যেনার অপবাদ দিও না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করো না এবং বিশেষ করে তোমরা ইয়াহূদীগণ শনিবারের সীমা লংঘন করো না। রাবী বলেন, এসব স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা শুনে তারা তাঁর হাতে-পায়ে চুমু দিল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নাবী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কিসের? রাবী বলেন, তারা বলল, দাঊদ (আঃ) তাঁর রবের নিকটে দু'আ করেছিলেন যে, তাঁর (বংশধরের) সন্তানদের মধ্যেই যেন নাবী হন। আমরা আশংকা করছি আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইয়াহূদীগণ আমাদের হত্যা করে ফেলবে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৭০৫)**

এ অনুচ্ছেদে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ, ইবনু উমার ও কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ «مَرْحَبًا»

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ মারহাবা (স্বাগতম) বলা

٢٧٣٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ أَبُوْ حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِيْ جَهْلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ : «مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ». **ضعيف الإسناد.**

২৭৩৫। ইকরিমা (রাঃ) ইবনু আবূ জাহল হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলাম তখন তিনি বললেন ঃ আরোহী মুহাজিরকে খোশআমদেদ।

সনদ দুর্বল

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইবনু আব্বাস ও আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। মূসা ইবনু মাসউদ-সুফিয়ান সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এরকম হাদীস জেনেছি। মূসা ইবনু মাসউদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী (রাহঃ) সুফিয়ান হতে আবূ ইসহাক সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এতে মুসআব ইবনু সা'দের উল্লেখ করেননি। এটাই সর্বাধিক সহীহ। আমি মুহাম্মাদ ইবনু বাশশারকে বলতে শুনেছি যে, মূসা ইবনু মাসউদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তিনি আরো বলেন, আমি মূসা ইবনু মাসউদ হতে বহু সংখ্যক হাদীস লিখেছিলাম পরে তা বাতিল করেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤١- كِتَابُ الْأَدَبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪১ ঃ ভদ্র ব্যবহার

١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ হাঁচিদাতার উত্তর দেয়া

٢٧٣٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

ضعيف : «ابن ماجه» (١٤٣٣).

২৭৩৬। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের ছয়টি সদ্ব্যবহারের বিষয় আছে ঃ (১) তার সাথে দেখা হলে তাকে সালাম করবে, (২) সে কোন ব্যাপারে আহ্বান করলে তাতে সাড়া দিবে, (৩) সে হাঁচি দিলে উত্তর দিবে (তার আলহামদু লিল্লাহ্‌র উত্তরে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ), (৪) সে রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাবে, (৫) সে ইন্তেকাল করলে তার জানাযায় শারীক হবে এবং (৬) নিজের জন্য যা ভালোবাসবে পরের জন্যও তাই ভালোবাসবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৪৩৩)

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আবূ আইউব, বরাআ ও আবূ মাসঊদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অন্য সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস বর্ণিত আছে। কেউ কেউ আল-হারিস আল-আওয়াবের সমালোচনা করেছেন।

٣) بَابُ مَا جَاءَ : كَيْفَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ হাঁচিদাতার উত্তর কিভাবে হবে

٢٧٤٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِيْ سَفَرٍ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ : عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلاَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ». ضعيف : «الإرواء» ‹٢٤٦/٣، ٢٤٧›، «المشكاة» ‹٤٧٤١- التحقيق الثاني›.

২৭৪০। সালিম ইবনু উবাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদল লোকের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলেন। তাদের একজন হাঁচি দিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। একথা শুনে সালিম বললেন, আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা (তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। এ উত্তরে মনে হল যেন সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি বললেন, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আমি তো তাই বললাম জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিয়ে বলেছিল, আসসালামু আলাইকুম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা। কাজেই তোমাদের কেউ যেন হাঁচি দিয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রাহাম

করুন)। হাঁচিদাতা আবার বলবে, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম (আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে মাফ করুন)। **যঈফ, ইরওয়া (৩/২৪৬, ২৪৭), মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৭৪১)**

আবূ ঈসা বলেন, মানসূর হতে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীগণ মতের অমিল করেছেন। তারা হিলাল ইবনু ইসাফ ও সালিম (রাহঃ)-এর মাঝখানে আরো এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ : كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ হাঁচিদাতার উত্তর কতবার দিতে হবে

٢٧٤٤. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا، فَإِنْ زَادَ، فَإِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا». **ضعيف : «الضعيفة» (٤٨٣٠).**

২৭৪৪। উমার ইবনু ইসহাক ইবনু আবূ তালহা (রাহঃ)-এর নানা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনবার পর্যন্ত হাঁচির উত্তর দাও। এরপরও সে যদি হাঁচি দেয় তবে তুমি চাইলে তার উত্তর দিতেও পার নাও দিতে পার। **যঈফ, যঈফা (৪৮৩০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব এবং এর সনদসূত্র অপরিচিত।

٨) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ নামাযে হাঁচি আসে শাইতানের পক্ষ থেকে

٢٧٤٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ : «الْعُطَاسُ،

وَالنُّعَاسُ، وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ، مِنَ الشَّيْطَانِ». ضعيف : «المشكاة» ‹٩٩٩›.

২৭৪৮। আদী ইবনু সাবিত (রাহঃ) হতে পালাক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে মারফূ হিসেবে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা এবং হায়িয, বমি ও নাক দিয়ে রক্ত পড়া শাইতানের পক্ষ হতে। **যঈফ, মিশকাত (৯৯৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র শারীক হতে [illegible] ইয়াকযান সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী)-কে 'আদী ইবনু সাবিত-তার পিতা-তার দাদা' এই সনদসূত্র প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম, আদীর দাদার নাম কি? তিনি বললেন, আমি জানি না। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, তিনি আদীর দাদার নাম দীনার বলেছেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْقُعُوْدِ وَسَطَ الْحَلْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ বৈঠকের মাঝখানে বসা নিষেধ

٢٧٥٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَلْعُونٌ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ- أَوْ : لَعَنَ اللّٰهُ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ- مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ. ضعيف : «الضعيفة» ‹٦٣٨›، «المشكاة» ‹٤٧٢٢›

২৭৫৩। আবূ মিজলায (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক লোক বৈঠকের মাঝখানে বসে পড়লে হুযাইফা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বৈঠকের মাঝখানে বসে, সে মুহাম্মাদের ভাষায় লানত প্রাপ্ত অথবা আল্লাহ মুহাম্মাদের জবানীতে তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। **যঈফ, যঈফা (৬৩৮), মিশকাত (৪৭২২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মিজলাযের নাম লাহিক ইবনু হুমাইদ।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ গোঁফ কাটা

٢٧٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ ـ أَوْ يَأْخُذُ ـ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ ـ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ ـ يَفْعَلُهُ. **ضعيف الإسناد.**

২৭৬০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোঁফ ছেটে খাটো করতেন এবং বলতেন ঃ দয়াময়ের প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) এরকম করতেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ দাড়ি ছাঁটা প্রসঙ্গে

٢٧٦٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا. **موضوع : «الضعيفة» ‹٢٨٨›.**

২৭৬২। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দু' দিকে তাঁর দাড়ি ছাঁটতেন। **মাওযূ, যঈফা (২৮৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (আল-বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু হারূনের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ যোগ্য বলা যায়। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাঁড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয় দিকে ছাঁটতেন" এই হাদীস ছাড়া তার অন্য

কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমার জানা নাই, যার কোন বুনিয়াদ নাই বা যা তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা শুধুমাত্র ইবনু হারূনের রিওয়ায়াত হিসেবে উপরোক্ত হাদীস জেনেছি। আমি ইমাম বুখারীকে উমার ইবনু হারূন সম্পর্কে উত্তম অভিমত মনে ধারণ করতে দেখেছি। আবূ ঈসা বলেন, আমি কুতাইবাকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু হারূন ছিলেন হাদীসের ধারক। তিনি বলতেন, "কথা ও কাজের সমষ্টি হল ঈমান" (আল-ঈমান কাওল ওয়া আমাল)। কুতাইবা বলেন, ওয়াকী ইবনু জাররাহ্ আমাদেরকে জানিয়েছেন এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদের সূত্রে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাইফবাসীদের বিপক্ষে মিনজানীক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করেছেন।

কুতাইবা বলেন, আমি ওয়াকীকে প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? তিনি বলেন, আপনাদের সঙ্গী উমার ইবনু হারূন।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করবে

٢٧٧٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ- مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُونَةَ، قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ، أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى، لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!». ضعيف : «المشكاة» ‹٣١١٦›، «الإرواء» ‹١٨٠٦›.

২৭৭৮। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন যে, তিনি ও মাইমূনা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে হাযির ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা দু'জন তাঁর নিকটে অবস্থানরত থাকতেই ইবনু উম্মু মাকতূম (রাঃ) তাঁর নিকট এলেন। এটা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর। আমি (উম্মু সালামা) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতেও পারছেন না চিনতেও পারছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না। **যঈফ, মিশকাত (৩১১৬), ইরওয়া (১৮০৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান্ সহীহ.

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ رَدِّالطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ

٢٧٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيْفَةَ أَبُو عَبْدِ اللهِ– بَصْرِيٌّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَافِّ، عَنْ حَنَانٍ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ، فَلاَ يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ». **ضعيف : «مختصر الشمائل» ‹١٨٩›، «الضعيفة» ‹٧٦٤›.**

২৭৯১। আবূ উসমান আন-নাহদী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে সুগন্ধি (হাদিয়া) দেয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা এটা জান্নাত হতে নিঃসৃত। **যঈফ, মুখতাসার শামায়িল (১৮৯) যঈফা (৭৬৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। উক্ত হাদীস ছাড়া হানানের সূত্রে আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। আবূ উসমান আন-নাহদীর নাম আবদুর রহমান ইবনু মুল্ল। তিনি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল পেলেও তাঁকে দেখেননি এবং তাঁর নিকট সরাসরি হাদীসও শুনেননি।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي النَّظَافَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে

٢٧٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ، فَنَظِّفُوْا- أُرَاهُ قَالَ- أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ». قَالَ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.......... مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ». **ضعيف** : «غاية المرام» (١١٣)، لكن قوله : «إن الله جواد» إلخ صحيح : «الصحيحة» (٢٣٦-١٦٢٧)، «حجاب المرأة» (١٠١).

২৭৯৯। সালিহ ইবনু আবূ হাসসান (রাহঃ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাঈয়্যাব (রাহঃ)-কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি মহান ও দয়ালু, মহত্ব ও দয়া ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেক। আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের আশপাশের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইয়াহূদীদের অনুকরণ করো না। সালিহ বলেন, আমি বিষয়টি মুহাজির ইবনু মিসমারের নিকটে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমির ইবনু সা'দ তার পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম হাদীস আমার কাছে বলেছেন।

তবে তিনি তাতে বলেছেন, তোমাদের আশপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখ। **যঈফ, গায়াতুল মারাম (১১৩) "তিনি দানশীল" হাদীসের এই অংশ হতে শেষ পর্যন্ত সহীহ। সহীহা (২৩৬-১৬২৭), হিজাবুল মারআ (১০১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। খালিদ ইবনু ইল্‌য়াস মতান্তরে ইয়াসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ সহবাসের সময় শরীর ঢেকে রাখা

٢٨٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيْزَكَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُحَيَّاةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ، إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ».

ضعيف : «الإرواء» ‹٦٤›، «المشكاة» ‹٣١١٥– التحقيق الثاني›.

২৮০০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নগ্নতা হতে বেঁচে থাক। কেননা তোমাদের এমন সঙ্গী আছেন (কিরামান-কাতিবীন) যারা পেশাব-পায়খানা ও স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় তোমাদের হতে আলাদা হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা কর এবং সম্মান কর। **যঈফ, ইরওয়া (৬৪), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩১১৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবূ মুহাইয়্যার নাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়া'লা।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ গোসলখানায় প্রবেশ করা

٢٨٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ عُذْرَةَ- وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ. **ضعيف** : «ابن ماجه» (٢٧٤٩).

২৮০২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ উভয়কে গোসলখানায় যেতে বারণ করেছিলেন। পরে অবশ্য পুরুষের লুঙ্গি পরে সেখানে যাবার সম্মতি দিয়েছেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৭৪৯)**

আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু সালামার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি। এ হাদীসের সনদসূত্র খুব দৃঢ় নয়।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের কাপড় পরা নিষেধ

٢٨٠٧. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِيْ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ. **ضعيف الإسناد.**

২৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ দু'টি লাল কাপড় পরা কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দেননি। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। আলিমদের মতে এ হাদীসের অর্থ হল, তারা কুসুম রংয়ের জামা-কাপড় অপছন্দ করেছেন। তাদের মতে কুসুম রং ছাড়া লাল, মেটে ইত্যাদি রং দিয়ে যদি কাপড় লাল করা হয়, তবে কোন দোষ নেই।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِيْ لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ পুরুষদের লাল রং-এর পোশাক পরিধানের অবকাশ প্রসঙ্গে

٢٨١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَشْعَثِ- وَهُوَ ابْنُ سَوَّارٍ-، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَإِلَى الْقَمَرِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِيْ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. **ضعيف : «مختصر الشمائل» ‹٨› ووقع فيه : صحيح، وهو خطأ.**

২৮১১। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক জোছনা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর পরনে ছিল একজোড়া লাল রং-এর পোশাক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এবং চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনিই আমার কাছে চাঁদের চাইতে অধিক সুন্দর মনে হল। **যঈফ, মুখতাসার শামায়িল (৮)। উহাকে সাহীহ বলা ভুল।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র আশআসের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি। শুবা ও সুফিয়ান সাওরী তাঁরা উভয়েই আবূ ইসহাক হতে বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ)-এর

সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনে একজোড়া লাল পোশাক দেখেছি"। **সহীহ পূর্বে ১৭২৪ নং হাদীসটি বার্ণিত হয়েছে**

মাহমূদ ইবনু গাইলান-ওয়াকী হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি আবূ ইসহাক হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে তিনি শুবা হতে তিনি আবূ ইসহাক হতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আরো অধিক কথা আছে। আমি মুহাম্মাদকে প্রশ্ন করলাম, আবূ ইসহাক-আল-বারাআ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি বেশি সহীহ না জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি? তিনি উভয় হাদীস সহীহ বলে মত দিয়েছেন। এ অনুচ্ছেদে বারাআ ও আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ، وَالْخَلُوْقِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ পুরুষের জন্য জাফরানী রং এবং জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধি লাগানো নিষেধ

٢٨١٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا، قَالَ : «اذْهَبْ، فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ». **ضعيف الإسناد.**

২৮১৬। ইয়ালা ইবনু মুররা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে খালুক (যাফরান মিশানো সুগন্ধি) ব্যবহার করেছে। তিনি বললেন ঃ যাও, এটা ধুয়ে ফেল আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় তা লাগিও না। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসের সনদে আতা ইবনুস সাইব (রাহঃ) হতে বর্ণনার ব্যাপারে কিছু হাদীস বিশারদ মতের অমিল করেছেন। আলী (রাহঃ) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন,

যারা পূর্বে আতা ইবনুস সাইব এর নিকট হাদীস শুনেছেন তাদের উক্ত শ্রবণ যথার্থ। আতা ইবনুস সাইব যাযান সূত্রে বর্ণিত দু'টি হাদীস ব্যতীত তার বরাতে শুবা ও সুফিয়ানের হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সঠিক। শুবা বলেন ঃ আতা হতে যাযান সূত্রে বর্ণিত হাদীসদুটো আমি আতার অন্তিম বয়সে শুনেছি। কথিত আছে যে, শেষ বয়সে আতার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ অনুচ্ছেদে আম্মার, আবূ মূসা ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

রাবী আবূ হাফস হলেন ইবনু উমার।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الشُّؤْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ কুলক্ষণ (কুফা) প্রসঙ্গে

٢٨٢٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالدَّابَّةِ». **صحيح بزيادة : «إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة» : ق، وهو دونها شاذ : «الصحيحة» (٤٤٣) و (٧٩٩) و (١٨٩٧).**

২৮২৪। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কুলক্ষণে বলতে কিছু থাকলে) এ তিনটিতে থাকত ঃ (১) নারী, (২) ঘর ও (৩) জন্তু। **"কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে" এই বর্দ্ধিত অংশ সহ হাদীসটি সহীহ, ঐ অংশ ব্যতীত শাজ, সহীহা (৪৪৩, ৭৯৯, ১৮৯৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম যুহ্‌রীর কিছু শিষ্য অত্র হাদীসের সনদে রাবী হামযার উল্লেখ করেননি। তারা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ সালিম-তার পিতা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। একইভাবে ইবনু আবূ উমারও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে তিনি যুহ্‌রী হতে তিনি ইবনু উমার

(রাঃ)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা-তাদের পিতা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

সাঈদ ইবনু আবদুর রহমান হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি যুহরী হতে তিনি সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে "সাঈদ ইবনু আবদুর রহমান-হামযা হতে" এভাবে উল্লেখ নেই। সাঈদের রিওয়ায়াত বেশি সহীহ। কেননা আলী ইবনুল মাদীনী ও হুমাইদী (রাহঃ) সুফিয়ানের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। যুহরী আমাদের নিকট এ হাদীস শুধুমাত্র সালিম-ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) এ হাদীস যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা হতে-তাদের পিতার সূত্রে। এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনু সা'দ, আইশা ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "কোন কিছুতে কুলক্ষণ (কুফা) বলতে কিছু থাকলে, নারী, জন্তু ও ঘরের মধ্যেই থাকত"।

তাছাড়া হাকীম ইবনু মুআবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "কুলক্ষণ (কুফা) বলতে কিছু নেই। তবে কখনো কখনো ঘর, নারী ও ঘোড়ার মধ্যে শুভ লক্ষণ (বারকাত) দেখা যায়"। **সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৩০)**

আলী ইবনু হুজর-ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে তিনি সুলাইমান ইবনু সুলাইম হতে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু জাবির আত-তাঈ হতে তিনি মুআবিয়া ইবনু হাকীম হতে তিনি তার চাচা হাকীম ইবনু মুআবিয়া (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক-এ কথা বলা

٢٨٢٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ

ابْنِ جُدْعَانَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لأَحَدٍ، إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ : «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، وَقَالَ لَهُ : «ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ!». **منكر بذكر الغلام الحزور : ق دون الزيادة.**

২৮২৯। আলী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কারো জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্র করে বলেননি যে, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি তাকে (সা'দকে) বলেছেন ঃ চালাও তীর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক। হে নওজোয়ান যুবক! তীর ছুঁড়ো। **"হে তরুন যুবক" এর উল্লেখ মুনকার,** নাসাঈ

এ অনুচ্ছেদে যুবাইর ও জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস আলী (রাঃ) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এ হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসইয়্যাব হতে তিনি বলেন ঃ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, উহুদের মাইদানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন (অর্থাৎ তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক)।

٧٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

٢٨٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ». **صحيح**

. بلفظ : «أصدق»،«مختصر الشمائل» ‹٢٠٧›، «فقه السيرة»‹٢٧› :م.

২৮৪৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরব কবিদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সত্য কথা বলেছে লাবীদ। আর তা হল ঃ আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহা বাতিলুন (শোন হে মানুষ ভাই)! আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব কিছুই পরিত্যাজ্য। **হাদীসে বর্ণিত "আশআর" এর পরিবর্তে "আসদাক" শব্দে হাদীসটি সহীহ, মুখতাসার শামায়িল (২০৭), ফিকহুস্ সীরাহ (২৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সাওরী প্রমুখ এ হাদীসটি আবদুল মালিক ইবনু উমাইর হতে বর্ণনা করেছেন।

٧٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مَثَلِ اللّٰهِ لِعِبَادِهِ

অনুচ্ছেদঃ ৭৬ ॥ (বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া উদাহরণ)

٢٨٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ هِلَالٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ : «إِنِّيْ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيْلَ عِنْدَ رَأْسِيْ، وَمِيكَائِيْلَ عِنْدَ رِجْلِيْ، يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ : اسْمَعْ، سَمِعَتْ أُذُنُكَ! وَاعْقِلْ، عَقَلَ قَلْبُكَ! إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ، كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا، ثُمَّ بَنَى فِيْهَا بَيْتًا، ثُمَّ جَعَلَ فِيْهَا مَائِدَةً، ثُمَّ بَعَثَ رَسُوْلًا يَدْعُوْ النَّاسَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُوْلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللّٰهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَأَنْتَ- يَا مُحَمَّدُ! رَسُوْلٌ، فَمَنْ أَجَابَكَ، دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَكَلَ مَا فِيْهَا». **ضعيف الإسناد.**

২৮৬০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ

কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকটে এসে বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, জিবরাঈল (আঃ) যেন আমার মাথার দিকে এবং মীকাঈল (আঃ) আমার পাদুটির দিকে আছেন। তাঁদের একজন তাঁর সঙ্গীকে বলছেন, তাঁর কোন উদাহরণ দিন। তিনি বলেন ঃ তাহলে শুনুন। আপনার কান যেন শুনে এবং আপনার অন্তর যেন হৃদয়ঙ্গম করে। আপনার ও আপনার উম্মাতের তুলনা এই যে, কোন বাদশাহ একটি রাজমহল তৈরী করলেন এবং তাতে একটি ঘর তৈরি করলেন, তারপর তাতে রকমারি খানা ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন। তারপর তিনি একজন আহ্বানকারীকে পাঠালেন লোকদেরকে খাবারের জন্য দাওয়াত দিতে। একদল লোক তার ডাকে সাড়া দিল এবং অন্য দল তা পরিত্যাগ করল। আল্লাহ তা'আলা হলেন সেই বাদশাহ, মহলটি হল ইসলাম, ঘরটি হল জান্নাত। আর হে মুহাম্মাদ! আপনি সেই আহ্বানকারী। যে ব্যক্তি আপনার ডাকে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল, আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে গেল। যে জান্নাতে যাবে সে তাতে যা আছে তা খাবে। **সনদ দুর্বল**

উপরোক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অন্যভাবে আরো সহীহ সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি মুরসাল। সাঈদ ইবনু আবূ হিলাল জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) এর দেখা পাননি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مَثَلِ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

অনুচ্ছেদঃ ৮২ ॥ মানুষ এবং তার হায়াত ও কামনা-বাসনার উদাহরণ

٢٨٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا هٰذِهِ وَمَا هٰذِهِ؟»، وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ، قَالُوا

: اللّٰه ورسوله أعلم، قال : «هذاك الأمل، وهذاك الأجل». **ضعيف :**

«التعليق الرغيب» (١٣٣/٤).

২৮৭০। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি নুড়ি পাথর ছুড়ে দিয়ে বললেন, এটা এবং ওটা কিসের মত তোমরা জান কি? সাহাবীগণ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হল মানুষের কামনা-বাসনা এবং এটা হল তার হায়াৎ। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৪/১৩৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে গারীব।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤٢- كِتَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪২ ঃ কুরআনের ফাযীলাত

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সূরা আল-বাকারা ও আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত

٢٨٧٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ- مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ-، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا، وَهُمْ ذُوْ عَدَدٍ، فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَاسْتَقْرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ- مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا- فَقَالَ : «مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ؟!»، قَالَ : مَعِيْ كَذَا وَكَذَا، وَسُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ : «أَمَعَكَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ؟»، فَقَالَ : نَعَمْ، قَالَ «فَاذْهَبْ، فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ : وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَتَعَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، إِلاَّ خَشْيَةَ أَلاَّ أَقُومَ بِهَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَاقْرَءُوهُ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا، يَفُوحُ رِيحُهُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ، فَيَرْقُدُ، وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ». **ضعيف** : «ابن ماجه» ‹٢١٧›.

২৮৭৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক অভিযানে) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। তারা সংখ্যায় খুব অধিক ছিল না। তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলেন। সুতরাং প্রত্যেকেই যার যা মুখস্ত ছিল তা তিলাওয়াত করে শুনায়। অবশেষে তিনি এদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী এক ব্যক্তির নিকটে আসলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ হে আদমি! তোমার নিকটে কি আছে? সে বলল, আমার এই এই সূরা ও সূরা আল-বাকারা মুখস্ত আছে। তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ তোমার সূরা আল-বাকারা মুখস্ত আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যাও, তুমিই এ বাহিনীর দলপতি। দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্র শপথ! আমি সূরা আল-বাকারা এই ভয়ে হেফয করিনি যে, আমি এটা নিয়ে (রাতের নামাযে) দাঁড়াতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা তিলাওয়াত কর। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করতে শিখে, তা পাঠ করে এবং এটা নিয়ে নামাযে দাঁড়ায় তার জন্য কুরআনের নমুনা হল কস্তুরী ভর্তি চামড়ার থলের মত যার খুশবু সবখানে ছড়িয়ে পড়ছে। আর যে ব্যক্তি তা শিখে ঘুমিয়ে আছে তার উদাহরণ হল মুখবন্ধ কস্তুরীর থলের মত। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২১৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। লাইস ইবনু সা'দ-সাঈদ আল-মাকবুরী হতে তিনি আবূ আহমাদের মুক্তদাস আতা (রাহঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসেবেও উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই।

٢٨٧٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ». **ضعيف** : «الضعيفة» (١٣٤٨)، «التعليق الرغيب» (٢/٢١٨).

২৮৭৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের উঁচু চূড়া হল সূরা আল-বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াতসমূহের প্রধান। তা হল আয়াতুল কুরসী। **যঈফ, যঈফা (১৩৪৮), তা'লীকুর রাগীব (২/২১৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র হাকীম ইবনু জুবাইরের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। শুবা তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে দুর্বল রাবী আখ্যায়িত করেছেন।

٢٨٧٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ {حم} الْمُؤْمِنَ إِلَى: {إِلَيْهِ الْمَصِيرُ}، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ، حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي، حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٢١٤٤– التحقيق الثاني›.**

২৮৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালবেলা সূরা আল-মু'মিন-এর হা-মী-ম হতে ইলাইহিল মাসীর (১, ২, ও ৩ নং আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে সে এর উসীলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত (আল্লাহ্ তা'আলার) হিফাযাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি এর উসীলায় সকাল পর্যন্ত হিফাযাতে থাকবে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২১৪৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কোন কোন হাদীসবেত্তা আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মুলাইকার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। যুরারা ইবনু মুসআব হলেন আবূ মুসআবের দাদা

٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল-কাহ্ফের ফাযীলাত

٢٨٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». **صحيح بلفظ : «من حفظ عشر آيات.....» «الصحيحة» (٥٨٢)، وهو بلفظ الكتاب شاذ : «الضعيفة» (١٣٣٦).**

২৮৮৬। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে বিপদমুক্ত রাখা হবে। **"মান হাফিযা আশারা আয়াতিন" যে ব্যক্তি দশটি আয়াত মুখস্ত করবে এই শব্দে হাদীসটি সহীহ। সহীহা (৫৮২), আর এখানে বর্ণিত "মান ক্বারায়া ছালাছা আয়া তিন" শব্দে হাদীসটি শাজ।**

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুআয ইবনু হিশাম হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ {يس}

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাত

٢٨٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُوْنَ أَبِيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ

لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ {يس}، وَمَنْ قَرَأَ {يس}، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». **موضوع : «الضعيفة» (١٦٩).**

২৮৮৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেকটা বস্তুর কলব (হৃদয়) আছে। কুরআনের কলব হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি এ সূরা একবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তার জন্য দশবার কুরআন পাঠের সমান সাওয়াব নিরূপণ করবেন। **মাওযূ যঈফা (১৬৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমানের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। বসরায় এই সূত্র ব্যতীত কাতাদার রিওয়াত প্রসঙ্গে কিছু জানা নেই। হারূন আবূ মুহাম্মাদ একজন অপরিচিত শাইখ। আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না হতে তিনি আহমাদ ইবনু সাঈদ আদ-দারিমী হতে তিনি কুতাইবা হতে তিনি হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান (রাহঃ) সূত্রে উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। সনদের দিক হতে তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। এর সনদসূত্র দুর্বল। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ حم الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ সূরা হা-মীম আদ-দুখানের ফাযীলাত

٢٨٨٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ {حم} الدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةٍ، أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ». **موضوع : «المشكاة» (٢١٤٩).**

২৮৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা

হা-মীম আদ-দুখান পাঠ করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে ক্ষমা চাইতে থাকে। মাওযূ, মিশকাত (২১৪৯)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। উমার ইবনু আবূ খাসআম যঈফ। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ উমার একজন মুনকার রাবী।

٢٨٨٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ {حم} الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، غُفِرَ لَهُ».

ضعيف : «الضعيفة» ‹٤٦٣٢›، «المشكاة» ‹٢١٥٠- التحقيق الثاني›.

২৮৮৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সূরা হা-মীম আদ-দুখান পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে। **যঈফ, যঈফা (৪৬৩২), মিশকাত তাহকীক ছানী (২১৫০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। আবূ মিকদাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে আখ্যায়িত। হাসান বাসরী (রাহঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে কিছুই শুনেননি। আইউব, ইউনুস ইবনু উবাইদ ও আলী ইবনু যাইদ এরকমই বলেছেন।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ سُوْرَةِ الْمُلْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-মুল্‌কের ফাযীলাত

٢٨٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، قَالَ : ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}، حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ ‹تَبَارَكَ الْمُلْكِ›، حَتَّى خَتَمَهَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». **ضعيف : وإنما يصح منهُ قوله : «هي المانعة» : «الصحيحة» (١١٤٠).**

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة.

২৮৯০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে, তা একটি কবর। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, কবরে একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে। সে তা পাঠ করে সমাপ্ত করল। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটি কবরের উপর তাঁবু খাটাই। আমি জানতাম না যে, তা কবর। হঠাৎ বুঝতে পারি যে, একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে এবং তা সমাপ্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ সূরাটি প্রতিরোধকারী নাজাত দানকারী। এটা কবরের আযাব হতে তিলাওয়াতকারীকে নাজাত করে। **যঈফ, "হিয়া আল-মানিয়াতু" উহা প্রতিরোধকারী অংশটুকু সহীহ, সহীহা (১১৪০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি এ সূত্রে গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِذَا زُلْزِلَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (সূরা আয-যিল্‌যালের ফাযীলাত)

٢٨٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلْمِ بْنِ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ {إِذَا زُلْزِلَتْ}، عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ}، عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ». **حسن دون فضل {إذا زلزلت} : «الضعيفة» ‹١١٤٢›.**

২৮৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা “ইযা যুল্‌যিলাত” পাঠ করবে তাকে কুরআনের অর্ধেকের সমান সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি “কুল আইয়্যুহাল কাফিরূন” পাঠ করবে তাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান এবং যে ব্যক্তি সূরা “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে” তাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান সাওয়াব দেয়া হবে। **যিলযালের ফাযীলাত ব্যতীত হাদীসটি হাসান, যঈফা (১১৪২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। হাসান ইবনু সাল্‌ম-এর সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٩٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْعَنَزِيُّ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «{إِذَا زُلْزِلَتْ} تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَ{قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ {يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ} تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ». **صحيح دون فضل {إذا زلزلت} : انظر الحديث ‹٣٠٥٨›.**

২৮৯৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা "ইযা যুলযিলাতিল আরযু" কুরআনের অর্ধেকের সমান, "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং "কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন" এক-চতুর্থাংশের সমান। **যিলযালের ফাযীলাত ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, দেখুন হাদীস নং (৩০৫৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র ইয়ামান ইবনুল মুগীরার সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٢٨٩٥. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ : أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : «هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟!»، قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ : «أَلَيْسَ مَعَكَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟!»، قَالَ : بَلَى، قَالَ : «ثُلُثُ الْقُرْآنِ»، قَالَ : «أَلَيْسَ مَعَكَ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}؟!»، قَالَ " بَلَى، قَالَ : «رُبُعُ الْقُرْآنِ»، قَالَ : أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : رُبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ : «أَلَيْسَ مَعَكَ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}؟!» قَالَ : بَلَى، قَالَ : «رُبُعُ الْقُرْآنِ»، قَالَ : «تَزَوَّجْ، تَزَوَّجْ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» (٢/٢٢٤).**

২৮৯৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সাহাবীকে প্রশ্ন করলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি বললেন ঃ না, হে আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে বিয়ে করার মত মাল নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ "তোমার কি সূরা কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ মুখস্ত নেই"? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি সূরা ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল

ফাতহু মুখস্ত নেই? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন জানা নেই? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ তোমার কি সূরা ইযা যুলযিলাতিল আরযু মুখস্ত নেই? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেন ঃ এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। অতএব তুমি বিয়ে কর, বিয়ে কর। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (২/২২৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (সূরা আল-ইখলাসের ফাযীলাত)

٢٨٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُوْنٍ أَبُوْ سَهْلٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَتَيْ مَرَّةٍ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٣٠٠›، «المشكاة» ‹٢١٥٨›.**

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهِ، ثُمَّ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} مِئَةَ مَرَّةٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا عَبْدِيْ! ادْخُلْ عَلَى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٢١٥٩›.**

২৮৯৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন দুইশত বার সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু তার কর্জের বোঝা থাকলে তা ছাড়া। **যঈফ, যঈফা (৩০০), মিশকাত (২১৫৮)**

একই সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়ে ডান কাতে শুয়ে এক শত বার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে যাও। **যঈফ, মিশকাত (২১৫৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ সাবিত হতে আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি সাবিতের সূত্রে ভিন্নভাবেও বর্ণিত আছে।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ قَارِىءِ الْقُرْآنِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা

٢٩٠٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُم قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». ضعيف جداً : «ابن ماجه» ‹٢١٦›.

২৯০৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তা হেফয রেখেছে, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনেছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে তার শাফায়াত কবূল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল। **অত্যন্ত দুর্বল, ইবনু মাজাহ (২১৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। এর সনদসূত্র সহীহ নয়। হাফ্স ইবনু সুলাইমান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কুরআন মাজীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে

٢٩٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَلَا تَرَىٰ أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ؟! قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ»، فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «كِتَابُ اللّٰهِ : فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ، لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ، قَصَمَهُ اللّٰهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِيْ غَيْرِهِ، أَضَلَّهُ اللّٰهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ، حَتَّىٰ قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ}، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ، عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ، هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ!

ضعيف : «المشكاة» ‹٢١٣٨– التحقيق الثاني›.

২৯০৬। আল-হারিস আল-আওয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক সময় আমি মাসজিদে গিয়ে দেখি যে, কিছু লোক নানারকম আলাপ করছে। আমি আলী (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, লোকেরা নানারকম আলাপ করছে ? তিনি প্রশ্ন করলেন, তারা কি তাই করছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হুঁশিয়ার! শীঘ্রই ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ফিত্না হতে আত্মরক্ষার পন্থা কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব (কুরআন)। এতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ ও পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের মাঝে ফায়সালার বিধান। এটা (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজনকারী, কোন অর্থহীন ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি গর্ববশে এটা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তার গর্ব চূর্ণ করবেন। এটাকে বাদ দিয়ে যে হিদায়াত খোঁজ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটা হল আল্লাহ্ তা'আলার মযবুত রশি, হিকমাত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সহজ-সরল পথ। তা অনুসরণ করলে মানুষের চিন্তাধারা বিপথগামী হয় না এবং এতে যবানও আড়ষ্ট হয় না। আলিমগণ এ থেকে তৃপ্ত হয় না (যতই পড়ে ততই ভালো লাগে), বারবার পড়লেও এটা পুরানো হয় না এবং এর সহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের শেষ নেই। এটা সেই গ্রন্থ যা শোনা মাত্রই জিনেরা বলে উঠলো, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনলাম যা সঠিক পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি" (সূরা ঃ জ্বিন-১, ২)। যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে এবং যে সে অনুসারে আমল করে সে প্রতিদান পায়। যে এর সাহায্যে ফায়সালা করে সে ইনসাফ করে এবং যে এর দিকে আহ্বান করে সে সঠিক পথ দেখায়। হে আওয়ার! তুমি এটা শক্তভাবে আকড়ে ধর। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২১৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। এর সনদসূত্র অজানা। আল-হারিসের রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে বিরূপ সমালোচনা আছে।

١٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নৈকট্য অর্জন করা যায়)

٢٩١١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : حَدَّثَنَا بَكْرُ ابْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ، أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ، مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ، بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ : يَعْنِي : الْقُرْآنَ.

ضعيف : «المشكاة» <١٣٣٢>، «الضعيفة» <١٩٥٧>.

২৯১১। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার দুই রাক্‌আত নামাযে যেভাবে মনঃসংযোগ করেন এর চেয়ে কোন কিছুতেই এই প্রকার করেন না। বান্দা যতক্ষণ নামাযে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ তার মাথার উপর সাওয়াব বর্ষিত হতে থাকে। বান্দা কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার যতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে পারে অন্য কিছু দ্বারা তাঁর এত নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। **যঈফ, মিশকাত (১৩৩২), যঈফা (১৯৫৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) বাক্‌র ইবনু খুনাইসের সমালোচনা করেছেন এবং পরিশেষে তাকে পরিহার করেছেন। যাইদ ইবনু আরতাত হতে জুবাইর ইবনু নুফাইর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

٢٩١٢. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللهِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ». -يَعْنِي : الْقُرْآنَ. **ضعيف : «الضعيفة» أيضاً**

২৯১২। জুবাইর ইবনু নুফাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রস্রবণ হতে নিঃসৃত জিনিস অর্থাৎ কুরআন মাজীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর কোন কিছু নিয়ে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফিরে যেতে পারবে না। **যঈফ, যঈফা**

١٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদঃ ১৮ ॥ (কুরআন হতে বিরহিত ব্যক্তি বর্জিত ঘরের মত)

٢٩١٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ». **ضعيف : «المشكاة»** (٢١٣٥).

২৯১৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার হৃদয়ে কুরআনের কিছুই নেই সে বর্জিত ঘরের মত। **যঈফ, মিশকাত (২১৩৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (কুরআন ভুলে যাওয়ার গুনাহ ভয়াবহ)

٢٩١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ آيَةٍ، أُوتِيَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيَهَا».

ضعيف : «المشكاة» ‹٧٢٠›، «الروض النضير» ‹٧٢›، «ضعيف أبي داود» ‹٧١›.

২৯১৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের সকল সাওয়াব আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়, এমনকি মাসজিদ হতে জঞ্জাল দূর করার সাওয়াবও। আমার উম্মাতের গুনাহসমূহও আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। কাউকে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত প্রদান করার পর তা বিস্মৃত হওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আমি আর দেখিনি।
যঈফ, মিশকাত (৭২০), রওযুননাযীর (৭২), যঈফ, আবূ দাউদ (৭১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলের নিকট এ হাদীস উল্লেখ করলে তিনি তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং হাদীসটিকে গারীব সংজ্ঞায়িত করেন। মুহাম্মাদ আরো বলেন ঃ মুত্তালিব ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হানতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের কারো নিকট হতে সোজাসুজি কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নেই। তার নিম্নোক্ত কথাটি ভিন্ন ঃ "যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণে হাজির ছিলেন তিনি আমাকে বলেছেন" (এ কথা তার কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ প্রমাণ করে, এ ছাড়া আর কোন দলিল পাওয়া যায় না)।

আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট

সোজাসুজি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ (রাহঃ) আরও বলেন ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকট মুত্তালিবের সরাসরি শোনার বিষয়টি আলী ইবনুল মাদীনী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٢٠) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (কুরআনের নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করার পরিণাম)

٢٩١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ». **ضعيف :**

«المشكاة» (٢٢٠٣- التحقيق الثاني).

২৯১৮। সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের হারামসমূহকে হালাল মনে করে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২২০৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উক্ত হাদীসের সনদ তেমন মজবুত নয়। ওয়াকীর রিওয়ায়াতের বিরোধিতা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ বলেন ঃ আবূ ফারওয়া ইয়াযীদ ইবনু সিনান আর-রাহাবীর হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। তবে তার পুত্র মুহাম্মাদ তার সূত্রে যে রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলোর বক্তব্য আলাদা। কারণ তিনি তার আব্বার বরাতে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু সিনান তার আব্বার সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার সনদে মুজাহিদ-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-সুহাইব (রাহঃ) অতিরিক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদের রিওয়ায়াতের সমর্থক কোন রিওয়ায়াত নেই। ইনি একজন দুর্বল রাবী। আর আবুল মুবারাক একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

٢٢) باب

অনুচ্ছেদঃ ২২ ॥ (সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফাযীলাত)

٢٩٢٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ : حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» (٢/٢٢٥).**

২৯২২। মাকিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে উপস্থিত হয়ে তিনবার বলবে "আউযু বিল্লাহিস্ সামীইল আলীমি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম", তারপর সূরা আল-হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়োজিত করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকবেন। সে ঐ দিন ইন্তেকাল করলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পাঠ করবে, সেও একই রকম গৌরবের অধিকারী হবে। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (২/২২৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কির'আত কেমন ছিল)

٢٩٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ : مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ؟! كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً، حَرْفًا حَرْفًا.

ضعيف : «ضعيف أبي داود» (٢٦٠)، «المشكاة» (١٢١٠- التحقيق الثاني).

২৯২৩। ইয়ালা ইবনু মামলাক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাতের) কিরা'আত ও নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর নামাযের কথা শুনে তোমাদের কি ফায়দা ? তিনি যতক্ষণ নামায আদায় করতেন ঠিক ততক্ষণ ঘুমাতেন, আবার উঠে যতক্ষণ ঘুমিয়েছেন ততক্ষণ নামায আদায় করতেন, আবার এ নামাযের সমপরিমাণ সময় ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর সকাল হত। তারপর তিনি তাঁর কিরা'আতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তাঁর পাঠ ছিল অত্যন্ত সহজবোধ্য তিনি প্রতিটি অক্ষর পৃথক করে পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতেন। **যঈফ, যঈফ আবূ দাঊদ (২৬০), মিশকাত, তাহকীক ছানী (১২১০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আমরা শুধুমাত্র লাইস ইবনু সা'দের রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি, যা তিনি ইবনু আবূ মুলাইকা হতে তিনি ইয়ালা ইবনু মামলাক হতে তিনি উম্মু সালামা (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসটি ইবনু আবী মুলাইকার সূত্রে উম্মু সালামার বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করতেন"। লাইস-এর রিওয়ায়াতটিই অনেক বেশি সহীহ।

٢٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ (আল্লাহ্ তা'আলার কালামের মর্যাদা)

٢٩٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «يَقُولُ الرَّبُّ- عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ، كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ». **ضعيف : «المشكاة» (٢١٣٦)، «الضعيفة» (١٣٣٥).**

২৯২৬। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান রাব্বুল ইজ্জাত বলেন, কুরআন (চর্চার ব্যস্ততা) ও আমার যিকির যাকে আমার নিকটে কিছু আবেদন করা হতে নিবৃত্ত রেখেছে আমি তাকে আমার কাছে যারা চায় তাদের চাইতে অনেক উত্তম বখশিশ দিব। সব কালামের উপর আল্লাহ্ তা'আলার কালামের গৌরব এত বেশি যত বেশি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান তাঁর সকল সৃষ্টির উপর। **যঈফ, মিশকাত (২১৩৬), যঈফা (১৩৩৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤٣- كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ৪৩ কির'আত

١) بَابٌ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদঃ ১ ॥ (সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রসঙ্গে)

٢٩٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ- وَأُرَاهُ قَالَ : وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ : {مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ}. قَالَ أَبُو عِيْسَىٰ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا الشَّيْخِ، أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيِّ. وَقَدْ رَوَىٰ بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ : {مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ}. **ضعيف الإسناد.**

২৯২৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র, উমার এবং উসমান (রাঃ) তাঁরা প্রত্যেকেই পাঠ করতেন ঃ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" অর্থাৎ মীমের সাথে আলিফসহ মদ্দের সাথে পাঠ করতেন।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র এই শাইখ আইউব ইবনু সুওয়াইদ আর-রামলীর রিওয়ায়াত হিসাবে যুহ্‌রী-আনাস

২৯৩০। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হাল তাসতাতীউ রব্বাকা" পড়েছেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র রিশদীন ইবনু সা'দের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। এ হাদীসের সনদ তেমন মজবুত নয়। রিশদীন ইবনু সা'দ ও আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আনউম আল-আফরীকী উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ (সূরা ক্বাহাফের পঠনরীতি)

٢٩٣٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ {قَدْ بَلَّغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا}، مثقلة. **ضعيف الإسناد.**

২৯৩৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশদীদ সহযোগে "কাব বাল্লাগতা মিল্লাদুন্নী উয্‌রা" পাঠ করেছেন, বা এর মধ্যে তাশদীদ সহযোগে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। উমাইয়্যা ইবনু খালিদ সিকাহ রাবী। আবুল জারিয়া আল-আবদী একজন অজ্ঞাত শাইখ। আমরা তার নাম জানি না।

١٣) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ (কুরআন খতম করার সময়সীমা)

٢٩٤٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي

أَبِيْ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فِيْ كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِيْ شَهْرٍ»، قُلْتُ : إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِيْ عِشْرِيْنَ»، قُلْتُ : إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِيْ خَمْسَةَ عَشَرَ»، قُلْتُ : إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِيْ عَشْرٍ»، قُلْتُ : إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِيْ خَمْسٍ»، قُلْتُ : إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : فَمَا رَخَّصَ لِيْ. **ضعيف الإسناد : وهو في ‹ق› نحوه دون الخمس : صحيح أبي داود» ‹١٢٥٥›، وقد صح أنه قال له : «اقرأه في كل ثلاث» : «صحيح أبي داود» ‹١٢٦٠›.**

২৯৪৬। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কত দিনে কুরআন শেষ করব? তিনি বলেন ঃ এক মাসে তা শেষ করবে। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশি পাঠ করতে পারি (আরো কম দিনে শেষ করতে পারি)। তিনি বললেন ঃ তাহলে বিশ দিনে শেষ করবে। আমি বললাম, আমি এর চাইতেও বেশি পাঠ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তাহলে পনের দিনে তা শেষ করবে। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও কম সময়ে শেষ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তাহলে দশ দিনে তা শেষ করবে। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও বেশি পাঠ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তাহলে পাঁচ দিনে তা শেষ করবে। আমি আবার বললাম, আমি আরো বেশি পাঠ করতে পারি। তিনি (রাবী) বলেন, এর চাইতে কম দিনে পাঠ করতে তিনি আমাকে সম্মতি দেননি। **সনদ দুর্বল। নাসাঈতে ৫ দিনের উল্লেখ ব্যতীত অনুরূপ বর্ণনা আছে। সহীহ আবূ দাউদ (১২৫৫), সহীহ বর্ণনা আছে তিনি তাকে বলেছেন ঃ প্রতি তিন দিনে কুরআন পাঠ (শেষ) কর। সহীহ আবূ দাউদ (১২৬০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ বুরদা হতে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে একে গারীব বিবেচনা করা হয়। অন্য বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে কুরআন শেষ করে সে কুরআন বুঝেনি"। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন ঃ "তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন শেষ করবে"। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রাহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসের কারণে আমরা কারো জন্য কুরআন শেষ করতে ৪০ দিনের অধিক সময় লাগানো পছন্দ করি না। কিছু আলিমের মতে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শেষ করা সঙ্গত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সর্বনিম্ন তিন দিনের কথা উল্লেখ আছে। কিছু সংখ্যক আলিম তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শেষ করার সম্মতি দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) বিতরের শেষ রাক'আতে সম্পূর্ণ কুরআন শেষ করতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) কা'বা শরীফে এক রাক'আতে সম্পূর্ণ কুরআন শেষ করেছেন। তবে ধীরেসুস্থে সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করা সকল আলিমদের মতে বেশি পছন্দনীয়।

٢٩٤٨. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ : «الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ»، قَالَ : وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ : «الَّذِيْ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ». **ضعيف الإسناد.**

২৯৪৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ কাজ আল্লাহ্র কাছে বেশি পছন্দনীয়? তিনি বলেন ঃ সাওয়ারী হতে নেমেই পুনরায় সে সাওয়ার হয়। লোকটি প্রশ্ন করল আল-হাল আল মুরতা হাল কি ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন শেষ করেই আবার প্রথম হতে পাঠ করা শুরু করে দেয়।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুসলিম ইবনু ইবরাহীম হতে তিনি সালিহ আল-মুররী হতে তিনি কাতাদা হতে তিনি যুরারা ইবনু আওফা (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। আবূ ঈসা বলেন ঃ আমার মতে নাসর ইবনু আলী-আল-হাইসাম ইবনুর রাবী (রাহঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষায় উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অনেক বেশি সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤٤- كِتَابُ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪৪ ঃ তাফসীরুল কুরআন

١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الَّذِيْ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কুরআন মাজীদের ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) সম্পর্কে

٢٩٥٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». **ضعيف : «المشكاة» (٢٣٤)، «نقد التاج».**

২৯৫০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সঠিক ইল্ম ব্যতীত কুরআন প্রসঙ্গে কোন কথা বলে, সে যেন জাহান্নামকে নিজের জন্য বাসস্থান বানিয়ে নিল। **যঈফ, মিশকাত (২৩৪) নাকদুত তাজ**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٥١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ، إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». ضعيف : «المشكاة» (٢٣٥)، «نقد التاج»، «الضعيفة» (١٧٨٣)، «صفة الصلاة».

২৯৫১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চিতভাবে যা তোমাদের জানা আছে তা ব্যতীত আমার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করা থেকে তোমরা নিবৃত্ত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামকে নিজের আবাস বানিয়ে নিল। আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল মর্জিমত কুরআন প্রসঙ্গে কথা বলে সেও যেন জাহান্নামকে নিজের গৃহ বানিয়ে নিল। **যঈফ, মিশকাত (২৩৫), নাকদুত তাজ, যঈফা (১৭৮৩), সিফাতুস সালাত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٢٩٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ- وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمٍ، أَخُو حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَأَصَابَ، فَقَدْ أَخْطَأَ». ضعيف : «المشكاة» (٢٣٥)، «نقد التاج».

২৯৫২। জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন প্রসঙ্গে কথা বলে, সে হাক্ব বললেও গুনাহ করল (এবং সঠিক ব্যাখ্যা করল-সেও ভুল করল)।

যঈফ, মিশকাত (২৩৫), নাকদুত তাজ

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কোন কোন হাদীস বিশারদ এ হাদীসের রাবী সুহাইল ইবনু আবূ হাযমের সমালোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও

অন্যান্যদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা (উক্ত বিষয়ের) জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করার ব্যাপারে খুবই কঠোর মত প্রকাশ করেছেন।

٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সূরা আল-বাকারা

٢٩٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : {إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ} الْآيَةَ، أَحْزَنَتْنَا، قَالَ : قُلْنَا : يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ، فَيُحَاسَبُ بِهِ، لَا نَدْرِيْ مَا يُغْفَرُ مِنْهُ، وَلَا مَا لَا يُغْفَرُ؟! فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا {لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}. **ضعيف الإسناد.**

২৯৯০। আলী (রাঃ) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম ঃ "তোমাদের মনে যা আছে তা ব্যক্ত কর বা লুকিয়ে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা সাজা দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (সূরা ঃ আল-বাকারা– ২৮৪)। আমরা বললাম, আমাদের কেউ মনে মনে যা কিছু বলে তারও হিসাব গ্রহণ করা হবে। জানি না, তার মধ্যে কতটুকু ক্ষমা করা হবে আর কতটুকু ক্ষমা করা হবে না। তখন পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম বাতিল (মানসূখ) করে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে ভালো যা কামাই করে তা তারই এবং মন্দ যা কামাই করে তাও তারই" (সূরাঃ আল-বাকারা– ২৮৬)। **সনদ দুর্বল**

٢٩٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَرَوْحُ

ابْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمَيَّةَ : أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ- تَعَالَى : {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ}، وَعَنْ قَوْلِهِ : {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}؟ فَقَالَتْ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : «هٰذِهِ مُعَاتَبَةُ اللهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ، حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيصِهِ، فَيَفْقِدُهَا، فَيَفْزَعُ لَهَا، حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ». **ضعيف الإسناد.**

২৯৯১। উমাইয়্যা নাম্নী রাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি আইশা (রাঃ)-কে রাবকাতময় আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন" (সূরা ঃ আল-বাকারা- ২৮৪) এবং "কেউ খারাপ কাজ করলে তার প্রতিদান সে পাবে" (সূরা ঃ আন-নিসা- ১২৩) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। আইশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার পর হতে এ পর্যন্ত আর কেউ আমার নিকট এ প্রসঙ্গে জানতে চায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা জ্বর ও বিভিন্ন বালা মুসিবত দ্বারা বান্দাকে যে সাজা দেন এটা হল তাই। এমনকি যে সামান্য জিনিসপত্র সে তার জামার হাতার মধ্যে রাখে তা হারিয়ে গেলে সে যে অস্থির হয় তাও (তাতেও তার গুনাহ মাফ হয়)। অবশেষে লাল সোনা যেমন হাঁপড় হতে (অগ্নিদগ্ধ হয়ে) নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহসমূহ হতে (পরিচ্ছন্ন হয়ে) মুক্ত হয়ে যায়। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আইশা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটিকে হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে জানি না।

٤) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সূরা আলে-ইমরান

٢٩٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : مَنِ الْحَاجُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «الشَّعِثُ التَّفِلُ»، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ : أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «الْعَجُّ وَالثَّجُّ»، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ : مَا السَّبِيْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». **ضعيف جداً، لكن جملة «العج والثج» ثبتت في حديث آخر : «ابن ماجه» ‹٢٨٩٦›.**

২৯৯৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! (উত্তম) হাজ্জী কে? তিনি বলেন ঃ যার মাথার চুল অগোছাল ও জামা কাপড় ধুলি-মলিন হয়েছে। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উত্তম হাজ্জ কি? তিনি বললেন ঃ উচ্চস্বরে (তালবিয়া) পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করা। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'সাবীল' (রাস্তা) বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন ঃ পাথেয় ও যানবাহন। **অত্যন্ত দুর্বল, "আল-আজ্জু ওয়াস্সাজ্জু" "উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত করা" এই অংশটুকু সহীহ। ইবনু মাজাহ (২৮৯৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি আমরা শুধু ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল-খূযী আল-মক্কীর সূত্রে ইবনু উমার হতে জেনেছি। বিশেষজ্ঞ আলিমগণের কেউ কেউ ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদের স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٣٠٠٨. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ

الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : غَشِيَنَا وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ، حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ : فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ الْمُنَافِقُوْنَ، لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ، وَأَخْذَلُهُ لِلْحَقِّ. **صحيح** : خ ٤٠٨٦، ٤٥٦٢.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ......... مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيْهِ : «وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا السَّلَامَ، وَتُخْبِرُهُ عَنَّا أَنَّا قَدْ رَضِيْنَا، وَرَضِيَ عَنَّا». **ضعيف الإسناد.**

৩০০৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবূ তালহা (রাঃ) বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন জিহাদরত অবস্থায় আমরা ঘুমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তিনি বলেন ঃ আমিও সেদিন ঘুমাচ্ছন্ন লোকদের একজন ছিলাম। সে কারণে বারবার আমার তলোয়ার আমার হাত হতে পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তা তুলে নিচ্ছিলাম। অপর দলটি ছিল মুনাফিকদের। তাদের প্রাণের ফিকির ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এরা ছিল সবচাইতে অপদার্থ ও সাহসহীন এবং সত্যের সাহায্য ত্যাগকারী। **সহীহ, বুখারী (৪০৮৬, ৪৫৬২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইবনু আবী উমার-সুফইয়ান হতে তিনি আতা ইবনু আস সাইব হতে তিনি আবূ উবাইদা হতে এই সূত্রে ইবনু মাসউদ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে আরও অতিরিক্ত আছে "আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সালাম পৌঁছাবে আর তাকে জানাবে আমরা সন্তুষ্ঠ এবং আমাদের প্রতিও সন্তুষ্ট। সনদ দুর্বল

٥) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সূরা আন-নিসা

٣٠٣٧. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هٰذِهِ الْآيَةِ : {إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ}. **ضعيف الإسناد.**

৩০৩৭। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমার কাছে কুরআনের এ আয়াত হতে পছন্দনীয় আয়াত আর কোনটি নেইঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে অংশীদার করাকে মাফ করেন না; তা ছাড়া সব কিছু যাকে ইচ্ছা মাফ করেন"। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ ফাখিতার নাম সাঈদ ইবনু ইলাকা। সুআইরের উপনাম আবূ জাহম। ইনি কূফার বাসিন্দা তাবেঈ। তিনি ইবনু উমার (রাঃ), ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে হাদীস শুনেছেন। ইবনু মাহদী তাকে কিছুটা দোষারোপ করতেন।

٣٠٣٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَىٰ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُوْسَىٰ بْنِ عُبَيْدَةَ : أَخْبَرَنِيْ مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةُ {مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا}، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ؟!»، قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : فَأَقْرَأَنِيْهَا، فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّيْ قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِيْ ظَهْرِيْ، فَتَمَطَّأْتُ لَهَا، فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟!»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا؟! وَإِنَّا لَمُجْزَوْنَ بِمَا عَمِلْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَمَا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، فَتُجْزَوْنَ بِذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ، وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوْبٌ، وَأَمَّا الْآخَرُوْنَ، فَيُجْمَعُ ذٰلِكَ لَهُمْ، حَتّٰى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». **ضعيف الإسناد.**

৩০৩৯। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির থাকাবস্থায় তাঁর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "যে কেউ খারাপ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবেই এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না" (সূরা ঃ আন-নিসা-১২৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! আমি কি আপনাকে ঐ আয়াত পাঠ করে শুনাব না যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? আমি বল্‌লাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই। তিনি আমাকে আয়াতটি পাঠ করে শুনান। আমি আর কিছুই জানি না, তবে তখন আমার মনে হল যে, আমার শিরদাঁড়া ভেংগে গেছে। তাই আমি পিঠমোড় দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! আপনার কি হল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গীত হোক। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে খারাপ কাজ করে না? আমাদের প্রতিটি কাজের জন্যই কি প্রতিফল ভোগ করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবূ বাকর! আপনি এবং মু'মিনগণ এ দুনিয়াতেই তার প্রতিফল পেয়ে যাবেন। অবশেষে আপনারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে পাপমুক্ত অবস্থায় মিলিত হবেন। পক্ষান্তরে অপরাপর লোকদের খারাপ কাজগুলো তাদের জন্য সঞ্চিত করে রাখা হবে। অবশেষে হাশরের দিন তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এটির সনদসূত্র

সমালোচিত। এ হাদীসের রাবী মূসা ইবনু উবাইদা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনু সিবার মুক্তগোলাম অখ্যাত ও অজ্ঞাত। হাদীসটি ভিন্নরূপে আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, এর সনদও সহীহ্ নয়। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল-মাইদা

٣٠٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فِي الْمَعَاصِي، نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ، فَلَمْ يَنْتَهُوْا، فَجَالَسُوْهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ، وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَلَعَنَهُمْ {عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُوْنَ}»، قَالَ : فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ : «لَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا». **ضعيف : ابن ماجه» (٤٠٠٦).**

৩০৪৭। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বানূ ইসরাঈল গর্হিত কাজে জড়িত হলে তাদের বিজ্ঞ আলিমগণ তাদেরকে বাধা দেন। কিন্তু তারা (পাপাচার থেকে) ক্ষান্ত হয়নি। এতদসত্ত্বেও তাদের আলিমগণ তাদের সাথে তাদের সভা সমিতিতে উঠাবসা ঠিক রাখে এবং তাদের সাথে এক সংগে ভোজসভায় যোগদান করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কারো হৃদয়সমূহ অন্য কারো (পাপীদের) হৃদয়ের সাথে একাকার করে দিলেন এবং দাঊদ (আঃ) ও ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)-এর

যবানীতে তাদেরকে অভিসম্পাত করলেন। কেননা তারা বিরুদ্ধাচারী হয়ে গিয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জান! ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না তোমরা পথভ্রষ্ট লোকদের (শক্তভাবে) বাধা দিচ্ছ। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪০০৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান বলেন, ইয়াযীদ বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) উক্ত হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উল্লেখ করেননি। এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু আবুল ওয়ায্যাহ-আলী ইবনু বাযীমা হতে তিনি আবূ উবাইদা হতে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরকমই বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এ হাদীস আবূ উবাইদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٤٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ، كَانَ الرَّجُلُ فِيهِمْ يَرَىٰ أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَىٰ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ، فَقَالَ : {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ}، فَقَرَأَ حَتَّىٰ بَلَغَ : {وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ}، قَالَ : وَكَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ، فَقَالَ : «لَا،

حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، فَتَأْطُرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا». **ضعيف** : انظر ما قبله.

৩০৪৮। আবূ উবাইদা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বানী ইসরাঈলের মধ্যে যখন দোষ পদ-স্খলন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তখন তাদের একজন অন্যজনকে পাপে নিমজ্জিত দেখলে তাকে তা থেকে নিষেধ করত। কিন্তু সে তাকে যা করতে দেখেছে তা পরদিন তাকে তার সাথে পানাহার ও এক সাথে মাজলিসে উঠাবসা হতে নিবৃত্ত রাখল না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়সমূহকে পরস্পর একাকার করে দিলেন। তাদের প্রসঙ্গেই কুরআন অবতীর্ণ হয়। তিনি পাঠ করেন ঃ "বানী ইসরাঈলের মধ্যে যেসব লোক কুফরী করেছিল তাদের প্রতি দাঊদ ও মারইয়ামের পুত্র ঈসার যবানে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী"। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে "তারা আল্লাহ্ তা'আলাতে, নাবীতে ও তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক" (সূরাঃ আল-মায়িদাহ- ৭৯-৮১) পর্যন্ত পৌঁছলেন। রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নাবী হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ না, তোমরা যালিমের হাত ধরে তাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত রক্ষা পাবে না। **যঈফ, দেখুন পূর্বের হাদীস**

বুনদার আবূ দাঊদ-আত-ত্বাইয়া লিসী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু আবুল ওয়ায্যাহ হতে তিনি আলী ইবনু বাযীমা হতে তিনি আবূ উবাইদা হতে তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥٥. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، قَالُوا : يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ! فِيْ كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فِيْ كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ : «لَا، وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ، لَوَجَبَتْ»، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}. **ضعيف : مضى برقم ‹٨١١›.**

৩০৫৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "লোকদের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা আছে, আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য" (সূরা ঃ আলে-ইমরান– ৯৭), এই আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রতি বছর (কি হাজ্জ করতে হবে)? তিনি নিরব থাকলেন। তারা আবার বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতি বছর কি? তিনি বললেন, না। তবে আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তাই ওয়াজিব হত। তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হলে তোমাদের মন্দ লাগবে" (সূরা ঃ আল-মায়িদাহ– ১০১)। **যঈফ, পূর্বেও (৮১১) নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আলী (রাঃ)-এর হাদীস হিসেবে এটি হাসান গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٥٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ حَكِيْمٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِيْ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ : أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ : قَوْلُهُ- تَعَالَىٰ : {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}؟ قَالَ : أَمَا وَاللّٰهِ، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : «بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتّٰى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى

مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ» قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : وَزَادَنِيْ غَيْرُ عُتْبَةَ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ : «بَلْ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ». **ضعيف : «نقد الكتاني» ‹٢٧/٢٧›، «المشكاة» ‹٥١٤٤›، لكن بعضه صحيح، فانظر الحديث المتقدم ‹٢٣٦١› : «الصحيحة» ‹٥٩٤›.**

৩০৫৮। আবূ উমাইয়্যা আশ-শাবানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সালাবা আল-খুশানী (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে বললাম, এ আয়াত প্রসঙ্গে আপনি কি করণীয় বলে ঠিক করেছেন ? তিনি বললেন ঃ কোন্ আয়াত? আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে বিপথগামী হয়েছে সে তোমাদের কোন লোকসান করতে পারবে না" (সূরাঃ আল-মায়িদাহ– ১০৫)। আবূ সালাবা (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তুমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ জেনেছে এমন একজনকে প্রশ্ন করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন ঃ বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিতে থাক এবং খারাপ কাজ হতে বিরত করতে থাক। অবশেষে যখন দেখবে কৃপণতার বশ্যতী করা হচ্ছে, নাফসের অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকে সর্বোত্তম মনে করছে, তখন তুমি শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষায় নিয়োজিত থেকো এবং সাধারণের ভাবনা ছেড়ে দিও। কারণ তোমাদের পর এমন যুগ আসবে, যখন (দীনের উপর) সবর করে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় ধারণ করে রাখার মত (যন্ত্রণাদায়ক) হবে। ঐ সময় দীনের উপর আমলকারীর প্রতিদান হবে তোমাদের মত পঞ্চাশজন আমলকারীর প্রতিদানের সমান।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) বলেন ঃ উতবা ছাড়া অপরাপর রাবীর রিওয়ায়াত আরো আছে, প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন না তাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন আমলকারীর সমান? তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান তার সাওয়াব হবে। **যঈফ, নাকদুল কাত্তানী (২৭/২৭), মিশকাত (৫১৪৪) কিন্তু হাদীসের কিছু অংশ সহীহ, দেখুন হাদীস নং (২৩৬১)। সহীহা (৫৯৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٠٥٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بَاذَانَ- مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ : فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}، قَالَ : بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِيْ، وَغَيْرُ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ- وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا، وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِيْ هَاشِمٍ- يُقَالُ لَهُ : بُدَيْلُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ- بِتِجَارَةٍ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يُرِيْدُ بِهِ الْمَلِكَ، وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ، فَمَرِضَ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ، قَالَ تَمِيْمٌ : فَلَمَّا مَاتَ، أَخَذْنَا ذٰلِكَ الْجَامَ، فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ، دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا، وَفَقَدُوْا الْجَامَ، فَسَأَلُوْنَا عَنْهُ؟ فَقُلْنَا : مَا تَرَكَ غَيْرَ هٰذَا، وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ، قَالَ تَمِيْمٌ : فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، تَأَثَّمْتُ مِنْ ذٰلِكَ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِيْ مِثْلَهَا، فَأَتَوْا بِهِ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ؟ فَلَمْ يَجِدُوْا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوْهُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دِيْنِهِ، فَحَلَفَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إِلَىٰ قَوْلِهِ : {أَوْ يَخَافُوْا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ}، فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَحَلَفَا، فَنُزِعَتِ الْخَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. **ضعيف الإسناد جداً.**

৩০৫৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী (রাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি ও আদী ইবনু বাদ্দা ব্যতীত অপর কারো সাথে তা সম্পর্কিত নয় ঃ "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হাযির হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে ন্যায়নিষ্ঠ দু'জনকে সাক্ষী রাখবে" (সূরা ঃ আল-মাইদা– ১০৬)। তারা দু'জনই ছিলেন নাসারা।

ইসলাম ক্বূলের পূর্বে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাদের সিরিয়ায় আসা যাওয়া ছিল। কোন এক সময় তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান। বানূ সাহ্মের গোলাম বুদাইল ইবনু আবূ মারইয়ামও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট আসলো। তার নিকট একটি রূপার পানপাত্র ছিল। তিনি এটি বাদশার নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এনেছিলেন। তার ব্যবসায় পণ্যের মধ্যে এটিই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তাদের (তামীমুদ দারী ও আদী ইবনু বাদ্দা) উভয়কে ওসিয়াত করেন যে, (তার মারা যাবার পর) তার রেখে যাওয়া মালামাল যেন তারা তার পরিজনকে পৌঁছে দেয়। তামীম (রাঃ) বলেন ঃ তিনি মারা গেলে আমরা পানপাত্রটি নিয়ে গিয়ে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করি এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা আমি ও আদী ইবনু বাদ্দা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেই। আমরা তার পরিবার-পরিজনের নিকট পৌঁছে, আমাদের নিকট যা কিছু সঞ্চিত ছিল তা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা পানপাত্রটি না পেয়ে আমাদেরকে সেটি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। আমরা বললাম, সে তো আমাদের নিকট ইহা ব্যতীত আর কিছু রেখে যায়নি। তামীম (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদীনায় পদার্পণের পর যখন আমি ইসলাম ক্ববূল করি, তখন আমি আমার এ অপকর্মের জন্য নিজেকে দোষী মনে করলাম (এবং এ হতে মুক্ত হতে চাইলাম)। তাই আমি তার পরিজনের নিকট এসে তাদের আসল ঘটনা খুলে বললাম এবং তাদের পাঁচ শত দিরহাম দিয়ে দিলাম। আমি তাদের এও বললাম, আমার সংগীর (আদী ইবনু বাদ্দা) নিকটও সমপরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। তারা তখন বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। তিনি তাদের নিকট প্রমাণ চাইলে তারা তা পেশ করতে অক্ষম হয়। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা আদী ইবনু বাদ্দাকে এমনভাবে কসম করতে বলবে যেভাবে কসম করলে তার ধর্মের দৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়। তারপর আদী শপথ করল (নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য)। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যু হাযির হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে... আল্লাহ তা'আলা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (সূরাঃ আল-মায়িদাহ– ১০৬-১০৮)। তারপর আমর ইবনুল আস (রাঃ) ও অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে উঠলেন এবং শপথ করলেন। অবশেষে আদী ইবনু বাদ্দার নিকট হতে পাঁচ শত দিরহাম আদায় করা হয়। **সনদ অত্যন্ত দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এটির সনদ সহীহ নয়। আর যে আবুন নাযরের নিকট হতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমার মতে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী। আবুন নাদর হল তার ডাকনাম। মুহাদ্দিসগণ তাকে বর্জন করেছেন। তিনি একজন তাফসীরকারও। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবীর ডাকনাম আবুন নাযর। উম্মু হানী (রাঃ)-এর মুক্তগোলাম আবূ সালিহ হতে সালিম আবুন নাযর আল-মাদীনীর কোন বর্ণনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ বিষয়ে সংক্ষেপিত আকারে ভিন্নরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٦١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ :

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا، وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ، فَخَانُوا، وَادَّخَرُوا، وَرَفَعُوا لِغَدٍ، فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». **ضعيف الإسناد.**

৩০৬১। আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আকাশ হতে (ঈসা (আঃ)-এর উম্মাতের জন্য) খাঞ্চাভর্তি রুটি ও মাংশ পাঠানো হয়। তাদের প্রতি হুকুম ছিল তারা যেন খিয়ানাত না করে এবং আগামী কালের জন্য তা সঞ্চয় করে না রাখে। কিন্তু তারা এতে খিয়ানাত করল ও তা থেকে জমা করল এবং আগামী কালের জন্য তুলে রাখল। ফলে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিনত করা হল। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আবূ আসিম প্রমুখ সাঈদ ইবনু আবূ আরূবা হতে তিনি কাতাদা হতে তিনি খিলাস হতে তিনি আম্মার (রাঃ) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনু কাযাআর রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটিকে আমরা মারফূ বলে জানি না। হুমাইদ ইবনু মাসআদা-সুফিয়ান ইবনু হাবীব হতে তিনি সাঈদ ইবনু আবূ আরূবার সূত্রে একই রকম বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে তা মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। এটি হাসান ইবনু কাযাআর রিওয়ায়াতের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ। মারফূরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

٣٠٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : آخِرُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ. **ضعيف الإسناد.**

৩০৬৩। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা হল সূরা আল-মাইদা। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ ছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও একটি রিওয়ায়াত আছে। সেখানে তিনি বলেছেন, সবশেষে অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা আল-কাওসার।

٧) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সূরা আল-আন আম

٣٠٦٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : «إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ»، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ- تَعَالَىٰ {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ}. **ضعيف الإسناد.**

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ : أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ....... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : عَنْ عَلِيٍّ. وَهٰذَا أَصَحُّ. **ضعيف أيضاً.**

৩০৬৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছ তাকেই আমরা মিথ্যা মনে করি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালিমরা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে...." (সূরা ঃ আল-আনআম– ৩৩) **সনদ দুর্বল**

ইসহাক ইবনু মানসূর-আবদুর রহমান ইবনু মাহদী হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি আবূ ইসহাক-এর সূত্রে নাজিয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত

আছে, তিনি বলেন, আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল.... এরপর এরকমই বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে আলী (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই এবং এটাই বেশি সহীহ। **পূর্বের হাদীসের ন্যায় এটিও দুর্বল**

٣٠٦٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي هٰذِهِ الْآيَةِ {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ}، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ، وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا– بعد». **ضعيف الإسناد.**

৩০৬৬। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, "বল, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উপর হতে অথবা তোমাদের পদতল হতে শাস্তি প্রেরণে সক্ষম" (সূরাঃ আল-আনআম– ৬৫), এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ এরূপ সংঘটিত হবেই কিন্তু তার ব্যাখ্যা এখনো বাস্তব লাভ করেনি। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٠٧٠. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلْيَقْرَأْ هٰذِهِ الْآيَاتِ : {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الْآيَةَ إِلَىٰ قَوْلِهِ : {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. **ضعيف الإسناد.**

৩০৭০। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যে সহীফার (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

মোহরাংকিত রয়েছে তার দেখা যাকে আনন্দ দেয় সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে ঃ "বল! এসো, পড়ে শুনাই তোমাদের জন্য রব যা হারাম করেছেন তা। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সর্তক হও" (সূরা ঃ আল-আনআম– ১৫১-১৫৩)। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٠٧٥. حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ}؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ : خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ : خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ»، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! فَفِيمَ الْعَمَلُ؟! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ اللهُ النَّارَ». **ضعيف : «الظلال» (١٩٦)، «الضعيفة» (٣٠٧١).**

৩০৭৫। মুসলিম ইবনু ইয়াসার আল-জুহানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে এ আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ "যখন তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে প্রশ্ন করেন ঃ 'আমি কি তোমাদের রব নই!' তারা বলল ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম। তা এজন্য যে, তোমরা কিয়ামাতের দিন যেন না বল, আমরা তো এ ব্যাপারে বেখবর ছিলাম" (সূরাঃ আল-আ'রাফ– ১৭২)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও আমি এ আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন, তারপর আপন ডান হাত তাঁর পিঠে বুলালেন এবং তা থেকে তাঁর একদল (ভাবী) সন্তান বের করলেন। তিনি বললেন, এদের আমি জান্নাতের জন্য এবং জান্নাতীদের কাজ করতে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এরা জান্নাতীদের আমলই করবে। তিনি পুনরায় আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর (অপর) একদল সন্তান বের করলেন। তিনি বললেন, এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। জাহান্নামীদের মত কাজই তারা করবে। একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে তদবির আর কিসের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জান্নাতীদের কাজই করিয়ে নেন। সে জান্নাতীদের যোগ্য কাজ করে ইন্তেকাল করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে পেশ করেন। অপরদিকে যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন। সে জাহান্নামীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। শেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে পেশ করেন।

দুর্বল, আয্ যিলাল (১৯৬), যঈফা (৩০৭১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। মুসলিম ইবনু ইয়াসার (রাহঃ) উমার (রাঃ) হতে (হাদীস) শুনেননি। কেউ কেউ এ হাদীসের সনদে মুসলিম ইবনু ইয়াসার ও উমার (রাঃ)-এর মাঝখানে আরেকজন অপরিচিত রাবীর উল্লেখ করেছেন।

٣٠٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ : سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ». ضعيف : «الضعيفة» ‹٣٤٢›.

৩০৭৭। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাওয়া আলাইহিস সালাম গর্ভবতী হলে তাঁর নিকট শাইতান এলো। তাঁর সন্তান জীবিত থাকত না। শাইতান বলল, এর নাম আবদুল হারিস রাখুন। তিনি তার নাম আবদুল হারিস রাখলেন। এ সন্তান জীবিত রইল। আর এটা ছিল শাইতানের কুমন্ত্রণা। **যঈফ, যঈফা (৩৪২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। কাতাদার মাধ্যমে উমার ইবনু ইবরাহীমের বর্ণনা ছাড়া আমরা এটিকে জানি না। কেউ কেউ আবদুস সামাদ হতে এটি বর্ণনা করেছেন, তবে মারফূ হিসেবে নয়। উমার ইবনু ইবরাহীম (রাহঃ) বসরার শাইখ।

٣٠٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَمَّا خَلَقَ آدَمَ......» الحديث.

৩০৭৮। আব্দ ইবনু হুমাইদ-আবূ নুআইম হতে তিনি হিশাম ইবনু সা'দ হতে তিনি যাইদ ইবনু আসলাম হতে তিনি আবূ সালিহ হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٩) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَنْفَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-আনফাল

٣٠٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ، قِيلَ لَهُ : عَلَيْكَ الْعِيْرَ لَيْسَ دُوْنَهَا شَيْءٌ، قَالَ : فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ، وَهُوَ فِيْ وَثَاقِهِ : لَا يَصْلُحُ، وَقَالَ : لِأَنَّ اللّٰهَ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ، قَالَ : «صَدَقْتَ». **ضعيف الإسناد.**

৩০৮০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধ হতে ফুরসত হলে তাঁকে বলা হল, আপনি কাফিলার উপর হামলা করুন। কারণ তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ নেই। রাবী বলেন, আব্বাস (রাঃ) তখন কাফির কয়েদীদের সাথে আটক থাকা অবস্থায় বলেন, এটা উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে দুই দলের মধ্যে যে কোন একটির উপর বিজয়দানের প্রতিশ্রুতি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন তা তো তিনি আপনাকে দান করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ আপনি সঠিক বলেছেন।

সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٣٠٨٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يُوْسُفَ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لِأُمَّتِيْ : {وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

يَسْتَغْفِرُوْنَ}، فَإِذَا مَضَيْتُ، تَرَكْتُ فِيهِمُ الاِسْتِغْفَارَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

ضعيف الإسناد.

৩০৮২। আবূ বুরদা ইবনু আবূ মূসা (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্য আমার উপর দু'টি আমান বা সুরক্ষার উপায় অবতীর্ণ করেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে হাযির থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ তা'আলা এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন" (সূরা ঃ আল-আনফাল– ৩৩)। আমি যখন চলে যাব তখন কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনার উপায়টি রেখে যাব। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমকে হাদীস শাস্ত্রে 'যঈফ' বলা হয়।

٣٠٨٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَجِيْءَ بِالأَسَارَىٰ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا تَقُولُونَ فِيْ هٰؤُلَاءِ الأَسَارَىٰ؟»....... فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً طَوِيْلَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ، أَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ»، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، فَإِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الإِسْلَامَ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُنِيْ فِيْ يَوْمٍ أَخْوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، مِنِّيْ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، قَالَ : حَتَّىٰ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ»، قَالَ : وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِ

عُمَرَ : {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. **ضعيف : مضى ‹١٧٦٧›.**

৩০৮৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধবন্দীদের আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তোমাদের কি মত? তারপর রাবী এ হাদীসে একটি বিরাট ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুক্তিপণ আদায় বা শিরশ্ছেদ করা ছাড়া এদের মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে সুহাইল ইবনু বাইযা ব্যতীত। যেহেতু আমি তাকে ইসলাম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথায় নীরব থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ দিনের মত এরকম মারত্মক অবস্থা আমার আর কোন দিন ছিল না। ঐ দিন প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, আমার মাথার উপর বুঝি আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সুহাইল ইবনু বাইযা ব্যতীত। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, এদিকে উমার (রাঃ)-এর উক্তি মুতাবেক কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "কোন নাবীর জন্য উচিত নয় দেশে ব্যাপক হারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত না করা পর্যন্ত আটক রাখা......." (সূরা ঃ আল-আনফাল– ৬৭)। **যঈফ, ১৭৬৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আবূ উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ তার পিতা হতে হাদীস শুনেননি।

١٠) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ সূরা আত-তাওবা

٣٠٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَيْ : {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}».

ضعيف مضى (٢٧٥٠).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ...... نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ». **ضعيف انظر ما قبله.**

৩০৯৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন ব্যক্তিকে মাসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত দেখলে তার ঈমানের সাক্ষী দিও। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার মাসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে......" (সূরা ঃ আত-তাওবা– ১৮)।

দুর্বল, ২৭৫০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে

ইবনু আবূ উমার-আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্ব হতে তিনি আমর ইবনুল হারিস হতে তিনি দাররাজ হতে তিনি আবুল হাইসাম হতে তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) এর সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে "তোমরা যাকে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেখ" এরূপ বর্ণিত আছে। **দুর্বল, দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবুল হাইসামের নাম সুলাইমান ইবনু আমর ইবনু আবদুল উতওয়ারী। তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর পরিবারে লালিত-পালিত হন।

١٢) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ هُوْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ সূরা হূদ

٣١٠٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ : «كَانَ فِيْ عَمَاءٍ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ». **ضعيف : «ابن ماجه» (١٨١).**

৩১০৯। আবূ রাযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জীব সৃষ্টি করার আগে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন ঃ তিনি আমা' (হালকা মেঘমালা)-এর মধ্যে ছিলেন। এর নিচেও বাতাস ছিল না এবং উপরেও বাতাস ছিল না। তিনি পানির উপর তার আরশ তৈরী করেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৮১)**

আহ্‌মাদ (রাহঃ) বলেন ঃ ইয়াযীদ (রাহঃ) বলেছেন, 'আমা' শব্দের অর্থ 'তাঁর সাথে কিছুই ছিল না।' হাম্মাদ ইবনু সালামা ও ওয়াকী ইবনু হুদুস এরকমই বলেন। শুবা, আবূ আওয়ানা ও হুশাইম (রাবীর নামের উচ্চারণ) ওয়াকী ইবনু উদুস বলেছেন। আবূ রাযীন এর নাম লাকীত ইবনু আমির। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٣١١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً لَقِيَ امْرَأَةً : وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى امْرَأَتِهِ، إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ : {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي

النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، قَالَ مُعَاذٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً، أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً؟ قَالَ : «بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً». **ضعيف الإسناد.**

৩১১৩। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তি এক বেগানা নারীর সাথে যৌন মিলন ছাড়া আর সবই করেছে, তার প্রসঙ্গে আপনার কি মত? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তুমি নামায কায়িম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎ কর্মসমূহ অবশ্যই অসৎ কর্মসমূহ দূর করে দেয়। যারা হিদায়াত গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা হিদায়াত" (সূরা ঃ হূদ– ১১৪)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ওযূ করে এসে নামায আদায়ের হুকুম দেন। মুআয (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুযোগ কি শুধু তার জন্যই না সাধারণভাবে সকল মু'মিনের জন্য? তিনি বললেন ঃ বরং সাধারণভাবে সকল মু'মিনদের জন্য। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (রাহঃ) মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে সরাসরি কিছু শুনেননি। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) উমার (রাঃ)-এর খিলাফাত কালে ইন্তেকাল করেন। উমার (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা ছয় বছরের বালক। তিনি উমার (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তাকে দেখেছেন। শুবা (রাহঃ) এ হাদীসটি আবদুল মালিক ইবনু উমাইর হতে আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ يُوْسُفَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সূরা ইউসুফ

٣١١٦. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ : يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ- قَالَ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُوْلُ أَجَبْتُ»، ثُمَّ قَرَأَ {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ}، قَالَ : «وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ لُوطٍ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ : {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيْ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ}، فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا، إِلَّا فِيْ ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ». **حسن بلفظ : «ثروة» : «الصحيحة» ‹١٦١٧، ١٨٦٧› : ق ببعضه.**

-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو...... نَحْوَ حَدِيْثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا، إِلَّا فِيْ ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : الثَّرْوَةُ : الْكَثْرَةُ وَالْمَنَعَةُ. **حسن : انظر الذي قبله.**

৩১১৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মর্যাদাবানের মর্যাদাবান পুত্রের মর্যাদাবান পুত্র ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি বলেন ঃ ইউসুফ আলাইহিস সালাম

যতকাল কারাগারে ছিলেন আমি যদি ততকাল কারাগারে থাকতাম এবং তারপর রাজদূত আমার নিকট এসে আহ্বান জানালে আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ "রাজদূত যখন তার নিকট হাযির হল তখন সে বলল, তুমি তোমার মুনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে প্রশ্ন কর– যে নারীরা নিজেদের হাত কেটেছিল তাদের অবস্থা কি"? (সূরা ঃ ইউসুফ– ৫০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লূত (আঃ)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমাত বর্ষিত হোক! তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের ভয় করতেন। "সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার জোর খাটত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিতে পারতাম" (সূরা ঃ হূদ– ৮০)! তাঁর পরে আল্লাহ তা'আলা ঐ জাতির মর্যাদাবান গোষ্ঠীর মধ্য হতেই নাবীগণকে পাঠিয়েছেন। **যিরওয়ার পরিবর্তে ছারওয়া শব্দে হাদীসটি হাসান,সহীহা (১৬১৭, ১৮৭৬)**

আবূ কুরাইব (রাহঃ) আবদা ও আবদুর রহীম হতে মুহাম্মাদ ইবনু আমর (রাহঃ) সূত্রে আল-ফাযল ইবনু মূসার হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় (যিরওয়াতুন-এর স্থলে) 'সারওয়াতুন" অর্থ প্রচুর, প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা শব্দ রয়েছে। এটি আল-ফাযল ইবনু মূসার রিওয়ায়াত অপেক্ষা অনেক বেশি সহীহ্। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

١٥) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ إِبْرَاهِيْمَ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সূরা ইব্রাহীম

٣١١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ، فَقَالَ : «مَثَلُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»، قَالَ : هِيَ النَّخْلَةُ، {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ

اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ}، قَالَ : «هِيَ الْحَنْظَلُ». قَالَ : فَأَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ، فَقَالَ : صَدَقَ وَأَحْسَنَ. **ضعيف مرفوعاً.**

৩১১৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে টাটকা খেজুরের ছড়া বিতরণ করা হলে তিনি বলেন ঃ "সৎ বাক্যের তুলনা তা একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় যার শিকড় সুদৃঢ় এবং যার শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে উত্থিত। যে বৃক্ষ স্বীয় রবের আদেশে প্রত্যেক মওসুমে তার ফলদান করে। (সূরা ঃ ইবরাহীম– ২৪, ২৫)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা হল খেজুর গাছ। "আর নাপাক বাক্যের দৃষ্টান্ত হল একটি মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে আলাদা, যার কোন স্থায়িত্ব নেই" (সূরা ঃ ইবরাহীম– ২৬)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা হল (তিক্ত) মাকাল ফলের গাছ। রাবী বলেন, আমি এ প্রসঙ্গে আবুল আলিয়াকে জানালে তিনি বলেন, (তোমার উস্তাদ) সত্য বলেছেন এবং যথার্থ বলেছেন। **মারফূ বর্ণনাটি দুর্বল**

কুতাইবা–আবূ বাকর ইবনু শুআইব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে উক্ত মর্মে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি এবং তিনি আবুল আলিয়ার বক্তব্যও উল্লেখ করেননি। হাম্মাদ ইবনু সালামার হাদীসের তুলনায় এটি অনেক বেশি সহীহ। একাধিক রাবী একই রকম মাওকূফ (আনাসের কথা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনু সালামা ছাড়া আর কেউ এটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মামার, হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রাহঃ) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাদের কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছাননি।

মাওকূফ বর্ণনার সনদ সহীহ

আহ্‌মাদ ইবনু আবদা (রাহঃ) হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে তিনি শুআইব ইবনুল হাবহাব হতে তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে কুতাইবার হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন এবং তিনিও মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

মাওকূফ বর্ণনাটি সহীহ

١٦) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সূরা আল-হিজর

٣١٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ جُنَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ : بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَىٰ أُمَّتِي- أَوْ قَالَ : عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». **ضعيف : «المشكاة» (٣٥٣٠- التحقيق الثاني).**

৩১২৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে (১৫ ঃ ৪৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)। তার মধ্যে একটি দরজা সেইসব লোকদের জন্য যারা আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে অথবা বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের বিপক্ষে তলোয়ার চালিয়েছে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৫৩০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র মালিক ইবনু মিগওয়ালের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣١٢٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي قَوْلِهِ : {لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، قَالَ : عَنْ قَوْلِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ». **ضعيف الإسناد.**

৩১২৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে প্রশ্ন করব তারা যা করে সে বিষয়ে" (সূরাঃ হিজ্র-৯২-৯৩) প্রসঙ্গে বলেন ঃ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা প্রসঙ্গে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র লাইস ইবনু আবূ সুলাইমের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীসও এ হাদীস লাইস ইবনু আবূ সুলাইম হতে তিনি বিশ্‌র হতে তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন তবে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٣١٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ»، ثُمَّ قَرَأَ : {إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ}. ضعيف : «الضعيفة» (١٨٢١).

৩১২৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মু'মিনের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাক। কারণ সে আল্লাহ্ তা'আলার নূরের সাহায্যে দেখে। তারপর তিনি পাঠ করেন ঃ "নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য" (সূরা ঃ আল-হিজর– ৭৫)।

যঈফ, যঈফা (১৮২১)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। কোন কোন তাফসীরকার আয়াতে উদ্ধৃত "মুতাওয়াসসিমীন" শব্দের অর্থ করেছেন "মুতাফাররিসীন" (দূরদৃষ্টি বা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক)।

١٧) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সূরা আন-নাহ্‌ল

٣١٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ، تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِيْ صَلَاةِ السَّحْرِ»، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ»، ثُمَّ قَرَأَ {يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ} الْآيَةَ كُلَّهَا. **ضعيف** : «الصحيحة» تحت الحديث (١٤٣١).

৩১২৮। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুহরের (ফরযের) পূর্বে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে চার রাক'আত নামায (আদায় করা হয়, সাওয়াবের দিক হতে) তা শেষ রাতের চার রাক'আত নামাযের মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন কোন জিনিষ নেই যা ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলার গুণগান করে না। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "এর ছায়া ডানে ও বাঁয়ে ঢলে পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত হয়...." (সূরা ঃ আন-নাহল– ৪৮-৫০) ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। **যঈফ, সহীহা (১৪৩১) নং হাদীসের অধীনে**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আলী ইবনু আসিমের সূত্র ব্যতীত এটি প্রসঙ্গে আমরা কিছু জানি না।

١٨) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ সূরা বানী ইসরাঈল

٣١٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : {يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ

بِإِمَامِهِمْ}، قَالَ : «يُدْعَى أَحَدُهُمْ، فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيُمَدُّ لَهُ فِيْ جِسْمِهِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ، وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلأْلأُ، فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ، فَيَقُوْلُوْنَ : اللَّهُمَّ! ائْتِنَا بِهٰذَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ هٰذَا، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ، فَيَقُوْلُ : أَبْشِرُوْا، لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلُ هٰذَا»، قَالَ : «وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَيَسْوَدُّ وَجْهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِيْ جِسْمِهِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ، فَيُلْبَسُ تَاجًا، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا، اللَّهُمَّ! لاَ تَأْتِنَا بِهٰذَا» قَالَ : «فَيَأْتِيهِمْ، فَيَقُوْلُوْنَ : اللَّهُمَّ! أَخْزِهِ، فَيَقُوْلُ : أَبْعَدَكُمُ اللّٰهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلَ هٰذَا».

ضعيف الإسناد.

৩১৩৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "সেদিন আমরা সব মানুষকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব" (সূরাঃ বাণী ইসরাঈল– ৭১), এ আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মুসলিম নেতাদের) একজনকে ডাকা হবে। তার কিতাব (আমলনামা বা কার্যবিবরণী) তার ডান হাতে দেয়া হবে। তার দেহ ষাট গজ লম্বা করা হবে। তার মুখমণ্ডল সাদা (আকর্ষণীয়) করা হবে। তার মাথায় মনিমুক্তার টুপি পরানো হবে এবং তা ঝিলকাতে থাকবে। সে তার সঙ্গীদের কাছে আসবে। তারা দূর হতেই তাকে দেখতে পাবে। তারা বলবে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকেও এরূপ দান কর এবং এর মাধ্যমে বারকাত দান কর।" ইতিমধ্যে সে তাদের নিকটে পৌঁছে যাবে এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এরূপ পুরস্কার আছে। অপর দিকে কাফিরদের নেতার শরীরের রং কালো হবে। তার দেহ আদম আলাইহিস সালাম-এর মতই ষাট গজ লম্বা করা হবে। তাকেও একটি টুপি পরানো হবে। তার সঙ্গীরা দূর হতে তাকে দেখে বলবে, "আমরা এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে আশ্রয়

চাই। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিও না। এমতাবস্থায় সে তাদের নিকট এসে যাবে, আর তারা বলতে থাকবে, তুমি তাকে লাঞ্ছিত কর।" তারপর সে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অপমান করুন। কেননা তোমাদের প্রত্যেককে এভাবেই লাঞ্ছিত করা হবে।

সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। সুদ্দীর নাম ইসমাঈল ইবনু আবদুর রহমান।

٣١٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا }. **ضعيف الإسناد.**

৩১৩৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর তাঁকে (মাদীনায়) হিজরাতের হুকুম দেয়া হয়। তখন তাঁর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "আর বলুনঃ হে আমার রব! আমাকে দাখিল করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার পক্ষ হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি" (সূরাঃ বাণী ইসরাঈল- ৮০)।সনদ দুর্বল। আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ

٣١٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفًا مُشَاةً، وَصِنْفًا

رُكْبَانًا، وَصِنْفًا عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ»، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ؟ قَالَ : «إِنَّ الَّذِيْ أَمْشَاهُمْ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ، أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدْبٍ وَشَوْكٍ». **ضعيف :**

«المشكاة» ‹٥٥٤٦– التحقيق الثاني›، **«التعليق الرغيب»** ‹٤/١٩٤›.

৩১৪২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন লোকদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে উঠানো হবে। একদল লোক পায়ে হেঁটে, দ্বিতীয় দল সাওয়ারী অবস্থায় এবং তৃতীয় দল অধঃমুখে (এবং পা উপরে তুলে) হাযির হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা মুখমণ্ডলে ভর করে চলবে কিভাবে? তিনি বললেন ঃ যে মহান সত্তা তাদেরকে পায়ের সাহায্যে হাঁটিয়ে ছিলেন, তিনি তাদেরকে মুখমণ্ডলে ভর করে হাঁটাতেও সক্ষম। এরা নিজেদের মুখের দ্বারা প্রতিটি উচু-নীচু ও কাটা উপেক্ষা করে রাস্তা পার হবে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৫৪৬), তা'লীকুর রাগীব (৪/১৯৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। উহাইব (রাহঃ) ইবনু তাউসের সূত্রে, তিনি তার পিতা হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٤٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، وَأَبُو الْوَلِيْدِ، –وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيْدَ، وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ–، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : أَنَّ يَهُوْدِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ هٰذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ : لَا تَقُلْ : نَبِيٌّ، فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُوْلُ : نَبِيٌّ، كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ- عَزَّ وَجَلَّ- {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ}؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَلاَ تَزْنُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ تَسْرِقُوْا، وَلاَ تَسْحَرُوْا، وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ إِلَىٰ سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ، وَلاَ تَأْكُلُوْا الرِّبَا، وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً، وَلاَ تَفِرُّوْا مِنَ الزَّحْفِ- شَكَّ شُعْبَةُ-، وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ! خَاصَّةً، لاَ تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ»، فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالاَ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ : «فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟»، قَالاَ : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللّٰهَ أَنْ لاَ يَزَالَ فِيْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا، أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٧٠٥).**

৩১৪৪। সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন এক সময় দুই ইয়াহূদীর একজন অপরজনকে বলল, চল আমরা এই নাবীর কাছে গিয়ে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করি। অপরজন বলল ঃ তাঁকে নাবী বল না। কেননা সে যদি এটা শুনে ফেলে যে, তুমি (ইয়াহূদীরাও) তাঁকে নাবী বলছ, তার চার চোখ হয়ে যাবে। তারা উভয়ে তাঁর নিকটে এসে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে ঃ "আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম" (সূরাঃ বাণী ইসরাঈল- ১০১)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই নয়টি নিদর্শন (নির্দেশ) হচ্ছে ঃ (১) তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন কিছু অংশীদার করো না, (২) যেনা-ব্যভিচার করো না, (৩) যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তার জীবন সংহার করো না, (৪) চুরি করো না, (৫) যাদুটোনা করো না, (৬) কোন নিরপরাধ লোককে সরকারের কাছে অপরাধী বানিয়ে খুন করতে নিয়ে যেও না, (৭) সুদ খেও না, (৮) কোন সতী-সাধ্বী মহিলার বিরুদ্ধে

যেনার মিথ্যা অপবাদ দিও না এবং (৯) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যেও না। হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! বিশেষ করে তোমরা শনিবারের বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করো না। তারপর ইয়াহূদী শ্রোতা দু'জন তাঁর পা দুটিতে ও হাত দুটিতে চুমা দিয়ে বলল ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি নাবী। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমাদের দু'জনকে ইসলাম গ্রহণে কিসে বাধা দিচ্ছে? তারা উভয়ে বলল ঃ দাঊদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে দু'আ করেছিলেন তিনি যেন বরাবর তাঁর বংশধরদের মধ্য হতেই নাবী পাঠান। অনন্তর আমাদের আশংকা হচ্ছে, আমরা যদি ইসলাম কুবূল করি তাহলে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৭০৫)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ সূরা আল-কাহ্ফ

٣١٥٢. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الْجَزَرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يُوْسُفَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيْ قَوْلِهِ : {وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا}، قَالَ : «ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ». **ضعيف جداً : «الروض النضير» (٩٤٠).**

৩১৫২। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "এই প্রাচীরের নীচে এই ছেলে দু'টির জন্য একটি সম্পদ রক্ষিত আছে" (সূরাঃ আল-কাহ্ফ– ৮২)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখানে 'কান্য' অর্থ সোনা-রূপা। **অত্যন্ত দুর্বল, আর-রাওযুন নাযীর (৯৪০)**

হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল–সাফওয়ান ইবনু সালিহ–ওয়ালীদ

ইবনু মুসলিম–ইয়াযীদ ইবনু ইউসুফ আস-সানআনী-ইয়াযীদ ইবনু জাবির–মাকহূল (রাহঃ) হতে এই সনদে উপরের হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি গারীব।

٢٠) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ সূরা মারইয়াম

٣١٥٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَبُو الْمُغِيْرَةِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ}، قَالَ : «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ، كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَشْرَئِبُّوْنَ، وَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَئِبُّوْنَ، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، هٰذَا الْمَوْتُ، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ، فَلَوْلَا أَنَّ اللّٰهَ قَضَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيْهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَاتُوْا فَرَحًا، وَلَوْلَا أَنَّ اللّٰهَ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيْهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَاتُوْا تَرَحًا». **صحيح دون قوله : «ولولا أن الله قضى...» : ق، انظر الحديث (٢٦٨٣).**

৩১৫৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেন ঃ "তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, যেদিন চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে এবং পরিতাপ করা ব্যতীত আর কোন বিকল্প থাকবে না" (সূরাঃ মারইয়াম– ৩৯)। তিনি বলেন ঃ (কিয়ামাতের দিন লোকদের সামনে) মৃত্যুকে হাযির করা হবে, যেন তা সাদা ও কালো মিশ্রিত বর্ণের একটি মেষ। এটাকে জান্নাত

ও জাহান্নামের মাঝের প্রাচীরের সাথে দাঁড় করিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ, শোন। তারা মাথা তুলবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামের বাসিন্দারা, শোন। তারাও মাথা উঁচু করে তাকাবে। তারপর বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিনতে পেরেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর এটাকে শুইয়ে যবেহ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা যদি জান্নাতবাসীদের সেখানে চিরস্থায়ী জীবনের মীমাংসা না করতেন, তাহলে তারা (এ দৃশ্য দেখে) আনন্দের আতিশয্যে মারা যেত। আল্লাহ তা'আলা যদি জাহান্নামীদের সেখানে চিরস্থায়ী জীবনের মীমাংসা না করতেন, তাহলে তারাও (এ দৃশ্য দেখে) অনুশোচনা ও অনুতাপ করতে করতে মারা যেত। **আল্লাহ তা'আলা যদি জান্নাতীদের সেখানে চিরস্থায়ী জীবনের ফায়সালা না করতেন.... অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। নাসাঈ, দেখুন ২৬৮৩ নং হাদীস।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْوَيْلُ : وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ، يَهْوِيْ فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» (٤/٢٢٩).**

৩১৬৪। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়াইল হচ্ছে জাহান্নামের একটি ময়দানের নাম। এটা এতই গভীর যে, এর তলদেশে পৌঁছা পর্যন্ত কাফির ব্যক্তি চল্লিশ বছর ধরে নীচের দিকে পড়তে থাকবে। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৪/২২৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু ইবনু লাহীআর সূত্রেই এটি মারফূ হিসেবে জেনেছি।

٢٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ সূরা আল-হাজ্জ

٣١٦٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ} إِلَى قَوْلِهِ : {وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ}، قَالَ : أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةُ، وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ، فَقَالَ : «أَتَدْرُوْنَ أَيَّ يَوْمٍ ذٰلِكَ؟»، فَقَالُوْا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «ذٰلِكَ يَوْمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِآدَمَ : ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَقَالَ : يَا رَبِّ! وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ : تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ»، قَالَ : فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُوْنَ يَبْكُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ -قَطُّ-، إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ»، قَالَ : «فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنْ تَمَّتْ، وَإِلَّا كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ، وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمِ، إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الدَّابَّةِ- أَوْ كَالشَّامَةِ فِيْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ»، ثُمَّ قَالَ : «إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوْا، ثُمَّ قَالَ : «إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوْا، ثُمَّ قَالَ : «إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوْا. قَالَ : لَا أَدْرِيْ قَالَ : الثُّلُثَيْنِ، أَمْ لَا؟ **ضعيف**

الإسناد : «التعليق الرغيب» (٤/٢٢٩).

৩১৬৮। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "হে লোকেরা! তোমাদের প্রভুর গযব হতে নিজকে রক্ষা কর। কিয়ামাতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ ব্যপার। যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজের দুধের শিশুকে দুধ পান করাতে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে এবং লোকদেরকে তোমরা মাতালের মতো দেখতে পাবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিই এতদূর কঠোর হবে" (সূরাঃ আল-হাজ্জ- ১-২)। রাবী বলেন, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান এটা কোন দিন? সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই সবচাইতে ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা সেই দিন, যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন ঃ জাহান্নামের বাহিনী প্রস্তুত কর। আদম (আঃ) বলবেন ঃ হে প্রভু! জাহান্নামের বাহিনীর সংখ্যা কত? তিনি বলবেন ঃ (হাজারকে) নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামের এবং একজন জান্নাতের বাহিনী। একথা শুনে মুসলমানরা কান্নায় ভেংগে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সমতল পথে চলো, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য খোঁজ কর, সোজা পথ ধর। প্রত্যেক নাবূয়্যাতের পূর্বেই রয়েছে জাহিলিয়াত। তিনি আরো বললেন ঃ জাহিলিয়াত হতেই বেশি সংখ্যক নেয়া হবে। যদি এতে সংখ্যা পূর্ণ হয় তো ভালো, অন্যথায় মুনাফিকদের দিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করা হবে। অপরাপর উম্মাতের ও তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন পশুর বাহুর দাগ অথবা উটের পার্শ্বদেশের তিলক (অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যা বেশি হবে)। তিনি আবার বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরাই হবে জান্নাতের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী। একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরাই হবে জান্নাতের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী। একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি দেন। তিনি আবার বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরাই হবে জান্নাতের অর্ধেক অধিবাসী। তারা এবারও তাকবীর ধ্বনি দেন। রাবী বলেন, তিনি দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছেন কি-না তা আমার মনে নেই। **সনদ দুর্বল, তা'লীকুর রাগীব (৪/২২৯)**

٣١٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيْقَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ». **ضعيف : «الضعيفة» (٣٢٢٢).**

৩১৭০। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (বাইতুল্লাহ্র) বাইতুল আতীক নাম এজন্য হয়েছে যে, কোন স্বেচ্ছাচারীই এর উপর কর্তৃত্ব প্রসার করতে সমর্থ হয়নি। **যঈফ, যঈফা (৩২২২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। অন্য এক সূত্রে যুহরী হতে এ হাদীস মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা হতে তিনি লাইস হতে তিনি আকীল হতে তিনি যুহরী (রাহঃ) হতে এই সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরের হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে।

٣١٧١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ، لَيَهْلِكُنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ} الْآيَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ قِتَالٌ. **ضعيف الإسناد.**

৩১৭১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কাবাসীরা মক্কা হতে

নির্বাসিত করে, তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, এই লোকেরা তাদের নাবীকে বের করে দিয়েছে। এদের নিঃসন্দেহে অনিষ্ট হবে। এ কথার পটভূমিকায় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সেই লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাদের দোষ ছিল এই যে, তারা বলত ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব" (সূরাঃ আল-হাজ্জ– ৩৯-৪০)। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ আমি বুঝে গেলাম, শীঘ্রই লড়াই বেধে যাবে।**সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আবদুর রহমান ইবনু মাহদী প্রমুখ–সুফিয়ান হতে তিনি আমাশ হতে তিনি মুসলিম আল-বাতীন হতে তিনি সাঈদ ইবনু যুবাইর-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার, আবূ আহমাদ আয-যুবাইরী সুফইয়ানের সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে ইবনু আব্বাসের উল্লেখ আছে। একাধিক রাবী–সুফিয়ান হতে তিনি আমাশ হতে তিনি মুসলিম আল-বাতীন হতে তিনি সাঈদ ইবনু যুবাইর (রাহঃ) সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই।

٣١٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ رَجُلٌ : أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، فَنَزَلَتْ {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ}، النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. **انظر ما قبله.**

৩১৭২। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা হতে বের করা

হলে এক ব্যক্তি বলেন, তারা তাদের নাবীকে বের করে দিয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয় ঃ "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে; আর আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম; যারা বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে" (সূরাঃ আল-হাজ্জ- ৩৯-৪০) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে।

٢٤. بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ সূরা আল-মু'মিনূন

٣١٧٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَسُرِّيَ عَنْهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا»، ثُمَّ قَالَ ﷺ : «أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»، ثُمَّ قَرَأَ : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ}»، حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ. ضعيف : «المشكاة» ‹٢٤٩٤- التحقيق الثاني›.

৩১৭৩। আবদুর রহমান ইবনু আবদুল কারী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হত সে সময় তাঁর মুখমণ্ডলের নিকট হতে মৌমাছির আওয়াজের মত

গুনগুন আওয়াজ শোনা যেত। একদিন তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হল। আমি কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করলাম। তাঁর উপর হতে ওয়াহীর বিশেষ অবস্থা সরে গেলে তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে তাঁর দুই হাত তুলে দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশি দান কর, আমাদেরকে কম দিও না, আমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দাও, আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না, আমাদেরকে দান কর, বঞ্চিত করো না, আমাদেরকে অগ্রগামী কর, আমাদের উপর অন্য কাউকে অগ্রগামী করো না, আমাদেরকে সুপ্রসন্ন কর এবং আমাদের উপর সুপ্রসন্ন থাক।"

তারপর তিনি বললেন ঃ আমার উপর এমন দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার মানদণ্ডে কেউ কৃতকার্য হলে সে জান্নাতে যাবে। তারপর তিনি "কাদ আফলাহাল মু'মিনূন" হতে শুরু করে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৪৯৪)**

মুহাম্মাদ ইবনু আবান–আবদুর রাযযাক হতে তিনি ইউনুস ইবনু সুলাইম হতে তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি যুহরী (রাহঃ) হতে এই সূত্রে উক্ত মর্মে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ পূর্ববর্তী সূত্রের তুলনায় এই সনদসূত্রটি অনেক বেশি সহীহ। আমি ইসহাক ইবনু মানসূরকে বলতে শুনেছি, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম–আবদুর রাযযাক হতে তিনি ইউনুস ইবনু সুলাইম হতে তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি যুহরী (রাহঃ) সূত্রে এই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যিনি প্রথমে আবদুর রাযযাকের নিকট এ হাদীস শুনেছেন তিনি ইউনুস ইবনু সুলাইম-এর পরে ইউনুস ইবনু ইয়াযীদের উল্লেখ করেছেন এবং কিছু রাবী ইউনুস ইবনু ইয়াযীদের উল্লেখ করেননি। সুতরাং যারা ইউনুস ইবনু ইয়াযীদের উল্লেখ করেছেন তাদের রিওয়ায়াতই অনেক বেশি সহীহ। আর আবদুর রাযযাক কখনও তার উল্লেখ করেছেন এবং কখনও করেননি। **হাদীসটি মুরসাল। পূর্বের অনুরূপ দুর্বল**

٣١٧٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : {وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ}، قَالَ : «تَشْوِيهِ النَّارِ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعَالِيَةُ، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ». **ضعيف : وهو مكرر الحديث ‹٢٧١٣›.**

৩১৭৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তারা জাহান্নামে থাকবে বীভৎস চেহারায়" (সূরাঃ আল-মু'মিনূনঃ ১০৪) আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ঝলসিয়ে দিবে। ফলে তাদের উপরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে মাথার মাঝখানে পৌঁছে যাবে। আর নীচের ঠোঁট এত ঢিলা হয়ে যাবে যে, তা নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। **যঈফ, ২৭১৩ নং হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

٢٨) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ النَّمْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ সূরা আন-নামল

٣١٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ، مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ، وَعَصَا مُوسَى، فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ، وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخُوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ : هَاهَا يَا مُؤْمِنُ! وَيُقَالُ : هَاهَا يَا كَافِرُ، وَيَقُولُ هٰذَا : يَا مُؤْمِنُ! وَيَقُولُ هٰذَا : يَا كَافِرُ!». **ضعيف : «الضعيفة» ‹١١٠٨›.**

৩১৮৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি জানোয়ার বের হয়ে আসবে এবং তার সাথে সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর আংটি ও মূসা আলাইহিস সালাম-এর লাঠি থাকবে। সে (লাঠি দিয়ে) মু'মিনদের চেহারা সাফ ও দীপ্তিমান করবে এবং আংটি দিয়ে কাফিরদের নাকে মোহর মেরে দিবে। পরিশেষে তারা একই ভোজসভায় একত্রে মিলিত হবে এবং সেই জানোয়ারটি ডেকে বলবে, এই যে মু'মিন, এই যে কাফির। অতঃপর সে বলবে হে মু'মিন, আর সে বলবে হে কাফির। **যঈফ, যঈফা (১১০৮)।**

আবূ ঈসা বলেন এই হাদীসটি হাসান গারীব। এই হাদীসটি অন্য সূত্রে আবূ হুরাইরা হতেও বর্ণিত আছে, এ অনুচ্ছেদে আবূ ওমামা এবং হুযাইফা ইবনু উসাইদ হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٠) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْعَنْكَبُوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ সূরা আল-আনকা'বূত

٣١٩٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِيْ صَغِيْرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ قَوْلِهِ : {وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ}، قَالَ : «كَانُوْا يَخْذِفُوْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ، وَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ». **ضعيف الإسناد جداً.**

৩১৯০। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমরাই তো নিজেদের মাজলিসসমূহে প্রকাশ্যে গর্হিত কাজ কর"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই লোকেরা (কাওমে লূত) দুনিয়াবাসীদের উপর কাঁকর ছুঁড়ে মারতো এবং তাদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। **সনদ অত্যন্ত দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আমরা শুধুমাত্র হাতিম ইবনু আবূ সাগীরার সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি এবং তিনি সিমাকের বরাতে এ

হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ ইবনু আব্‌দাহ্ সুলাইম ইবনু আখযার হাতিম ইবনু আবূ সাগীরা এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ সূরা আর-রূম

٣١٩١. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ فِيْ مُنَاحَبَةِ {الم. غُلِبَتِ الرُّوْمُ} : «أَلَا احْتَطْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟! فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ ثَلَاثٍ إِلَىٰ تِسْعٍ». **ضعيف** : «**الضعيفة**» (٣٣٥٤).

৩১৯১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আলিফ, লাম, মীম, গুলিবাতির রূম” শীর্ষক আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর বাজি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আবূ বাকর! তুমি সাবধানতা গ্রহণ করলে না কেন? কেননা .... শব্দটি তো তিন হতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। **যঈফ, যঈফা (৩৩৫৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত সনদসূত্রে অর্থাৎ যুহরীর সনদে এ হাদীস হাসান ও গারীব। তিনি উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তা বর্ণনা করেছেন।

٣٤) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ সূরা আল-আহ্‌যাব

٣١٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : أَخْبَرَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَه، قَالَ :

قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ – عَزَّ وَجَلَّ – : {مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ}، مَا عَنَى بِذٰلِكَ؟ قَالَ : قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يُصَلِّي، فَخَطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ مَعَهُ : أَلَا تَرَىٰ أَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ : قَلْبًا مَعَكُمْ، وَقَلْبًا مَعَهُمْ؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ {مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ}. **ضعيف الإسناد.**

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ..... نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَىٰ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. **ضعيف أيضاً.**

৩১৯৯। কাবূস ইবনু আবূ যাব্ইয়ান (রাহঃ) বলেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন, আমরা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম ঃ আপনি কি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির বক্ষে দুটি হৃদয় তৈরী করেননি" (সূরাঃ আল-আহযাব– ৪), এর অর্থ কি? তিনি বললেন, একদিন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। নামাযে তাঁর কিছু (ওয়াসওয়াসা জাতীয়) ত্রুটি হয়। যেসব মুনাফিক তাঁর সাথে নামায আদায় করে তারা একে অপরকে বলল, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তাঁর দুটি হৃদয় আছে? একটি হৃদয় তোমাদের সাথে, অন্যটি হৃদয় তাদের সাথে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "কোন ব্যক্তির বক্ষে আল্লাহ তা'আলা দুটি হৃদয় তৈরী করেননি"। **সনদ দুর্বল**

আব্দ ইবনু হুমাইদ-আহ্মাদ ইবনু ইউনুস হতে তিনি যুহাইর (রাহঃ) সূত্রে উপরের হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। **এ সনদটিও দুর্বল**

٣٢٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ : «الصَّلَاةَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ! {إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}. **ضعيف : المصدر نفسه.**

৩২০৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয় মাস পর্যন্ত এই চর্চা ছিল যে, তিনি ফজরের নামাযের জন্য ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন ঃ "হে আহ্‌লে বাইত! তোমরা নামায কায়িম কর। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তোমাদের নাবীর ঘরের লোকদের মধ্য হতে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে আবুল হামরাআ, মাকিল ইবনু ইয়াসার ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٠٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-، قَالَتْ : لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ، لَكَتَمَ هٰذِهِ الْآيَةَ : {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ} يَعْنِي : بِالْإِسْلَامِ- {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} يَعْنِي : بِالْعِتْقِ، فَأَعْتَقْتَهُ- {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} إِلَىٰ قَوْلِهِ : {وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا}، وَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، قَالُوا : تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ- تَعَالَىٰ : {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ

اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ}، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ، فَلَبِثَ حَتّٰى صَارَ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ : زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ {اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ} : فُلاَنٌ- مَوْلَى فُلاَنٍ-، وَفُلاَنٌ- أَخُو فُلاَنٍ- : {هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ} يَعْنِي : أَعْدَلُ-. **ضعيف الإسنا جداً.**

৩২০৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওয়াহীর কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে এই অংশ গোপন করতেন ঃ "স্মরণ কর, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা (ইসলাম গ্রহণ করার) অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার উপর (দাসত্বমুক্ত করে) অনুগ্রহ করেছেন আপনি তাকে বলেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখ এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আপনি আপনার মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। পরে যাইদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে (যাইনাবকে) আপনার নিকট বিয়ে দিলাম, যেন মু'মিনদের পালিত ছেলেরা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব নারীদের বিবাহ করায় মু'মিন লোকদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ কার্যকারী হয়েই থাকে" (সূরাঃ আল-আহযাব- ৩৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে (যাইনাবকে) বিয়ে করলেন তখন লোকেরা বলতে লাগল, তিনি নিজের ছেলের বিবিকে বিয়ে করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষ লোকদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ নাবী" (সূরাঃ আল-আহযাব- ৪০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পালিত পুত্র বানিয়েছিলেন। তিনি (যাইদ) তখন বালক ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে থাকলেন এবং ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলেন। তাকে যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলে ডাকা হত। এর

পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "পালিত ছেলেদেরকে তোমরা তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক সূত্রে ডাকো, এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে বেশি ন্যায়সংগত।

আর তোমরা যদি তাদের পিতার পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং সাথী" (সূরাঃ আল-আহযাব– ৫) অর্থাৎ অমুক অমুকের বন্ধু এবং অমুক অমুকের ভাই। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি ন্যায়সংগত কথা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে বেশি ন্যায়ানুগ কথা। **সনদ অত্যন্ত দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। অন্য এক সূত্রে এ হাদীস দাউদ ইবনু আবূ হিন্দ হতে, তিনি শাবী হতে, তিনি মাসরূক হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। আইশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওয়াহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তবে এই আয়াত গোপন করতেন ঃ 'যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলে, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে...." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এ সূত্রে হাদীসটি বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়নি। এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়ায্যাহ আলকূফী, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে।

٣٢١٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ : فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ– عَزَّ وَجَلَّ– : {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ}، قَالَ : مَا كَانَ لِيَعِيْشَ لَهُ فِيكُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ. **ضعيف مقطوع.**

৩২১০। আমির আশ-শাবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন" (সূরাঃ আল-আহযাব– ৪০) প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের মাঝে তাঁর কোন ছেলে সন্তান জীবিত থাকবে না।

যঈফ, সনদ বিচ্ছিন্ন

٣٢١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ : خَطَبَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ- تَعَالَىٰ- : {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الْآيَةَ، قَالَتْ : فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ، لِأَنِّي لَمْ أُهَاجِرْ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ. **ضعيف الإسناد جداً.**

৩২১৪। আবূ তালিব-কন্যা উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করার পয়গাম পাঠান। আমি তাঁকে নিজের অক্ষমতা জানালাম। তিনি আমার আপত্তি গ্রহণ করলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "হে নাবী! আমরা তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার সেই স্ত্রীদের, যাদের মোহরানা তুমি আদায় করেছ এবং সেই মহিলাদেরকেও (বৈধ করেছি), যারা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া দাসীদের মধ্য হতে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়েছে, তোমার সেই চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদেরকেও (বৈধ করেছি), যারা তোমার সাথে হিযরাত করে এসেছে, সেই মু'মিন মহিলাকেও, যে নিজেকে নাবীর জন্য হেবা করে, যদি নাবী তাকে বিয়ে করতে চায়। এই সুবিধাদান বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্যান্য ঈমানদার লোকদের জন্য নয়" (সূরাঃ আল-আহযাব- ৫০)। রাবী (উম্মু হানী) বলেন ঃ এ কারণেই আমি তাঁর জন্য বৈধ ছিলাম না। কেননা আমি তাঁর সাথে হিযরাত করিনি, আমি ছিলাম তুলাকাভুক্ত। **সনদ অত্যন্ত দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রেই সুদ্দীর হাদীস হিসেবে জেনেছি।

٣٢١٥. حَدَّثَنَا عَبْدٌ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- : نُهِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ}، وَأَحَلَّ اللّٰهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِيْنٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ قَالَ : {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ}، وَقَالَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِيْ آتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ} إِلَىٰ قَوْلِهِ : {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ}، وَحَرَّمَ مَا سِوَىٰ ذٰلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ. **ضعيف الإسناد.**

৩২১৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিযরাতকারিনী মু'মিন স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে করতে মানা করা হয়েছে। অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "এরপর তোমার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি নেই, যদিও তাদের রূপ সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপার স্বতন্ত্র" (সূরাঃ আল-আহ্যাব- ৫২)। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মু'মিন দাসীদের বৈধ করেছেন। "এবং সেই মু'মিন নারীকেও (বৈধ করা হয়েছে) যে নিজেকে নাবীর জন্য হেবা করে" (সূরাঃ আল-আহ্যাব- ৫০)। মুসলমান স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা তাঁর জন্য অবৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "কেউ ঈমান অস্বীকার করলে তার সকল কর্মফল নিষ্ফল হবে এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে"

(সূরা ঃ আল-মায়িদাহ - ৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ "হে নাবী! আমরা তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার সেই স্ত্রীদের যাদের মোহরানা তুমি পরিশোধ করেছ, সেই মহিলাদেরকেও যারা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া দাসীদের মধ্য হতে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়.... এই বিশেষ সুবিধা শুধু তোমাকেই দেয়া হয়েছে, মু'মিনদেরকে নয়" (সূরা ঃ আল আহ্যাব- ৫০)। এ ছাড়া অন্য সব ধরনের মহিলাদের অবৈধ করা হয়েছে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আমরা শুধু আব্দুল হামীদ ইবনু বাহরামির রিওয়ায়াত হিসেবেই এ হাদীস জেনেছি। আমি আহমাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেন, শাহ্র ইবনু হাওশাবের সূত্রে আবদুল হামীদ ইবনু বাহরামের বর্ণিত হাদীসে আপত্তির কিছু নেই।

٣٨) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الصَّافَّاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ সূরা আস-সাফ্ফাত

٣٢٢٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا إِلَىٰ شَيْءٍ، إِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَازِمًا بِهِ لَا يُفَارِقُهُ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا»، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ اللّٰهِ- عَزَّ وَجَلَّ {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ}. **ضعيف : «التعليق الرغيب» (١/٥٠)، «ظلال الجنة» (١١٢).**

৩২২৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোককে কোন মতবাদের দিকে ডেকেছে, তাকে কিয়ামাতের দিন থামানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে সেদিকে ডেকে থাকলেও। তাকে তার

আহ্বানের পরিণতি ভোগ না করিয়ে রেহাই দেয়া হবে না। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের এই আয়াত পাঠ করেন ঃ "এই লোকদের একটু থামাও, এদের নিকট কিছু প্রশ্ন করার আছে। তোমাদের কি হল, তোমরা এখন পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আস না কেন ?" (সূরাঃ আস-সাফ্ফাত– ২৪-২৫) **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (১/৫০) যিলালুল জুন্নাহ্ (১১২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٢٢٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ- تَعَالَى- : {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}؟ قَالَ : «عِشْرُونَ أَلْفاً». **ضعيف الإسناد.**

৩২২৯। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "আমরা তাকে (ইউনুস) এক লাখ বা ততোধিক লোকের নিকটে পাঠালাম" (সূরাঃ আস-সাফ্ফাত– ১৪৭) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন ঃ (এক লাখ) বিশ হাজার। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٣٢٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِ اللهِ : {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ}، قَالَ : «حَامُ، وَسَامُ، وَيَافِثُ». **ضعيف الإسناد.**

৩২৩০। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "আমরা তার (নূহের) বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখলাম বংশপরম্পরায়" (সূরাঃ

আস-সাফ্ফাত– ৭৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এরা হল হাম, সাম ও ইয়াফিস। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ 'তা' অথবা 'সা' অক্ষর সহযোগে ইয়াফিত-ও বলা হয় এবং ইয়াফিস-ও বলা হয়, ইয়াফুসও বলা হয়। এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র সাঈদ ইবনু বাশীরের সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি।

٣٢٣١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «سَامٌ : أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامٌ : أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِثُ : أَبُو الرُّومِ».

ضعيف : «الضعيفة» (٣٦٨٣).

৩২৩১। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরবদের আদি পিতা সাম, হাবশীদের (আবিসিনীয়াদের) আদি পিতা হাম এবং রূমীয়দের (বাইজানটাইনদের) আদি পিতা ইয়াফিস। **যঈফ, যঈফা (৩৬৮৩)**

٣٩) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ {ص}

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সূরা সা'দ

٣٢٣٢. حَدَّثَنَامَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ– الْمَعْنَى وَاحِدٌ–، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى– قَالَ عَبْدٌ : هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ–، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ، وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ، مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ، وَشَكَوْهُ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ : يَا ابْنَ

أَخِيْ! مَا تُرِيْدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ : «إِنِّيْ أُرِيْدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّيْ إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ»، قَالَ : كَلِمَةً وَاحِدَةً؟! قَالَ : «كَلِمَةً وَاحِدَةً»، قَالَ : «يَا عَمِّ! قُوْلُوْا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ»، فَقَالُوْا : إِلٰهًا وَاحِدًا؟ {مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} قَالَ : فَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْآنَ {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} إِلَىٰ قَوْلِهِ : مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ}. **ضعيف الإسناد.**

৩২৩২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আবূ তালিব রোগাক্রান্ত হলে কুরাইশরা তার নিকটে আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আসেন। আবূ তালিবের নিকট এক ব্যক্তির বসার মত স্থান ছিল। আবূ জাহল তাকে মানা করতে উঠে। রাবী বলেন ঃ এসব লোক আবূ তালিবের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে। আবূ তালিব বলেন, হে ভাতিজা! তুমি তোমার জাতির নিকটে কি চাও? তিনি বললেন ঃ আমি তাদের কাছে একটি বাক্য মেনে নেয়ার ইচ্ছা করছি। তারা এটা মেনে নিলে আরবরা তাদের মতানুবর্তী হবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দিবে। আবূ তালিব বললেন, একটি বাক্য? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, একটি বাক্য। তিনি আবার বললেন ঃ হে চাচা! আপনারা বলুন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। তারা বলল, শুধু মাত্র একজন মা'বূদ ? "এধরনের কথা তো আমরা নিকট অতীতের জাতিসমূহের নিকটে শুনিনি? এটা একটা অলীক উক্তিমাত্র" (সূরাঃ সা'দ– ৭)। রাবী বলেন ঃ তাদের প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "সা'দ। উপদেশে পূর্ণ কুরআনের শপথ! বরং এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী লোকেরাই চরম অহংকার ও হঠকারিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি। তখন তারা চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু তখন আর মুক্তি পাওয়ার উপায় ছিল

না।........ এমন কথা তো আমরা নিকট অতীতের জাতিসমূহের নিকটে শুনিনি! এটা একটা অলীক কথামাত্র" (সূরাঃ সা'দ– ১-৭)। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সুফইয়ান আ'মাশের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الزُّمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ সূরা আয-যুমার

٣٢٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ : «{يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعاً}، وَلَا يُبَالِي». **ضعيف الإسناد.**

৩২৩৭। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি ঃ "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, আল্লাহ্ তা'আলার রাহমাত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন" (সূরাঃ আয-যুমার– ৫৩)। তিনি (এ ব্যাপারে) কারো ভয় করেন না। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা হাওশাবের সূত্রে শুধুমাত্র সাবিত হতেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। তিনি আরও বলেন, শাহর ইবনু হাওশাব উম্মু সালমা আনসারিয়া হতে হাদীস বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা আন-সারিয়ার নাম আসমা বিনতু ইয়াযীদ।

٣٢٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ : حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا يَهُودِيُّ! حَدِّثْنَا»، فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِذَا وَضَعَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ ذِهْ، وَالْأَرْضَ عَلَىٰ ذِهْ، وَالْمَاءَ عَلَىٰ ذِهْ، وَالْجِبَالَ عَلَىٰ ذِهْ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىٰ ذِهْ- وَأَشَارَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ بِخِنْصَرِهِ أَوَّلاً، ثُمَّ تَابَعَ حَتَّىٰ بَلَغَ الْإِبْهَامَ؟! فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}.

ضعيف المصدر نفسه.

৩২৪০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হে ইয়াহূদী! কিছু শুনাও। সে বলল, হে আবুল কাসিম! যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ এক আঙ্গুলে, যমিনসমূহ এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে, পাহাড়গুলো এক আঙ্গুলে এবং আর সকল সৃষ্টি এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন এ প্রসঙ্গে আপনি কি বলেন? রাবী আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনুস সালত তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কনিষ্ঠা হতে বৃদ্ধা আঙ্গুলী পর্যন্ত ইঙ্গিত করে দেখালেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "এই লোকেরা আল্লাহর প্রতি যতটুকু মর্যাদা দেয়া উচিত, তারা তাঁকে তা দেয়নি।" (সূরাঃ আয-যুমার– ৬৭) **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। এটা শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা জেনেছি। আবূ কুদাইনার নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনুল মুহাল্লাব। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল এ হাদীস হাসান ইবনু শুজার সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুস সালতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٤٢) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ {حم} السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ সূরা হামীম আস-সাজদা

٣٢٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ : حَدَّثَنَا أَبُو

قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ {إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا}، قَالَ : قَدْ قَالَ النَّاسُ، ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ». **ضعيف الإسناد.**

৩২৫০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর তাতেই অবিচল থাকে" (সূরাঃ হা-মীম আস্-সাজদাহ- ৩০)। তিনি বলেন ঃ অনেক লোক এ কথা বলার পর কাফির হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি উল্লেখিত কথার উপর মারা যায় সে-ই অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আমি আবূ যুরআকে বলতে শুনেছি যে, আফফান (রাহঃ) আমর ইবনু আলীর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ) হতে "ইসতাকামূ" (অবিচল থাকে)-এর তাৎপর্য বর্ণিত আছে।

٤٤) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ {حم. عسق}

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সূরা আশ-শুরা

٣٢٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَازِعِ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مُرَّةَ، قَالَ : قَدِمْتُ الْكُوفَةَ، فَأُخْبِرْتُ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، فَقُلْتُ : إِنَّ فِيْهِ لَمُعْتَبَرًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مَحْبُوْسٌ فِيْ دَارِهِ الَّتِي قَدْ كَانَ بَنَى، قَالَ : وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَدْ

تَغَيَّرَ، مِنَ الْعَذَابِ وَالضَّرْبِ، وَإِذَا هُوَ فِي قُشَاشٍ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا بِلَالُ! لَقَدْ رَأَيْتُكَ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِنَا تُمْسِكُ بِأَنْفِكَ مِنْ غَيْرِ غُبَارٍ، وَأَنْتَ فِي حَالِكَ هٰذَا الْيَوْمَ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَبَّادٍ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؟ قُلْتُ : هَاتِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ، فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا، إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللّٰهُ عَنْهُ أَكْثَرُ»، قَالَ : وَقَرَأَ {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

ضعيف الإسناد.

৩২৫২। মুররা গোত্রের কোন এক লোক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি কূফায় পৌঁছে বিলাল ইবনু আবূ বুরদা প্রসঙ্গে অবহিত হলাম। আমি বললাম, তাঁর এ শোকাভূত অবস্থাতে অবশ্যই কোন শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তারপর আমি তার নিকটে আসলাম এবং তিনি ছিলেন তার নিজ তৈরী ঘরে বন্দি। তার সমস্ত মালসামান মারপিট ও নির্যাতনের ফলে পরিবর্তিত (উলোট-পালোট) হয়ে আছে। তার পরনের পোশাক ছিল ছিন্নভিন্ন। আমি বললাম, 'আলহামদু লিল্লাহ', হে বিলাল! আমি তোমাকে দেখেছি যে, তুমি আমাদের সামনে দিয়ে ধুলোবালি না থাকা সত্ত্বেও নাক চেপে চলে যেতে। আর আজ তোমার এ অসহায় অবস্থা! সে বলল, আপনি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, মুররা ইবনু আব্বাদ গোত্রের। এবার তিনি বললেন, আমি কি আপনার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব না, যার দ্বারা আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উপকৃত করবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ শুনাও সে হাদীস। তিনি বললেন, আবূ বুরদা তাঁর পিতা আবূ মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীস আমার নিকটে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বান্দার উপর ছোট-বড় যে কোন মুসিবতই আসে তা তার

পাপের জন্যই আসে। আর আল্লাহ তা'আলা অনেক পাপই মাফ করে দেন। তিনি বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "আর যেসব বিপদ-আপদ তোমাদের উপর আপতিত হয়, তা তো তোমাদের স্বহস্তার্জিত কর্মেরই কারণে এবং অনেক পাপ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।" (সূরাঃ আশ-শূরা– ৩০) **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদসূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٤٦) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ সূরা আদ-দুখান

٣٢٥٥. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ، إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ : بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ، بَكَيَا عَلَيْهِ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ- عَزَّوَجَلَّ : {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ}». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٤٤٩١›.**

৩২৫৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই উর্ধ্ব জগতে দু'টি দরজা আছে। একটি দরজা দিয়ে তার আমল উপরে উঠে যায় এবং অপরটি দিয়ে তার রিযিক নেমে আসে। তারপর সে যখন মারা যায় তখন দরজা দু'টি তার জন্য কাঁদে। এই পর্যায়ে আল্লাহ বলেন ঃ "আসমান-যমিনে কেউ তাদের জন্য কাঁদেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি" (সূরাঃ আদ-দুখান– ২৯)। **যঈফ, যঈফা (৪৪৯১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদেই এ হাদীস মারফূ হিসেবে জেনেছি। মূসা ইবনু উবাইদা ও ইয়াযীদ ইবনু আবান আর-রাকাশী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٤٧) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَحْقَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ সূরা আল-আহ্কাফ

٣٢٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُحَيَّاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ : لَمَّا أُرِيْدَ عُثْمَانُ، جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ : جِئْتُ فِيْ نَصْرِكَ، قَالَ : اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ، فَاطْرُدْهُمْ عَنِّيْ، فَإِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِيْ مِنْكَ دَاخِلٌ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ كَانَ اسْمِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلَانٌ، فَسَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ، وَنَزَلَ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ، نَزَلَتْ فِيَّ {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ}، وَنَزَلَتْ فِيَّ {قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}، إِنَّ لِلّٰهِ سَيْفًا مَغْمُوْدًا عَنْكُمْ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، الَّذِيْ نَزَلَ فِيْهِ نَبِيُّكُمْ، فَاللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ، أَنْ تَقْتُلُوْهُ، فَوَاللّٰهِ إِنْ قَتَلْتُمُوْهُ، لَتَطْرُدُنَّ جِيْرَانَكُمُ الْمَلَائِكَةَ، وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللّٰهِ الْمَغْمُوْدَ عَنْكُمْ، فَلَا يُغْمَدُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ : فَقَالُوْا : اقْتُلُوا الْيَهُوْدِيَّ، وَاقْتُلُوْا عُثْمَانَ.

ضعيف الإسناد.

৩২৫৬। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)-এর ভাতিজা বলেন ঃ লোকেরা যখন উসমান (রাঃ)-কে (খুনের) ইচ্ছা করল তখন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) তার নিকটে আসলেন। উসমান (রাঃ) বললেন, আপনি

٣٢٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- : هَلْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلٰكِنْ قَدِ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا : اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، مَا فُعِلَ بِهِ؟! فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا- أَوْ كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ-، إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ : فَذَكَرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ : «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ»، فَانْطَلَقَ، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ- قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ، فَقَالَ : «كُلُّ عَظْمٍ يُذْكَرُ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ، عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ». **صحيح** : دون جملة «اسم الله» و «علف لدوابكم» : «الضعيفة» (١٠٣٨).

৩২৫৮। আলকামা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, জিনের রাতে আপনাদের কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না। তবে তিনি মক্কাতে থাকার সময় এক রাতে আমাদের হতে হারিয়ে গেলেন। আমরা বলাবলি করলাম, কেউ তাঁকে অপহরণ করেছে অথবা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, এরকম কিছু করা হয়েছে। আমরা খুবই অশান্তিতে রাত কাটালাম। তারপর খুব ভোরে হঠাৎ দেখলাম তিনি হেরা পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন ঃ তাঁর নিকটে সকলে বিগত রাতের অস্থিরতার কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট জিনদের এক প্রতিনিধি এসেছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে

٣٢٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- : هَلْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلٰكِنْ قَدِ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا : اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، مَا فُعِلَ بِهِ؟! فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا- أَوْ كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ-، إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيْءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، قَالَ : فَذَكَرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ : «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ»، فَانْطَلَقَ، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ- قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ، فَقَالَ : «كُلُّ عَظْمٍ يُذْكَرُ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ، عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ». **صحيح : دون جملة «اسم الله» و «علف لدوابكم» : «الضعيفة» (١٠٣٨).**

৩২৫৮। আলকামা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, জিনের রাতে আপনাদের কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না। তবে তিনি মক্কাতে থাকার সময় এক রাতে আমাদের হতে হারিয়ে গেলেন। আমরা বলাবলি করলাম, কেউ তাঁকে অপহরণ করেছে অথবা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, এরকম কিছু করা হয়েছে। আমরা খুবই অশান্তিতে রাত কাটালাম। তারপর খুব ভোরে হঠাৎ দেখলাম তিনি হেরা পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন ঃ তাঁর নিকটে সকলে বিগত রাতের অস্থিরতার কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট জিনদের এক প্রতিনিধি এসেছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে

কুরআন পাঠ করেছি। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রমাণ ও আগুনের চিহ্ন দেখান। শাবী (রাহঃ) বলেন ঃ জিনেরা তার নিকটে তাদের খাবার চাইল। তারা ছিল কোন এক উপদ্বীপের অধিবাসী। তিনি তাদের বলেন ঃ যে সব হাড়ে আল্লাহ্ তা'আলার নাম নেয়া হয়নি সেগুলো তোমাদের হাতে আসার সাথে সাথে গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে তা গোশতে পূর্ণ ছিল। আর সব রকমের বিষ্ঠা ও গোবর তোমাদের পশুর খাদ্য। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বললেন ঃ তোমরা এগুলো ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করবে না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য। **যে হাড়ে "আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি" এবং "তোমাদের পশুর খাদ্য" এই শব্দ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। যঈফা (১০৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٩) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ সূরা আল-ফাত্‌হ

٣٢٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ»، ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوْا : هَنِيْئًا مَرِيْئًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} حَتَّى بَلَغَ {فَوْزًا عَظِيْمًا}. **صحيح الإسناد : خ**

‹٤٧١٢›، لكن جعل قوله : «فقالوا : هنيئاً....» إلخ من رواية عكرمة مرسلاً : م‹١٧٦/٥› أنس دون هذه الزيادة، فهي شاذة.

৩২৬৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "যেন আল্লাহ তা'আলা তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ভুলসমূহ মাফ করেন" (সূরাঃ আল-ফাতহ– ২), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকটে দুনিয়ার সব কিছুর হতে বেশি প্রিয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সামনে আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুবারাকবাদ! এটি আপনার জন্য সুসময়। আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হবে, তাতো আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে? তখন তার উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তা এজন্য যে, তিনি ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। এটাই আল্লাহ তা'আলার সমীপে মহা সাফল্য।" (সূরাঃ আল-ফাতহ্– ৫) **সনদ সহীহ, বুখারী (৪৭১২) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুবারকবাদ.... এই অংশটুকু মুরসাল, মুসলিম (৫/১৭৬) আনাস হতে ঐ অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত, উহা শাজ।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ এ অনুচ্ছেদে মুজাম্মি ইবনু জারিয়া (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الطُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ সূরা আত-তূর

٣٢٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : {إِدْبَارَ النُّجُوْمِ} : الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ {إِدْبَارَ السُّجُوْدِ} : الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ». **ضعيف : «الضعيفة» (٢١٧٧).**

৩২৭৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নক্ষত্রের অস্তগমন" (সূরাঃ আত-তূর– ৪০) অর্থ ফজরের ফরয নামাযের আগেকার দুই রাক'আত এবং "নামাযের পর" (সূরাঃ ক্বাফ– ৪০) অর্থ মাগরিবের ফরযের পর দুই রাক'আত সুন্নাত নামায। **যঈফ, যঈফা (২১৭৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল হতে রিশদীন ইবনু কুরাইব (রহঃ) সূত্রে এ হাদীস মারফূ হিসেবে জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলের নিকট মুহাম্মাদ ও রিশদীন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম যে, তাদের মধ্যে কে বেশি নির্ভরযোগ্য ? তিনি বলেন ঃ তারা দু'জনই সমান, তবে আমার নিকট মুহাম্মাদ শ্রেষ্ঠ। আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমানের নিকট আমি একথাটি জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ তারা উভয়ে সমান, তবে আমার মতে রিশদীন উল্লেখযোগ্য। রিশদীন ইবনু আব্বাসের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

٥٤) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ {وَالنَّجْمِ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সূরা আন-নাজ্‌ম

٣٢٧٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؟ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعْبٌ : إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ، قَالَ مَسْرُوقٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ، قَفَّ لَهُ شَعْرِي! قُلْتُ : رُوَيْدًا، ثُمَّ قَرَأْتُ {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى}؟! فَقَالَتْ : أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ؟! إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ، أَوْ يَعْلَمُ

الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللهُ- تَعَالَى : {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ}، فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ، وَلٰكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ، لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ، لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ، قَدْسَدَّ الأُفُقَ. **ضعيف الإسناد، ورواه ق مختصراً دون قصة ابن عباس مع كعب.**

৩২৭৮। আশ-শাবী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরাফাতের মায়দানে কা'ব (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে একটি কথা (আল্লাহ তা'আলার দেখা প্রসঙ্গে) জিজ্ঞেস করেন। এতে তিনি এত উচ্চ স্বরে তাকবীর ধ্বনি দিলেন যে, পাহাড় পর্যন্ত উচ্চ গম্ভীর আওয়াজ করে উঠল (প্রতিশব্দ ভেসে এলো)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমরা হাশিম গোত্রীয়। কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীদার (দর্শন) ও কালাম (সরাসরি সংলাপ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মূসা আলাইহিস সালামের মাঝে বাটোয়ারা করেছেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে দু'বার কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার তাঁর দেখা পেয়েছেন। মাসরূক (রহঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে আমি আইশা (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন ? তিনি বললেন ঃ তুমি এমন একটি বিষয়ে কথা বললে যার ফলে আমার শরীরের লোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেছে। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। তারপর আমি এ আয়াত তিলাওয়াত করলাম ঃ "তিনি তো স্বীয় রবের মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন। (সূরাঃ আন-নাজ্ম- ১৮)। তিনি বললেন ঃ তোমার বুদ্ধি তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে! তিনি হলেন জিবরাঈল (যাকে তিনি দেখেছেন)। যে ব্যক্তি তোমাকে বলেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন বা এমন কোন বিষয় তিনি লুকায়িত করেছেন যার (প্রচারের) হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছে অথবা সেই পাঁচটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আছে, যে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "কিয়ামাতের

জ্ঞান শুধু আল্লাহ তা'আলার নিকট আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন.... " (সূরাঃ লুকমান– ৩৪), তাহলে সে একটি সাংঘাতিক অসত্য রটনা করেছে। বরং তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে তার আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন ঃ একবার সিদরাতুল মুন্তাহার সামনে, আর একবার জিয়াদ নামক জায়গায় (মক্কার একটি জায়গা)। তাঁর ছয় শত ডানা আকাশের দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল। **সনদ দুর্বল, হাদীসটি কা'ব ইবনু আব্বাসের ঘটনা ব্যতীত নাসাঈ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।**

আবূ ঈসা বলেন, দাঊদ ইবনু আবূ হিন্দ (রহঃ) শাবী হতে তিনি মাসরূক হতে তিনি আইশা (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। দাঊদের রিওয়ায়াত মুজালিদের রিওয়ায়াতের তুলনায় সংক্ষিপ্ততর।

٣٢٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْبَصْرِيُّ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قُلْتُ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ}؟! قَالَ : وَيْحَكَ، ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، وَقَالَ : أُرِيَهُ مَرَّتَيْنِ. **ضعيف : «ظلال الجنة» (١٩٠/٤٣٧).**

৩২৭৯। ইকরিমা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন। আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি যে, "চোখের দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কিন্তু তিনি পরিবেষ্টন করেন সকল দৃষ্টি" (সূরাঃ আল-আনআম– ১০৩) ? তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! তা তো সেই অবস্থায় যখন তিনি তাঁর সত্তাগত নূরে আলোকিত হবেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রভুকে দু'বার দেখেছেন।

যঈফ, যিলালুল জুন্নাহ্ (১৯০/৪৩৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٥٦) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْوَاقِعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ সূরা আল-ওয়াকিআ

٣٢٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِهِ : {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ}، قَالَ : «ارْتِفَاعُهَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَسِيرَةُ مَا بَيْنَهُمَا، خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ». **ضعيف** : «التعليق الرغيب» (٤/٢٦٢).

৩২৯৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী "উঁচু উঁচু বিছানা" (সূরাঃ আল-ওয়াক্বিয়াহ- ৩৪) প্রসঙ্গে বলেনঃ এই বিছানার উচ্চতা আসমান-যমীনের মাঝের উচ্চতার সমান এবং এতদুভয়ের মাঝের দূরত্ব পাঁচ শত বছর চলার রাস্তার সমান। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৪/২৬২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু রিশদীনের রিওয়ায়াত হিসাবে-এ হাদীস জেনেছি।

٣٢٩٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}، قَالَ : «شُكْرَكُمْ، تَقُولُونَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا». **ضعيف الإسناد**.

৩২৯৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এ বাণী ঃ "আর তোমরা মিথ্যা

বলাকে তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ" (সূরাঃ আল-ওয়াক্বিয়াহ- ৮২) প্রসঙ্গে বলেন ঃ তোমাদের কৃতজ্ঞতা হল এই যে, তোমরা বলে থাক ঃ অমুক অমুক তারকার উসীলায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র ইসরাঈলের সূত্রেই এ হাদীসটি মারফূরূপে জেনেছি। সুফিয়ান এ হাদীস আবদুল আলা হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ হিসেবে নয়।

٣٢٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ : {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً}، قَالَ : «إِنَّ مِنَ الْمُنْشَآتِ، اللاَّئِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمْشًا رُمْصًا».

ضعيف الإسناد.

৩২৯৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী, "আমি তাদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি" (সূরাঃ আল-ওয়াক্বিয়াহ- ৩৫) প্রসঙ্গে বলেন ঃ যে সব নারী পৃথিবীতে বৃদ্ধা, ছানি পড়া চোখ বা দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন তারা (জান্নাতে) বাড়ন্ত বয়সের তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু মূসা ইবনু উবাইদার রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস মারফু হিসেবে জেনেছি। মূসা ইবনু উবাইদা ও ইয়াযীদ ইবনু আবান আর-রাকাশী উভয়ে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে সমালোচিত।

٥٧) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَدِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ সূরা আল-হাদীদ

٣٢٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالُوا

: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَ الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَيْنَمَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ، إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا هٰذَا؟»، فَقَالُوا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «هٰذَا الْعَنَانُ، هٰذِهِ رَوَايَا الْأَرْضِ، يَسُوقُهُ اللّٰهُ- تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ». قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ؟»، قَالُوْا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ، سَقْفٌ مَحْفُوظٌ، وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ»، ثُمَّ قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟»، قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ " «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»، ثُمَّ قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ؟»، قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ سَمَاءَيْنِ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»، حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَائَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ؟»، قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ الْعَرْشَ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ؟»، قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّهَا الْأَرْضُ»، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذٰلِكَ؟»، قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرَى، بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»، حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَ أَرَضِيْنَ، بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ رَجُلًا بِحَبْلٍ إِلَى

الْأَرْضِ السُّفْلَى، لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ»، ثُمَّ قَرَأَ {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. **ضعيف : «ظلال الجنة» (٥٧٨).**

৩৬৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ এক সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাদের উপর মেঘরাশি প্রকাশিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা জান এটা কি? তারা বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হল যমিনের পানিবাহী উট। আল্লাহ তা'আলা একে এমন জাতির দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা তাঁর কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না এবং তাঁর কাছে মুনাজাতও করে না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের উপরে কি আছে তা জান? তারা বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা হল সুউচ্চ আকাশ, সুরক্ষিত ছাদ এবং আটকানো তরঙ্গ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের এবং এর মাঝে কতটুকু ব্যবধান তা তোমাদের জানা আছে কি? তারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ও এর মাঝে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এর উপরে কি আছে তা তোমরা জান কি ? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ এর উপরে দুইটি আকাশ আছে যার মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব, এমনকি তিনি সাতটি আকাশ গণনা করেন এবং বলেন ঃ প্রতি দু'টি আকাশের মাঝে পার্থক্য আকাশ ও যমিনের ব্যবধানের সমপরিমাণ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান ? তারা বললেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন । তিনি বললেন ঃ এগুলোর উপরে আছে (আল্লাহর) আরশ। আরশ ও আকাশের মাঝের পার্থক্য দুই আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের নিচে কি আছে ? তারা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ উহা হল যমিন, তারপর আবার বললেন, তোমরা কি জান

এর নিচে কি আছে? তারা বলল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এর নিচে আরো এক ধাপ যমিন আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব। তারপর সাত স্তর যমিন গুণে বলেন ঃ প্রতি দুই স্তরের মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব বর্তমান। তিনি আবার বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তোমরা যদি একটি রশি নিম্নতম যমিনের দিকে ছেড়ে দাও তাহলে তা আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশেষ পরিজ্ঞাত" (সূরাঃ আল-হাদীদ– ৩) ।**যঈফ, যিলালুল জুন্নাহ্, (৫৭৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীব। আইউব, ইউনুস ইবনু উবাইদ ও আলী ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন, আল-হাসান আল-বাসরী (রহঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে সরাসরি কিছু শুনেননি। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম উক্ত হাদীসের (আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে) ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উক্ত রশি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বত্র বিস্তৃত। তিনি তাঁর আরশে উপবিষ্ট, যেমন তিনি তাঁর পাক কালামে বলেছেন।

৫৯) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ সূরা আল-মুজাদালা

٣٣٠٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}، قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : «مَا تَرَى، دِينَارًا؟»، قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ : «فَنِصْفُ دِينَارٍ؟»، قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ : «فَكَمْ؟»،

قُلْتُ : شَعِيْرَةٌ، قَالَ : «إِنَّكَ لَزَهِيْدٌ»، قَالَ : فَنَزَلَتْ {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} الْآيَةَ، قَالَ : فَبِي خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

ضعيف الإسناد.

৩৩০০। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলার ইচ্ছা করলে তার পূর্বে সদাকা দেবে" (সূরাঃ আল-মুজাদালাহ–১২), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ এক দীনার নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তোমার কি মত ? আমি বললাম, লোকদের সামর্থ্যে কুলাবে না। তিনি বললেন ঃ তাহলে অর্ধ দীনার ? আমি বললাম, তাও তাদের সামর্থ্যে কুলাবে না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কত নির্দ্ধারণ করা যায় ? আমি বললাম, এক বার্লির দানা পরিমাণ (সোনা)। তিনি বললেন ঃ তুমি খুব কম নির্দ্ধারণকারী। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর" (সূরাঃ আল-মুজাদালাহ– ১৩) ? আলী (রাঃ) বলেন, আমার কারণে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের জন্য বিধানটি হালকা (বাতিল) করেন। **সনদ দুর্বল**

٦١. بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُمْتَحِنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ সূরা আল-মুমতাহিনা

٣٣٠٨. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: «إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ»، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبِيَّ

ﷺ لِتُسْلِمَ: حَلَّفَهَا بِاللهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ بُغْضِ زَوْجِي، مَا خَرَجْتُ إِلَّا حُبًّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ. **ضعيف منقطع: «إتحاف الخيرة المهرة» ‹١٧٤/٨›.**

৩৩০৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিযরাত করে এলে তোমরা তাদের পরীক্ষা কর" (সূরাঃ আল-মুমতাহানাহ– ১০) শীর্ষক আল্লাহ্‌র বাণী প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ কোন স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলে তিনি তাকে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করাতেন ঃ আমি আমার স্বামীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে চলে আসিনি, আমি শুধু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসায় জাগ্রত হয়েই চলে এসেছি। **যঈফ, বিচ্ছিন্ন, ইতহাফুল খাইরাহ আল মাহরাহ (৮/১৭৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٦٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُنَافِقِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ সূরা আল-মুনাফিকূন

٣٣١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ، أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيْهِ الزَّكَاةُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! اتَّقِ اللّٰهَ، إِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ، قَالَ : سَأَتْلُوْ عَلَيْكَ بِذٰلِكَ قُرْآنًا : {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ. وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إِلَى قَوْلِهِ : {وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ}، قَالَ : فَمَا يُوْجِبُ الزَّكَاةَ؟

قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، قَالَ : فَمَا يُوْجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالْبَعِيْرُ. **ضعيف الإسناد.**

৩৩১৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যার নিকটে তার রবের (প্রতিপালকের) ঘর (কা'বা) যিয়ারাতের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে অথচ হাজ্জ করে না, অথবা এতটা সম্পদ আছে যাতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কিন্তু যাকাত আদায় করে না, সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে আবার ফিরে আসার আরজ করবে। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে ইবনু আব্বাস! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করুন, দুনিয়াতে ফিরে আসার আর্জি তো শুধু কাফিররাই করবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি এখনই তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছি ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফিল না করে, যারা গাফিল হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা হতে খরচ কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় (মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে তুমি আরো কিছুকালের জন্য ছাড় দিলে আমি দান-খাইরাত করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু যখন কারো নির্দ্ধারিতকাল (মৃত্যু) চলে আসবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে কিছুই ছাড় দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা'আলা সে প্রসঙ্গে পূর্ণ অবগত" (সূরাঃ আল-মুনাফিকূন– ৯-১১)। লোকটি বলল, কি পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় ? তিনি বললেন, দুই শত দিরহাম বা ততোধিক মালে। সে বলল, কিসে হাজ্জ ওয়াজিব হয় ? তিনি বললেন ঃ পাথেয় ও যানবাহন থাকলে। **সনদ দুর্বল**

আবদু ইবনু হুমাইদ-আবদুর রায্যাক হতে তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ হাইয়্যা হতে তিনি দাহ্হাক হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। ইবনু উয়াইনা প্রমুখ এ হাদীস আবূ জানাব হতে তিনি দাহ্হাক হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে

তার বিবৃতরূপে একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। আবদুর রায্যাকের রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি (মাওকূফ বর্ণনাটি) অনেক বেশি সহীহ। আবূ জানাবের নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ হাইয়্যা এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে তেমন মজবুত নন

٦٨) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَاقَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ সূরা আল-হাক্কা

٣٣٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرَةَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، زَعَمَ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيهِمْ، إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ، فَنَظَرُوْا إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هَلْ تَدْرُوْنَ مَا اسْمُ هٰذِهِ؟»، قَالُوا : نَعَمْ، هٰذَا السَّحَابُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَالْمُزْنُ»، قَالُوا : وَالْمُزْنُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَالْعَنَانُ؟»، قَالُوا : وَالْعَنَانُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هَلْ تَدْرُوْنَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟»، فَقَالُوا : لَا وَاللّٰهِ مَا نَدْرِيْ، قَالَ : «فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا- إِمَّا وَاحِدَةٌ، وَإِمَّا اثْنَتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ وَّسَبْعُوْنَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذٰلِكَ»، حَتّٰى عَدَّدَهُنَّ، سَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ : «فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ، بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ، مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوقَ ظُهُوْرِهِنَّ

الْعَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ، مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ». ضعيف : «ابن ماجه» (١٩٣).

৩৩২০। আল-আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদল লোকের সাথে আল-বাতহা নামক কংকরময় জায়গায় বসা ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বসা ছিলেন। তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে এক খণ্ড মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। তারা সে দিকে তাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এর নাম জান কি? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, এক খণ্ড মেঘ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল-মুযনু। সাহাবাগণ বললেন, আল-মুযনু? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আনান (মেঘ)-ও। তারা বলল ঃ আল-আনান। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি জান, আকাশ ও যমিনের মাঝের ব্যবধান কত ? তারা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা জানি না। তিনি বললেন ঃ এতদুভয়ের মধ্যে একাত্তর বা বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের দূরত্ব। এক আকাশের উপর অপর যে আকাশ রয়েছে তার ব্যবধানও অনুরূপ। এভাবে তিনি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত দূরত্বের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি বললেন ঃ সপ্তম আকাশের উপর একটি সমুদ্র আছে, যার উপর ও তলদেশের মধ্যকার দূরত্ব (গভীরতা) এক আকাশ থেকে অপর আকাশের দূরত্বের সমান। আর এই সমুদ্রের উপর বন্য ছাগল অনুরূপ আটজন ফেরেশতা আছেন, যাদের পদতল ও হাঁটুর মধ্যবর্তী ব্যবধান এক আকাশ থেকে অপর আকাশের ব্যবধানের সমান। এদের পিঠের উপর আল্লাহর 'আরশ' অবস্থিত, যার উপরিভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার দূরত্ব (উচ্চতা) এক আকাশ হতে অপর আকাশের দূরত্বের সমান। আল্লাহ তার উপর (উপবিষ্ট)। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৯৩)**

আবদু ইবনু হুমাইদ (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান কি হাজ্জে যাবেন না (অবশ্য যাবেন), যাতে তার নিকট আমরা এ হাদীস শুনতে পারি। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি

হাসান গারীব। ওয়ালীদ ইবনু আবূ সাওর (রহঃ) সিমাকের সূত্রে এ হাদীস মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শারীক এ হাদীসের অংশবিশেষ সিমাকের সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, মারফূরূপে নয়। রাবী আব্দুর রহমান হলেন, ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ আল-রাবী।

٣٣٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ وَالِدِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيِّ- وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ- رَحِمَهُ اللّٰهُ- أَخْبَرَهُ- كَذَا قَالَ: أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا- بِبُخَارَىٰ- عَلَىٰ بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَيَقُولُ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ. **ضعيف الإسناد.**

৩৩২১। ইয়াহইয়া ইবনু মূসা-আবদুর রহমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ আর-রাযী-তার পিতার সূত্রে বলেন ঃ আমি বুখারায় এক ব্যক্তিকে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের পিঠে বসা দেখলাম। তিনি বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ পাগড়ী পরিয়ে দিয়েছেন। **সনদ দুর্বল**

٦٩) بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ {سَأَلَ سَائِلٌ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ সূরা সাআলা সাইল (আল-মাআরিজ)

٣٣٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي قَوْلِهِ: {كَالْمُهْلِ}، قَالَ: «كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَىٰ وَجْهِهِ، سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ». **ضعيف : ومضى برقم ‹٢٧٠٧›.**

৩৩২২। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী "কালমুহ্লি" (বিগলিত ধাতুর মত)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ অর্থাৎ (যাইতূন) তেলের গাদের মত হয়ে যাবে। কাফির ব্যক্তি তা মুখের নিকটে আনামাত্র তার মুখের চামড়া তাতে (গাদের মধ্যে) খসে পড়ে যাবে। **যঈফ, পূর্বের ২৭০৭ নং হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু রিশদীন ইবনু সা'দের রিওয়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি।

٧١) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُدَّثِّرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির

٣٣٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «الصَّعُوْدُ، جَبَلٌ مِنْ نَارٍ، يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، ثُمَّ يَهْوِيْ بِهِ كَذٰلِكَ فِيْهِ أَبَدًا». **ضعيف ومضى برقم ‹٢٧٠٢›.**

৩৩২৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাঊদ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। জাহান্নামীরা সত্তর বছর ধরে তার চূড়ায় আরোহণ করবে এবং তারপর সেখান থেকে সত্তর বছরে গড়িয়ে পড়বে। এভাবে তারা তাতে চিরকাল ধরে উঠবে ও নামবে। **যঈফ, ২৭০২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু ইবনু লাহীআর হাদীস হিসেবে এটিকে মারফূ হিসেবে জেনেছি। আর এ হাদীসের মতই আতিয়া আবূ সাঈদ (রাঃ) সূত্রেও মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত আছে।

٣٣٢٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِأُنَاسٍ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالُوا : لاَ نَدْرِي، حَتَّىٰ نَسْأَلَ نَبِيَّنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! غُلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ، قَالَ : «وَبِمَا غُلِبُوا؟»، قَالَ : سَأَلَهُمْ يَهُودُ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ : «فَمَا قَالُوا؟»، قَالَ : قَالُوا : لاَ نَدْرِي، حَتَّىٰ نَسْأَلَ نَبِيَّنَا، قَالَ : «أَفَغُلِبَ قَوْمٌ سُئِلُوا عَمَّا لاَ يَعْلَمُونَ، فَقَالُوا : لاَ نَعْلَمُ حَتَّىٰ نَسْأَلَ نَبِيَّنَا؟! لٰكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالُوا : {أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً}! عَلَيَّ بِأَعْدَاءِ اللّٰهِ، إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ الدَّرْمَكُ، فَلَمَّا جَاءُوا، قَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ! كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا- فِي مَرَّةٍ عَشَرَةٌ، وَفِي مَرَّةٍ تِسْعَةٌ، قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟»، قَالَ : فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالُوا : خُبْزَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٣٣٤٨› ولـ ‹م٨/١٩١› عن أبي سعيد، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد : «ما تربة الجنة؟»، قال : درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم! قال : «صدقت».**

৩৩২৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর নিকটে প্রশ্ন করল, জাহান্নামের দারোগার সংখ্যা কত তা কি তোমাদের নাবী জানেন ? তারা বললেন ঃ আমরা তা তাঁর নিকটে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারি না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল ঃ হে মুহাম্মাদ ! আজ আপনার সঙ্গীরা হেরে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

কেন তারা হেরে গেছে ? সে বলল, ইয়াহূদীরা তাদের নিকটে প্রশ্ন করেছিল, তোমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জানেন জাহান্নামের দারোগার সংখ্যা কত ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা কি জবাব দিয়েছে ? সে বলল ঃ তারা বলেছে, আমরা আমাদের নাবীকে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই জাতি কি হেরে যায়, যাদের কাছে এমন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় যা তারা জানে না, তারপর তারা বলে, এ ব্যাপারে আমাদের নাবীর নিকটে জিজ্ঞেস না করে আমরা বলতে পারি না? বরং ইয়াহূদীরা তো তাদের নাবীর কাছে অযাচিত আবদার ধরেছিল, "আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখান"। আল্লাহ্ তা'আলার শত্রুদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি আল্লাহ্র এই শত্রুদেরকে জান্নাতের মাটি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করব। আর তা হল ময়দা। তারপর ইয়াহূদীরা এসে বলল, হে আবুল কাসিম! জাহান্নামের দারোগার সংখ্যা কত? তিনি বললেন ঃ এত এতজন (এক হাতের আঙ্গুলের ইশারায়) দশজন এবং (অপর হাতের ইশারায়) নয়জন। তারা বলল, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ জান্নাতের মাটি কিসের? রাবী বলেন, তারা কিছু সময় চুপ থাকার পর বলল, হে আবুল কাসিম! তা হল রুটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ময়দার রুটি। **যঈফ, যঈফা (৩৩৪৮), মুসলিম (৮/১৯১)। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু সাঈদকে বললেন ঃ জান্নাতের মাটি কেমন ? তিনি বললেন ঃ সাদা ময়দা মিসকের মত সুগন্ধি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সত্য বলেছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র এই সনদে মুজালিদের রিওয়ায়াত হিসেবে জেনেছি।

٣٣٢٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُطَعِيُّ- وَهُوَ أَخُو حَزْمِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ-، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ

فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ : {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ}، قَالَ : «قَالَ اللهُ- عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا أَهْلُ أَنْ أُتَّقَى، فَمَنِ اتَّقَانِي، فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلٰهًا، فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ». **ضعيف : «ابن ماجه» (٤٢٩٩).**

৩৩২৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তিনিই সেই সত্তা যাকে ভয় করা উচিত। আর তিনিই বান্দার পাপ মার্জনা করার অধিকারী" (সূরাঃ আল-মুদ্দাচ্ছির- ৫৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আমিই কেবল মাত্র (বান্দার জন্য) ভয়ের যোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে, আমার সাথে কাউকে অংশীদার স্থির করে না, তাকে মাফ করার যথার্থ অধিকারী আমিই। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪২৯৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে সুহাইল তেমন মজবুত রাবী নন। সাবিত হতে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একাকী।

٧٢) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ সূরা আল-কিয়ামা

٣٣٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ- عَزَّوَجَلَّ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : {وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}. **ضعيف : «الضعيفة» (١٩٨٥).**

৩৩৩০। সুওয়াইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি

ইবনু উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতীর উদ্যানসমূহ, বিবিগণ, চাকরগণ এবং খাট-পালংকসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের রাস্তা। তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা দেখতে সৌভাগ্য লাভ করবেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "কিছু মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" (সূরা ঃ আল-ক্বিয়ামাহ– ২২-২৩)।

যঈফ, যঈফা (১৯৮৫)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। একাধিক বর্ণনাকারী ইসরাঈলের সূত্রে হাদীসটি একইভাবে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবদুল মালিক ইবনু আব্‌জার (রাহঃ) সুওয়াইর হতে তিনি (মুজাহিদ) ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে এটিকে তার কথা হিসেবে (মাওকূফ হিসেবে) বর্ণনা করেছেন, মারফূ হিসেবে নয়। আল-আশজাঈ (রাহঃ) সুফিয়ান হতে তিনি সুওয়াইর হতে তিনি মুজাহিদ হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে তার কথারূপে বর্ণনা করেছেন এবং মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবূ ঈসা বলেন, আমাদের জানামতে এ হাদীসের সনদে সুফিয়ান ব্যতীত অন্য কেউ মুজাহিদের উল্লেখ করেননি। সুওয়াইর-এর ডাক নাম আবূ জাহম। আবূ ফাখি তার নাম সাঈদ ইবনু ইলাকা।

٧٩) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ সূরা আল-ফাজর

٣٣٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ {الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}؟ فَقَالَ : «هِيَ الصَّلاَةُ، بَعْضُهَا شَفْعٌ، وَبَعْضُهَا وِتْرٌ». **ضعيف الإسناد.**

৩৩৪২। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোড় ও বেজোড়" (সূরা ঃ আল-ফাজ্‌র-৩) প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ তা নামায, যার (রাক'আত সংখ্যা) কিছু জোড় এবং কিছু বেজোড়। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু কাতাদার রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি। খালিদ ইবনু কাইসও কাতাদা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٤) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ التِّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ সূরা আত-তীন

٣٣٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً بَدَوِيًّا أَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ- يَرْوِيْهِ يَقُوْلُ : «مَنْ قَرَأَ {وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ}، فَقَرَأَ {أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ}، فَلْيَقُلْ : بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ». **ضعيف : «ضعيف أبي داود» (١٥٦).**

৩৩৪৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতূন পাঠ করে সে যেন "আলাইসাল্লাহু বিআহ্‌কামিল হাকিমীন" (আল্লাহ তা'আলা কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন) পাঠের পর বলে ঃ "বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ্-শাহিদীন (হ্যাঁ, অবশ্যই আমিও এ কথার সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত)। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (১৫৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি যে আরব বিদুইন আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তার নাম অপরিচিত।

٨٦) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ সূরা লাইলাতুল কাদ্‌র

٣٣٥٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا بَايَعَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : سَوَّدْتَ وُجُوْهَ الْمُؤْمِنِيْنَ- أَوْ يَا مُسَوِّدَ وُجُوْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ! فَقَالَ : لَا تُؤَنِّبْنِي رَحِمَكَ اللّٰهُ! فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ، فَسَاءَهُ ذٰلِكَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} يَا مُحَمَّدُ! يَعْنِي : نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ، وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةَ : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ}، يَمْلِكُهَا بَعْدَكَ بَنُو أُمَيَّةَ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ الْقَاسِمُ : فَعَدَدْنَاهَا، فَإِذَا هِيَ أَلْفُ شَهْرٍ لَا يَزِيدُ يَوْمٌ وَلَا يَنْقُصُ. **ضعيف الإسناد مضطرب، ومتنه منكر.**

৩৩৫০। ইউসুফ ইবনু সা'দ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন হাসান (রাঃ) মুআবিআ (রাঃ)-এর নিকট বাই'আত গ্রহণের পর তার সামনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আপনি (মুআবিয়ার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে) মু'মিনদের চেহারা কলঙ্কিত করেছেন। এতে তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে অভিযুক্ত করো না। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রাহমাত করুন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বপ্নে) উমাইয়্যা বংশীয়দেরকে তার মিম্বারের উপর দেখানো হয়েছে। বিষয়টি তাঁর নিকট খারাপ লাগে। তখন অবতীর্ণ হয় ঃ "আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার (ঝরণা) দান করেছি" (সূরা ঃ আল-কাওসার– ১) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আমি জান্নাতে তোমাকে কাওসার নামক ঝরণা দান করেছি। আরো অবতীর্ণ হয় ঃ "নিশ্চয় আমি এ কুরআন মহিমান্বিত রাতে অবতীর্ণ

করেছি। আর মাহিমান্বিত রাত প্রসঙ্গে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রাত হাজার মাস হতেও উত্তম" (সূরা ঃ আল-ক্বাদর– ১-৩)। হে মুহাম্মাদ! আপনার পরে বানী উমাইয়্যা অত মাস শাসন করবে। কাসিম (রাহঃ) বলেন ঃ আমরা গণনা করে দেখেছি বানী উমাইয়্যাদের শাসনকাল ছিল পূর্ণ 'এক হাজার মাস', এর এক দিন কম বা বেশি নয়। **সনদ দুর্বল ও অস্থির, মতন মুনকার**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু কাসিম ইবনুল ফাযলের হাদীস হিসেবে এটি জেনেছি। কথিত আছে যে, কাসিম ইবনুল ফাযল (রাহঃ) ইউসুফ ইবনু মাযিনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাসিম ইবনুল ফাযল আল-হুদ্দানী সিকাহ্ রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। ইউসুফ ইবনু সা'দ অপরিচিত ব্যক্তি, আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই একই রকম শব্দে এ হাদীস বর্ণিত পেয়েছি।

٨٨) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ {إِذَا زُلْزِلَتْ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ সূরা ইযা যুলযিলাত (আয-যিল্যাল)

٣٣٥٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ : {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا}، قَالَ : «أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟»، قَالُوْا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ أَخْبَارَهَا، أَنْ تَشْهَدَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، تَقُوْلُ : عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا».

ضعيف الإسناد، ومضى ‹٢٥٤٦›.

৩৩৫৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "সেই দিন দুনিয়া তার যাবতীয় সংবাদ ব্যক্ত করবে" (সূরা ঃ আল-যিলযাল-৪)। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান দুনিয়ার সংবাদ কি? তারা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার সংবাদ হল-তার বুকে প্রত্যেক নর-নারী যা কিছু করেছে সে তার সাক্ষ্য দিবে। সে (দুনিয়া) বলবে, সে তো অমুক অমুক দিন এই এই কাজ করেছে। এটাই হল যমীনের সংবাদ। **সনদ দুর্বল, ২৫৪৬ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান, সহীহ।

٨٩) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ সূরা আল হাকুমুত্-তাকাসুর

٣٣٥٥. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : مَا زِلْنَا نَشُكُّ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ، حَتَّى نَزَلَتْ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}. **ضعيف الإسناد.**

৩৩৫৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা কবরের আযাব প্রসঙ্গে সংশয়ে ছিলাম। সেই প্রেক্ষাপটে সূরা আলহাকুমুত-তাকাসুর অবতীর্ণ হয়। **সনদ দুর্বল**

আবূ কুরাইব কখনো আমর ইবনু আবূ কাইস হতে তিনি ইবনু আবী লাইলা হতে তিনি আল-মিনহাল হতে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনু আবূ কাইস হলেন আর-রাযী এবং আমর ইবনু আবূ কাইস আল-মালাঈ হলেন কূফার বাসিন্দা। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٩٣) بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ সূরা আল-ইখলাস

٣٣٦٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ- هُوَ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : {قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. اللّٰهُ الصَّمَدُ} وَالصَّمَدُ الَّذِيْ {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ}، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُوْلَدُ إِلَّا سَيَمُوْتُ، وَلَا شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُوْرَثُ، وَإِنَّ اللّٰهَ- عَزَّ وَجَلَّ- لَا يَمُوْتُ وَلَا يُوْرَثُ، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيْهٌ، وَلَا عِدْلٌ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. **حسن دون قوله : «والصمد الذي....» : «ظلال الجنة» ‹٦٦٣- التحقيق الثاني›.**

৩৩৬৪। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাদেরকে আপনার রবের বংশপরিচয় দিন। এরই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ ("আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ" এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন)। আর সামাদ (অমুখাপেক্ষী) তিনিই যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেননা যে কারো ঔরসজাত হবে সে মারা যাবে এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুবরণও করবেন না এবং তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও নাই। "এবং তার সমতুল্য কেউ নেই" (সূরা ঃ আল-ইখলাস- ৪)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাঁর কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। "কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়"। **আর সামাদ তিনিই.... এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি হাসান। যিলালুল জুন্নাহ্, তাহকীক ছানী (৬৬৩)**

٣٣٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ آلِهَتَهُمْ، فَقَالُوا : انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، قَالَ : فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهٰذِهِ السُّورَةِ : {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}..... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : عَنْ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ.

ضعيف المصدر نفسه.

৩৩৬৫। আবুল আলিয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দেবতাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করলে তারা বললোঃ আপনি আপনার প্রভুর বংশধারা আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি নিয়ে আসেন...... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ সনদে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। **দুর্বল, প্রাগুক্ত**

সূত্রটি আবূ সা'দের সনদ হতে বিশুদ্ধতর। আর আবূ সা'দের নাম মুহাম্মাদ ইবনু মুইয়াস্সার। আবূ জা'ফর-এর নাম ঈসা, আবুল আ'লিয়াহ্-এর নাম রুফাই। তিনি কৃতদাস ছিলেন, একজন সাবিয়াহ মহিলা তাকে মুক্ত করেন।

٩٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ সূরা আল্-মুআওয়াযাতাইন (ফালাক ও নাস)

٣٣٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ، جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ، فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا، فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ! قَالُوا : يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ : نَعَمْ، الْحَدِيدُ، قَالُوا : يَا

رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ؟ قَالَ : نَعَمْ، النَّارُ، فَقَالُوا : يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : نَعَمْ، الْمَاءُ، قَالُوا : يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ : نَعَمْ، الرِّيْحُ، قَالُوا : يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ، ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ، يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ». **ضعيف : «المشكاة» (١٩٢٣)، «التعليق الرغيب» (٢/٣١).**

৩৩৬৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন দুনিয়া সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে থাকে। তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার উপর স্থাপন করেন। ফলে দুনিয়া শান্ত হয়। পর্বতমালার শক্ত কাঠামোতে ফিরিশতাগণ বিস্মিত হয়ে বলেন ঃ হে প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পর্বতমালা হতেও কঠিন কোন কিছু আছে কি? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হ্যাঁ, লোহা। তারা বললেন ঃ হে রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহা হতেও শক্ত ও মজবুত কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আগুন। তারা বললেন ঃ হে প্রতিপালক! "আগুন হতেও আপনার সৃষ্টির মধ্যে শক্তিমান ও কঠিন অন্য কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, পানি। তারা বললেন ঃ প্রভু হে! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পানি হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, বায়ু। অবশেষে ফিরিশতাগণ বললেন ঃ হে প্রতিপালক! বায়ু হতেও বেশি কঠিন ও শক্তিশালী আপনার সৃষ্টির মধ্যে কিছু আছে কি? আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হ্যাঁ, সেই আদম-সন্তান, যে ডান হাতে দান-খাইরাত করলে তার বাম হাতের কাছে অজানা থাকে। **যঈফ, মিশকাত (১৯২৩), তা'লীকুর রাগীব (২/৩১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস মারফূ হিসেবে জেনেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

٤٥- كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

অধ্যায় ঃ ৪৫ দু'আসমূহ

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ দু'আর ফাযীলাত

٣٣٧١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ». **ضعيف بهذا اللفظ : «الروض النضير» ‹٢/٢٨٩›، «المشكاة» ‹٢٢٣١›.**

৩৩৭১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'আ হল ইবাদাতের মূল বা সার। **এই শব্দে হাদীসটি যঈফ, রাওজুন নাযীর (২/২৮৯), মিশকাত (২২৩১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু ইবনু লাহীআর রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি।

٥) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ (আল্লাহ তা'আলার যিকিরকারীর মর্যাদা)

٣٣٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : «الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتُ»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمِنَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟! قَالَ :

«لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ، حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا، لَكَانَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً». **ضعيف : «التعليق الرغيب»** ‹٢٢٨/٢›.

৩৩৭৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বান্দাদের মধ্যে কে মর্যাদায় সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অধিক পরিমাণে যিকিরকারীগণ। রাবী বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারীর চেয়েও অধিক মর্যাদাশালী? তিনি বললেন ঃ যদি কেউ নিজের তলোয়ার দিয়ে কাফির ও মুশরিকদের উপর এমনভাবে আঘাত হানে যে, তা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং নিজেও রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরকারী বান্দাগণ মর্যাদায় তার চেয়েও উত্তম। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (২/২২৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু দার্রাজের রিওয়ায়াত হিসেবে তা জেনেছি।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ رَفْعِ الْأَيْدِيْ عِنْدَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ দু'আ করার সময় দুই হাত উত্তোলন

٣٣٨٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيْسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. **ضعيف : «المشكاة» ‹٢٢٤٥›، «الإرواء» ‹٤٣٣›.**

৩৩৮৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করার সময় যখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, তিনি তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মর্দন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। **যঈফ, মিশকাত (২২৪৫), ইরওয়া (৪৩৩)**

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আছে ঃ তাঁর মুখমণ্ডলে না মোছা পর্যন্ত হাত দু'খানা তিনি সরিয়ে নিতেন না।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু হাম্মাদ ইবনু ঈসার সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একাকী। উপরন্তু তিনি অতিঅল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী। লোকেরা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হানজালা ইবনু আবূ সুফিয়ান আল-জুমাহী একজন বিশ্বস্ত রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَ إِذَا أَمْسَى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার দু'আ

٣٣٨٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيْ سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ : رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُرْضِيَهُ». **ضعيف** : **«نقد الكتاني» ‹٣٢/٣٤›، «الكلم الطيب» ‹٢٤›، «الضعيفة»** ‹٥٠٢٠›.

৩৩৮৯। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে, 'আল্লাহ তা'আলা আমার রব, ইসলাম আমার দীন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তকরণে

পরিতৃপ্ত আছি", তাকে পরিতৃপ্ত করা আল্লাহ্ তা'আলার করণীয় হয়ে যায়। **যঈফ, নাকদুল কিত্তানী (৩৩/৩৪) আল-কালিমুত-তায়্যিব (২৪), যঈফা (৫০২০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ বিছানাগত হওয়ার সময়ের দু'আ

٣٣٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، -ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ-، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أُوْمِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُوْلِكَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». **ضعيف الإسناد، وقوله : «وبرسولك» مخالف للحديث ‹٣٣٩٤- في «الصحيح»›.**

৩৩৯৫। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন বিছানায় ডান কাতে শুয়ে বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে পুরোপুরিভাবে তোমার নিকট সমর্পন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম, আমার সকল বিষয় তোমার উপর ছেড়ে দিলাম, তোমার থেকে আশ্রয় নেয়ার স্থান তুমি ছাড়া আর কোথাও নেই, আমি তোমার কিতাব ও তোমার রাসূলের উপর ঈমান আনলাম", সে ঐ রাতে মারা গেলে জান্নাতে যাবে। **সনদ দুর্বল। "তোমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম" হাদীসে বর্ণিত এই অংশটুকু সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ (৩৩৯৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ)-এর হাদীস হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

١٧) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (বিছানাগত হয়ে পড়ার দু'আ)

٣٣٩٧. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِيْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ، الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا». **ضعيف : «الكلم الطيب» ‹٣٩›، «التعليق الرغيب» ‹١/٢١١›.**

৩৩৯৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন লোক (শোয়ার জন্য) বিছানাগত হয়ে তিনবার বলে ঃ "আমি আল্লাহ্ আ'আলার নিকট মাফের আবেদন করি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এবং তাঁর নিকট তাওবা করি", আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমতুল্য হয়ে থাকে, যদিও তা গাছের পাতার মত অসংখ্য হয়, যদিও তা টিলার বালিরাশির সমান হয়, যদিও তা দুনিয়ার দিনসমূহের সমসংখ্যক হয়। **যঈফ, আল-কালিমুত তায়্যিব (৩৯), তা'লীকুর রাগীব (১/২১১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াসসাফীর রিওয়ায়াত হিসেবে উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٢٣) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (কাজে অবিচল থাকার প্রার্থনা)

٣٤٠٧. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجَرِيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، قَالَ : صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- فِيْ سَفَرٍ، فَقَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُوْلَ؟ «اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا سَلِيْمًا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٩٥٥›، «الكلم الطيب» ‹٦٥/١٠٤›.**

قَالَ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ، يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ، إِلاَّ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ مَلَكًا، فَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ، حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٢٤٠٥›، «التعليق الرغيب» ‹٢١٠/١›.**

৩৪০৭। বানী হানযালার কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি এক সফরে শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ)-এর সাথী হলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলতে শিখাতেন? "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি কাজে অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ়তা, তোমার দেয়া নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদাত করার যোগ্যতা। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি

সত্যবাদী জিহ্বা ও বিশুদ্ধ অন্তর। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার জানা সকল মন্দ হতে এবং কামনা করি তোমার জানা সকল কল্যাণ। আমি ক্ষমা চাই তোমার জানা সর্বপ্রকারের অপকর্ম হতে। অবশ্যই তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত"। **যঈফ, মিশকাত (৯৫৫), আল-কালি-মুত তায়্যিব (১০৪/৬৫)**

রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলতেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি বিছানাগত হওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের একটি সূরা পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার নিরাপত্তার জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেন। ফলে তার ঘুমভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত কোন ক্ষতিকর জিনিস তার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। **যঈফ, মিশকাত (২৪০৫), তা'লীকুর রাগীব (১/২১০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি আমরা শুধু উক্ত সনদসূত্রে জেনেছি। জুরাইরীর নাম সাঈদ ইবনু ইয়াস আবূ মাসউদ আল-জুরাইরী। আবুল আ'লার নাম ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ রাত্রে ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে পঠিত দু'আ

٣٤١٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : كَانَ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ يُصَلِّيْ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ، وَيُسَبِّحُ مِئَةَ أَلْفِ تَسْبِيْحَةٍ. **ضعيف الإسناد مقطوع.**

৩৪১৫। মাসলামা ইবনু আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উমাইর ইবনু হাণী প্রত্যেকদিন এক হাজার রাক'আত নামায আদায় করতেন এবং এক লক্ষবার তাসবীহ পাঠ করতেন। **সনদ দুর্বল, বিচ্ছিন্ন**

٣٠) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ (রাতে নামায শেষে পাঠ করার দু'আ)

٣٤١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ- هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ، تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللّٰهُمَّ! أَعْطِنِيْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْعَطَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِيْ، وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَمَلِيْ، افْتَقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُوْرِ! وَيَا شَافِيَ الصُّدُوْرِ! كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ، اللّٰهُمَّ! مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِيْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِيْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، فَإِنِّيْ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! اللّٰهُمَّ! ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ! أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ، مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللّٰهُمَّ! اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا

مُضِلِّيْنَ، سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ، وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللّٰهُمَّ! هٰذَا الدُّعَاءُ، وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ، وَهٰذَا الْجُهْدُ، وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللّٰهُمَّ! اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبِيْ، وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ، وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِيْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ، وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ، اللّٰهُمَّ! أَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَأَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ، وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ، وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!».

ضعيف الإسناد.

৩৪১৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায শেষে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হতে রাহমাত ও দয়া আশা করি, এর দ্বারা তুমি আমার মনকে হিদায়াত দান কর, আমার সকল কাজ গুছিয়ে দাও, আমার অগোছাল অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে দাও, আমার অজানা কাজকে সংশোধন করে দাও, আমার উপস্থিতিকে উন্নত কর, আমার কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন করে দাও, সরল-সঠিক পথ আমাকে শিখিয়ে দাও, তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে বাড়িয়ে দাও এবং প্রত্যেক প্রকারের খারাপ হতে আমাকে নির্বিঘ্ন রাখ। হে আল্লাহ! আমাকে ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় দান কর, যার পরে আর যেন কুফরী অবশিষ্ট না থাকে। আর

তুমি আমাকে রাহমাত দান কর যার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমার মহান করুণার অধিকারী হতে পারি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দানের ব্যাপারে সাফল্য চাই, আরো আশা করি শহীদদের মত আতিথেয়তা, সৌভাগ্যবানদের জীবন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য। হে আল্লাহ! আমি আমার প্রয়োজন তোমার নিকটেই পেশ করলাম। আমার বুদ্ধিমত্তা অক্ষম ও ত্রুটিপূর্ণ এবং আমার কর্মতৎপরতা দুর্বল হওয়ায় আমি তোমার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। অতএব আমি তোমার নিকটে আশা করি, হে সকল কাজকর্ম ফায়সালাকারী, বক্ষসমূহের আরোগ্যকারী! আমাকে জাহান্নামের শাস্তি হতে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখ যেমন তুমি দুই সমুদ্রের মিলনকে প্রতিরোধ করে রাখ। তুমি আমাকে ধ্বংসকারী আহ্বান হতে ও কবরের সংকট হতে বিপদমুক্ত রাখ। হে আল্লাহ! আমার ধারণায় যে কল্যাণের কথা আসেনি, আমার ইচ্ছায় ও প্রার্থনা যে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, যে কল্যাণ তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করার শপথ করেছ অথবা তোমার কোন বান্দাকে যে কল্যাণ তুমি দান করবে, হে বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণকারী! তোমার দয়ার উসীলায় আমি সেই কল্যাণ আশা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মহাভীতির (কিয়ামাতের) দিন নিরাপত্তা আশা করি এবং রুকূ-সিজদাকারী, তোমার নৈকট্য লাভকারী ও তোমার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণকারী বান্দাদের সাথে চিরস্থায়ী জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা করি। নিশ্চয় তুমি অধিক দয়ালু ও অনুগ্রহপরায়ণ বন্ধু। তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হিদায়াতকারীদের ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা বিপথগামীও নয় এবং বিপথগামীকারীও নয়, যারা তোমার প্রিয় বান্দাদের সাথে শান্তি স্থাপনকারী এবং তোমার শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী। যে তোমায় ভালোবাসে আমরা তোমার মুহাব্বাতে তাকে ভালোবাসি এবং শত্রুতা বশতঃ যে তোমার বিরোধিতা করে, আমরা তার সাথে শত্রুতা রাখি। হে আল্লাহ! এই আমার আরযি এবং এটা ক্ববূল করা তোমার ইচ্ছাধীন। এই আমার প্রচেষ্টা এবং তোমার উপরই আমার আস্থা। হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে একটি নূর ঢেলে দাও। আমার কবরে নূর দাও, আমার সম্মুখে নূর, আমার পেছনে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর,

আমার নীচে নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে (দৃষ্টিশক্তিতে) নূর, আমার পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর এবং আমার হাড়ে নূর দান কর। হে আল্লাহ! আমার নূরকে বৃদ্ধি কর, আমাকে নূর দান কর এবং আমার জন্য স্থায়ী নূরের ব্যবস্থা কর। তিনিই (আল্লাহ) পবিত্র যিনি সম্মান ও মহত্ত্বের চাদরে আবৃত এবং নিজের জন্য তাকে বিশিষ্ট করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র, যিনি সম্মানের পোষাক পরিহিত এবং মর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তিনিই সুমহান, যিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাসবীহ পড়া উচিত নয়। তিনিই পবিত্র, যিনি সমস্ত দানের ও নিয়ামাতের অধিকারী, যিনি সুমহান ও মর্যাদাবান। পবিত্র তিনি যিনি মহিমাময় ও মহানুভব"। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। ইবনু আবূ লাইলার রিওয়ায়াত হিসেবে আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস এরকম জেনেছি। শুবা ও সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) সালামা ইবনু কুহাইল হতে, তিনি কুরাইব হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন এবং এত দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেননি।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ : مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ বিপদের সময় পাঠের দু'আ

٣٤٣٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدِيْنِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ»، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ، قَالَ : «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ!». **ضعيف جداً : «الكلم الطيب» ‹١١٩/٧٧›.**

৩৪৩৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভয়াবহ বিপদে পড়লে আকাশের দিকে নিজ

মাথা তুলে বলতেন ঃ 'মহান আল্লাহ খুবই পবিত্র"। আর যখন তিনি আকুতি সহকারে দু'আ করতেন তখন বলতেন ঃ "হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী"। **অত্যন্ত দুর্বল, আলকালিমুত্ তায়্যিব (১১৯/৭৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٥٠) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ বজ্রধ্বনি শুনে যে দু'আ পাঠ করতে হবে

٣٤٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ، وَالصَّوَاعِقِ، قَالَ : «اللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ». **ضعيف : «الضعيفة» (١٠٤٢)، «الكلم الطيب» (١١١/١٥٨).**

৩৪৫০। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলো না, তোমার শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করো না, বরং তার আগেই আমাদেরকে মাফ করে দাও"। **যঈফ, যঈফা (১০৪২), আল কালিমুত্ তায়্যিব (১৫৮/১১১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٥٦) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ আহার শেষে যে দু'আ পাঠ করতে হবে

٣٤٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ- قَالَ حَفْصٌ،

عَنِ ابْنِ أَخِيْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، وَقَالَ أَبُوْ خَالِدٍ-، عَنْ مَوْلًى لِأَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٢٨٣›.**

৩৪৫৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খেতেন অথবা কিছু পান করতেন, তখন বলতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে খাবার খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্গত করেছেন"। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২৮৩)**

٦٠) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ (সুবহানাল্লাহ্র ফাযীলাত)

٣٤٦٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، فِيْ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ». **صحيح دون قوله : «يحيي ويميت» : «الكلم الطيب» ‹ص ٢٦- التحقيق الثاني› : ق دون الزيادة.**

৩৪৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক শতবার বলে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই সকল প্রকার প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান", সে দশটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সাওয়াব পায়, এক শত সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয় এবং তার (আমলনামা হতে) এক শত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শাইতান হতে তাকে রক্ষা করা হয় এবং তার চেয়ে উত্তম বস্তু নিয়ে আর কেউ আসবে না, তবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক আমল করে তার কথা আলাদা। **"তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন" এই শব্দ বাদে হাদীসটি সহীহ। আল কালিমুত তায়্যিব তাহকীক ছানী ২৬ পৃঃ**

একই সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে ঃ "যে ব্যক্তি এক শতবার 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" বলে, তার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয় তা সাগরের ফেনারাশির সমপরিমাণ হলেও।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

(٦١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ (সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি-এর ফাযীলাত)

٧٤٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ : «قُولُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِئَةَ مَرَّةٍ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرًا، كُتِبَتْ لَهُ مِئَةً، وَمَنْ قَالَهَا مِئَةً، كُتِبَتْ لَهُ أَلْفًا، وَمَنْ زَادَ، زَادَهُ اللَّهُ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، غَفَرَ لَهُ». ضعيف جداً : «الضعيفة» <٤٠٦٧>.

৩৪৭০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা "সুব্হানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী" এক শতবার বল। যে ব্যক্তি তা একবার বলে তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হয়। যে ব্যক্তি তা দশবার বলে তার এক শত সাওয়াব হয়। আর যে ব্যক্তি তা এক শতবার বলে তার জন্য এক হাজার সাওয়াব লিখা হয় এবং যে ব্যক্তি তা এর চেয়েও বেশি বলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরও অধিক সাওয়াব দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান তিনি তাকে মাফ করেন। **অত্যন্ত দুর্বল, যঈফা (৪০৬৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান ও গারীব।

٦٢) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ (তাসবীহ, তাহ্মীদ, তাহ্লীল ও তাকবীর বলার ফাযীলাত)

٣٤٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حُمْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِئَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِئَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِئَةَ مَرَّةٍ، وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِئَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِئَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِئَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- أَوْ قَالَ : غَزَا مِئَةَ غَزْوَةٍ-، وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِئَةً بِالْغَدَاةِ، وَ مِئَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِئَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِئَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِئَةً بِالْعَشِيِّ، لَمْ يَأْتِ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى بِهِ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْزَادَ عَلَى مَا قَالَ». منكر : «الضعيفة» ‹١٣١٥›، «المشكاة»

(٢٣١٢- التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (١/٢٢٩).

৩৪৭১। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "সবুহানাল্লাহ" বলে সে এক শতবার হাজ্জ আদায়কারীর অনুরূপ। যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলে সে আল্লাহ্ তা'আলার পথে (জিহাদে) এক শত ঘোড়া দানকারীর মত অথবা তিনি বলেছেন ঃ এক শত জিহাদে অংশ গ্রহণকারীর মত। যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে সে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশের এক শত দাস আযাদকারীর মত। আর যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার 'আল্লাহু আকবার" বলে, সেই দিনের মধ্যে তার চেয়ে আর কেউ অধিক কিছু (আমল) উপস্থাপন করতে পারবে না, তবে যে ব্যক্তি তার অনুরূপ সংখ্যায় পড়েছে অথবা তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় পড়েছে সে ছাড়া। **মুনকার, যঈফা (১৩১৫), মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৩১২), তা'লীকুর রাগীব (১/২২৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٤٧٢. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ. **ضعيف الإسناد مقطوع.**

৩৪৭২। যুহ্‌রী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রামাযান মাসের এক তাসবীহ অন্য মাসের হাজার তাসবীহ হতেও বেশি ফাযীলাতপূর্ণ। **সনদ দুর্বল, বিচ্ছিন্ন**

٦٣) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ (যে দু'আ পাঠ করলে চল্লিশ লাখ সাওয়াব হয়)

٣٤٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ». **ضعيف** : «الضعيفة» (٣٦١١).

৩৪৭৩। তামীমুদ-দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশবার বলে, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং একক সত্তা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন বিবি এবং কোন সন্তান, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই", আল্লাহ তা'আলা (তার আমলনামায়) চল্লিশ লক্ষ সাওয়াব লিখে দেন। **যঈফ, যঈফা (৩৬১১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব, এই একটি মাত্র সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। আল-খালীল ইবনু মুর্‌রা হাদীসবেত্তাদের মতে তেমন মজবুত রাবী নন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (আল-বুখারী) (রাহঃ) বলেন, তিনি পরিত্যক্ত রাবী।

٣٤٧٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

: «مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ، إِلاَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» ‹١/١٦٦›.**

৩৪৭৪। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহ্হুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার বলে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান", তার আমলনামায় দশটি সাওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং তার সম্মান দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে ঐ দিন সব রকমের সংকট হতে নিরাপদ থাকবে এবং শাইতানের ধোঁকা হতে তাকে পাহারা দেয়া হবে এবং ঐ দিন শিরকীর গুনাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে সংকটাপন্ন করতে পারবে না।

যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (১/১৬৬)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٦٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ (শারীরিক সুস্থতা কামনা করা)

٣٤٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! عَافِنِيْ فِيْ جَسَدِيْ، وَعَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ». **ضعيف الإسناد.**

৩৪৮০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে দৈহিক সুস্থতা দান কর, আমার দৃষ্টি শক্তির সুস্থতা দান কর এবং উহাকে আমার উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অতি সহনশীল ও দয়ালু। মহান আরশের মালিক আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র। বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণাকারী আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা"। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। তিনি আরও বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, হাবীব ইবনু আবূ সাবিত উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাহঃ) হতে সরাসরি কিছুই শুনেননি।

٧٠) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ (উপকারী দুটি বাক্য)

٣٤٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ : «يَا حُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلٰهًا؟» قَالَ أَبِيْ : سَبْعَةً : سِتَّةً فِي الْأَرْضِ، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ : «فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟» قَالَ : الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ، قَالَ : «يَا حُصَيْنُ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ، عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ»، قَالَ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِيْ، فَقَالَ : «قُلِ : اللّٰهُمَّ! أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ». **ضعيف : «المشكاة» (٢٤٧٦)، التحقيق الثاني.**

৩৪৮৩। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে বললেন ঃ হে হুসাইন! তুমি প্রতিদিন কত উপাস্যের পূজা-আর্চনা কর? আমার পিতা বললেন, সাতজন, ছয়জন এ মাটির দুনিয়াতে এবং একজন আকাশে। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এদের মধ্যে কার থেকে আশা ও ভীতি অনুভব কর? তিনি বললেন, যে আকাশে আছে তার হতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে হুসাইন, আহা! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বাক্য শিখিয়ে দিতাম যা তোমার কল্যাণে আসত। রাবী বলেন ঃ হুসাইন (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে যে দু'টি বাক্য শিখিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, এখন তা আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত নসীব কর এবং আমার নাফসের অনিষ্ট হতে আমাকে বাঁচাও"। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৪৭৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে এ হাদীস অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

۷۳) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ (দাঊদ (আঃ)-এর দু'আ)

٣٤٩٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَائِذُ اللهِ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ : اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ، اللَّهُمَّ! اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ

وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ»، قَالَ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ، قَالَ : «كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ». **ضعيف : إلا قوله في داود : «كان أعبد البشر» فهو عند ‹م› ابن عمر : «الصحيحة» ‹٧٠٧›، «المشكاة» ‹٢٤٩٦- التحقيق الثاني›.**

৩৪৯০। আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাউদ (আঃ)-এর দু'আসমূহের একটি হল এই যে, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা এবং যে তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করি এবং এমন আমল করার সামর্থ্য চাই যা তোমার ভালোবাসা লাভ করা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজের জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও।" রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দাউদ (আঃ)-এর আলোচনা করতেন তখনই তাঁর প্রসঙ্গে বলতেন ঃ তিনি সকল লোকের চাইতে বেশি ইবাদাতকারী ছিলেন। **হাদীসে বর্ণিত, "দাউদ আঃ সমস্তলোকের চাইতে বেশি ইবাদাতকারী ছিলেন" এই অংশটুকু মুসলিমে ইবনু উমার হতে বর্ণিত আছে। বাকী অংশ যঈফ, সহীহা (৭০৭), মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৪৯৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٧٤) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আয় যা বলতেন)

٣٤٩١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ : «اللّٰهُمَّ! ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللّٰهُمَّ! مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ، اللّٰهُمَّ! وَمَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ». ضعيف : «المشكاة» (٢٤٩١)، التحقيق الثاني.

৩৪৯১। আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-খাত্মী আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ভালোবাসা দান কর এবং ঐ ব্যক্তির ভালোবাসাও দান কর যার ভালোবাসা তোমার নিকটে আমার উপকারে আসবে। হে আল্লাহ! আমার প্রিয় জিনিষের মধ্য হতে যা তুমি আমাকে দান করেছ এটিকে আমার শক্তিতে পরিণত কর, তুমি যা ভালোবাস তা অর্জনের জন্য। হে আল্লাহ! আমার প্রিয় জিনিষের মধ্য হতে যা তুমি আটকে রেখেছ সেটিকে তুমি যা ভালোবাস তা অর্জনের জন্য আমার অবকাশ বা সুযোগে পরিণত কর"। **যঈফ, মিশকাত, তাহ্কীক ছানী (২৪৯১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ জাফর আল-খাত্মীর নাম উমাইর, পিতা ইয়াযীদ এবং দাদা খুমাশা।

٧٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ (আল্লাহ! আমার ঘর প্রশস্ত কর, আমার রিযিকে বারকাত দাও)

٣٥٠٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عُمَرَ الْهِلَالِيُّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيْلِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ، فَكَانَ الَّذِيْ وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ، أَنَّكَ تَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ

لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ»، قَالَ : «فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا؟!». ضعيف : لكن الدعاء حسن : «الروض النضير» ‹١١٦٧›، «غاية المرام» ‹١١٢›.

৩৫০০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাতে আমি আপনার দু'আ শুনেছি। আমি তা হতে যা মনে রাখতে পেরেছি তা এই যে, আপনি বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার ঘর প্রশস্ত কর এবং তুমি আমাকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে বারকাত দান কর"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে, এ দু'আ কিছু বাদ দিয়েছে। যঈফ, দু'আটি হাসান। রাওযুন নাযীর (১১৬৭), গায়াতুল মারাম (১১২).

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আবূ সালীলের নাম যুরাইব, পিতা নুকাইর অথবা নুফাইর।

٣٥٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ- وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْحِمْصِيُّ-، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ : اَللّٰهُمَّ! أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ، وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، بِأَنَّكَ اللّٰهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اللّٰهُ، وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ».

ضعيف : «الكلم الطيب» ‹٢٥›، «المشكاة» ‹٢٣٩٨- التحقيق الثاني›، «الضعيفة» ‹١٠٤١›.

৩৫০১। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলায় উপনীত হয়ে বলে

ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা ভোরে উপনীত হলাম, আমরা তোমাকে সাক্ষী বানালাম, আরও সাক্ষী বানালাম তোমার আরশ বহনকারীদেরকে এবং তোমার ফিরিশতাগণকে ও তোমার সকল সৃষ্টিকে এই বিষয়ে যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তুমি এক, তোমার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও রাসূল", আল্লাহ তা'আলা তার সে দিনে সম্পাদিত সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ঐ কথা বলে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সেই রাতের কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেন। **যঈফ, আলকালিমুত তায়্যিব (২৫), মিশকাত তাহকীক ছানী (২৩৯৮), যঈফা (১০৪১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٨١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ (আলী (রাঃ)-কে শিখানো দু'আ)

٣٥٠٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ، غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُوْرًا لَكَ؟!». قَالَ : «قُلْ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ». قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيْهِ...... بِمِثْلِ ذٰلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِيْ آخِرِهَا : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ». **ضعيف : «الروض النضير» (٦٧٩-٧١٧).**

৩৫০৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না, যেগুলো তুমি বললে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মাফ করবেন, যদিও তুমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তিনি বললেন, তুমি বল

ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অতি সম্মান সম্পন্ন, অতি মহান। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অতি সহনশীল, অতি দয়ালু। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অতি পবিত্র, তিনি মহান আরশের মালিক"। আলী ইবনু খাশরাম (রাহঃ) বলেন ঃ আলী ইবনু হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি হাদীসের শেষে বলেছেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন" (সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)।

যঈফ, রাওযুন নাযীর (৬৭৯-৭১৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আবূ ইসহাক-আল-হারিস-আলী (রাঃ) সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٨٣) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ (আল-আসমাউল হুসনা)

٣٥٠٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيُّ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِلَّهِ- تَعَالَى- تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُوَ : اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ،

الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيظُ، الْمُقِيتُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ، الْمَجِيدُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحْصِي، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاجِدُ، الْمَاجِدُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَالِي، الْمُتَعَالِي، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُوُّ، الرَّءُوفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الْمُقْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ، الْمُغْنِي، الْمَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ». **ضعيف**

بسرد الأسماء : المصدر نفسه.

৩৫০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে ব্যক্তি তা গণনা (মুখস্ত) করবে সে জান্নাতে যাবে। তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি আর-রহমান (মহান দয়ালু), আর-রহীমু (অসীম করুণাময়), আল-মালিকু (স্বত্বাধিকারী), আল-কুদ্দূসু (মহাপবিত্র), আস-সালামু (অধিক শান্তিদাতা), আল-মু'মিনু (নিরাপত্তাদানকারী), আল-মুহাইমিনু (চিরসাক্ষী), আল-আযীযু (মহাপরাক্রমশালী), আল-জাব্বারু (মহাশক্তিধর), আল-মুতাকাব্বিরু (মহাগৌরবান্বিত), আল-খালিকু (স্রষ্টা), আল-বারিউ (সৃজনকর্তা), আল-মুসাব্বিরু (অবয়বদানকারী), আল-গাফ্ফারু (ক্ষমাকারী), আল-কাহ্হারু (শাস্তিদাতা), আল-ওয়াহ্হাবু (মহান দাতা), আর-রাযযাকু (রিযিকদাতা), আল-ফাত্তাহ (মহাবিজয়ী), আল-আলীমু (মহাজ্ঞানী), আল-কাবিযু (হরণকারী), আল-বাসিতু (সম্প্রসারণকারী), আল-খাফিযু (অবনতকারী),

আর-রাফিউ (উন্নতকারী), আল-মুইয্যু (ইজ্জতদাতা), আল-মুযিল্লু (অপমানকারী), আস-সামীউ (শ্রবণকারী), আল-বাছীরু (মহাদ্রষ্টা), আল-হাকামু (মহাবিচারক), আল-আদলু (মহান্যায়পরায়ণ), আল-লাতীফু (সূক্ষ্মদর্শী), আল-খাবীরু (মহা সংবাদরক্ষক), আল-হালীমু (মহাসহিষ্ণু), আল-আযীমু (মহান), আল-গাফূরু (মহাক্ষমাশীল), আশ-শাকূরু (কৃতজ্ঞতাপ্রিয়), আল-আলীয়্যু (মহা উন্নত), আল-কাবীরু (অতীব মহান), আল-হাফীজু (মহারক্ষক), আল-মুকীতু (মহাশক্তিদাতা), আল-হাসীবু (হিসাব গ্রহণকারী), আল-জালীলু (মহামহিমান্বিত), আল-কারীমু (মহাঅনুগ্রহশীল), আর-রাকীবু (মহাপর্যবেক্ষক), আল-মুজীবু (ক্ববূলকারী), আল-ওয়াসিউ (মহাবিস্তারক), আল-হাকীমু (মহাবিজ্ঞ), আল-ওয়াদূদু (মহত্তম বন্ধু), আল-মাজীদু (মহাগৌরবান্বিত), আল-বাইছু (পুনরুত্থানকারী), আশ-শাহীদু (সর্বদর্শী), আল-হাক্কু (মহাসত্য), আল-ওয়াকীলু (মহাপ্রতিনিধি), আল-কাবিয়্যু (মহাশক্তিধর), আল-মাতীনু (দৃঢ় শক্তির অধিকারী), আল–ওয়ালিয়্যু (মহাঅভিভাবক), আল–হামীদু (মহাপ্রশংসিত), আল-মুহসিয়্যু (পুখানুপুঙ্খ হিসাব সংরক্ষণকারী), আল-মুবদিও (সৃষ্টির সূচনাকারী), আল-মুঈদু (পুনরুত্থানকারী), আল-হাইয়্যু (চিরঞ্জীব), আল-কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী), আল মুহ্য়ী (জীবনদাতা), আল-মুমীতু (মৃত্যুদাতা), আল-ওয়াজিদু (ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী), আল-মাজিদু (মহাগৌরবান্বিত), আল-ওয়াহিদু (একক), আস্-সামাদু (স্বয়ংসম্পূর্ণ), আল-কাদিরু (সর্বশক্তিমান), আল-মুকতাদিরু (মহাক্ষমতাবান), আল-মুকাদ্দিমু (অগ্রসরকারী), আল-মুআখ্খির (বিলম্বকারী), আল-আওয়ালু (অনাদি), আল-আখিরু (অনন্ত), আয-যাহিরু (প্রকাশ্য), আল-বাতিনু (লুকায়িত), আল-ওয়ালিউ (অধিপতি), আল-মুতাআলী (চিরউন্নত), আল-বাররু (কল্যাণদাতা), আত-তাওওয়াবু (তাওবা ক্ববূলকারী), আল-মুনতাকিমু (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), আল-আফুব্বু (ক্ষমাকারী, উদারতা প্রদর্শনকারী), আর-রাউফু (অতিদয়ালু), মালিকুল মুলকি (সার্বভৌমত্বের মালিক), যুলজালালি ওয়াল ইকরাম (গৌরব ও মহত্বের অধিকারী), আল-মুকসিতু (ন্যায়বান), আল-জামিউ (সমবেতকারী), আল-গানিয়্যু (ঐশ্বর্যশালী), আল-মুগনিয়্যু

(ঐশ্বর্যদাতা), আল-মানিউ (প্রতিরোধকারী), আয-যাররু (অনিষ্টকারী), আন-নাফিউ (উপকারকারী), আন-নূরু (আলো), আল-হাদিউ (পথপ্রদর্শক), আল-বাদীউ (সূচনাকারী), আল-বাকিউ (চিরবিরাজমান), আল-ওয়ারিস (স্বত্বাধিকারী), আর-রাশীদ (সৎপথে চালনাকারী), আস-সাবূরু (মহা ধৈর্যশীল)। **নাম সমূহ উল্লেখে হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। একাধিক রাবী এ হাদীস সাফওয়ান ইবনু সালিহ্-এর সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আমরা শুধু সাফওয়ান ইবনু সালিহ্-এর সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। উক্ত হাদীস আবূ হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ভিন্নরূপেও বর্ণিত হয়েছে। আমরা ঐ একটি হাদীস ব্যতীত অধিক সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে যার সনদ সূত্র সহীহ। আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ প্রসঙ্গে অবগত নই। অবশ্য আদাম ইবনু আবূ ইয়াস এ হাদীস ভিন্ন সনদসূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার সনদসূত্র সহীহ নয়।

٣٥٠٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَنَّ حُمَيْدًا الْمَكِّيَّ- مَوْلَي ابْنُ عَلْقَمَةَ- حَدَّثَهُ، أَنَّ عطاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوْا»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : «الْمَسَاجِدُ»، قُلْتُ : وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ : «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ». **ضعيف : «الضعيفة» (١١٥٠).**

৩৫০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখনই জান্নাতের বাগানসমূহ পার হতে যাবে তখনই ওখান হতে পাকা ফল

সংগ্রহ করবে। রাবী বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেন ঃ মাসজিদসমূহ। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পাকা ফল সংগ্রহ করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহ্‌ ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (আল্লাহ মহাপবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ্‌ মহান) বলা। **যঈফ, যঈফা (১১৫০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

৮৫) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ (দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা)

٣٥١٢. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ، وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، قَالَ : «فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا، وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٨٤٨›.**

৩৫১২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন দু'আ সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। তারপর সে দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! কোন দু'আ সর্বোত্তম? তিনি তাকে আগের মতই উত্তর দেন। তারপর সে তাঁর নিকট তৃতীয় দিন এলে তিনি আগের মতই উত্তর দেন এবং বলেন ঃ যদি

তুমি দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতের নিরাপত্তা লাভ করতে পার তাহলে মনে রেখো তুমি সফলতা লাভ করলে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৮৪৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। আমরা শুধু সালামা ইবনু ওয়ারদানের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٨٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ (সর্বোত্তম প্রার্থনা)

٣٥١٥. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- وَهُوَ الْمُلَيْكِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ». قَالَ أَبُو عِيسَىٰ : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ. **ضعيف : «المشكاة» ‹٢٢٣٩›.**

৩৫১৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনার চাইতে অধিক প্রিয় কিছু তার কাছে চাওয়া হয় না। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকার আল-মুলাইকীর সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

যঈফ, মিশকাত (২২৩৯)

٣٥١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ : حَدَّثَنَا زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا، قَالَ : «اللّٰهُمَّ! خِرْ لِيْ، وَاخْتَرْ لِيْ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹١٥١٥›.**

৩৫১৬। আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজের ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন এবং আমার কাজে কল্যাণ দান করুন"। **যঈফ, যঈফা (১৫১৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু যানফালের রিওয়ায়াত হতে এ হাদীস জেনেছি। তিনি হাদীসবিদদের মতে যঈফ। তাকে যানফাল ইবনু আবদুল্লাহ্ আল-আরাফীও বলা হয়। কেননা তিনি 'আরাফাত' এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন পক্ষাবলম্বনকারী নেই।

٨٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ ॥ (তাসবীহ, তাহ্‌লীল, তাহ্‌মীদ ও তাকবীরের ফাযীলাত)

٣٥١٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَأُهُ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللّٰهِ حِجَابٌ؛ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ».

ضعيف : «المشكاة» ‹٢٣١٣– التحقيق الثاني›.

৩৫১৮। আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তাসবীহ্" (সুবহানাল্লাহ) মীযানের (দাঁড়িপাল্লার) অর্ধেক, "আলহামদু লিল্লাহ" মীযানকে পুরো করে দেয় এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝখানে কোন প্রকারের অন্তরায় বা বাধা নেই, এমনকি তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছে যায়। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৩১৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। এর সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়।

٣٥١٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جُرَيٍّ النَّهْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ : عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِي- أَوْ فِي يَدِهِ- : «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ». **ضعيف : «المشكاة» (٢٩٦)، «التعليق الرغيب» (٢/٢٤٦).**

৩৫১৯। সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হতে অথবা তাঁর হতে এসব বাক্য গুনে গুনে বলেন ঃ "তাসবীহ" (সুবহানাল্লাহ) হল মীযানের অর্ধেক, "আলহামদু লিল্লাহ" তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী জায়গা পরিপূর্ণ করে দেয়। রোযা সবর ও সহিষ্ণুতার অর্ধেক এবং পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। **যঈফ, মিশকাত (২৯৬), তা'লীকুর রাগীব (২/২৪৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। শুবা ও সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

٨٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ (আরাফাতে দুপুরের পর পাঠের দু'আ)

٣٥٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ- وَكَانَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ-، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ : «اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ! لَكَ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ

مَآبِيْ، وَلَكَ رَبِّ! تُرَاثِي، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ».

ضعيف : «الضعيفة» (٢٩١٨).

৩৫২০। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত দিবসে আরাফাতে অবস্থানকালে দুপুরের পর বেশিরভাগ সময় যে দু'আ পাঠ করতেন তা এই যে, "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার যেভাবে তুমি বলেছ এবং আমরা যা বর্ণনা করি তার চেয়েও বেশি উত্তম। হে আল্লাহ! আমার নামায, আমার ইবাদাত (হাজ্জ ও কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ তোমার জন্য। পরিশেষে তোমার দিকেই আমার ফিরে আসা এবং আমার মালিকানা তোমার মালিকানাভুক্ত। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সহায়তা চাই কবরের শাস্তি, অন্তরের কুচিন্তা ও কাজ-কর্মের অনিশ্চয়তা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বায়ু বাহিত ক্ষতি হতেও"। **যঈফ, যঈফা (২৯১৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি উক্ত সনদসূত্রে গারীব। এর সনদসূত্র তেমন মজবুত নয়।

٨٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ (সকল দু'আর সমাহার)

٣٥٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ– ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ– : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ، لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالَ : «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ؟! تَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ! إِنَّا

نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». ضعيف : «الضعيفة» (٣٣٥٦).

৩৫২১। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দু'আই করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই মনে রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অনেক দু'আই করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই মনে রাখতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিব না, যা সেই সকল দু'আর সমষ্টি হবে? তোমরা বল ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সেই কল্যাণ আশা করি যা তোমার নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট আশা করেছেন এবং আমরা তোমার নিকট সেই অনিষ্ট হতে রক্ষা চাই যে অনিষ্ট হতে তোমার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তুমিই (কল্যাণ) পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অনিষ্ট রোধ করার এবং কল্যাণ পৌঁছানোর আর কোন ক্ষমতাবান নেই"।

যঈফ, যঈফা (৩৩৫৬)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٥٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُلِ : اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ! وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ! وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضَلَّتْ! كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا، أَنْ

يَفْـرُطَ عَلَيَّ أَحَـدٍ مِنْهُمْ، أَوْ أَنْ يَبْـغِيَ، عَـزَّ جَـارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلٰهَ غَـيْـرُكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ». ضـعـيف : «الكلم الطيب» ‹٤٧/٣٣›، «المشكاة» ‹٢٤١١›.

৩৫২৩। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-মাখযূমী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুশ্চিন্তা বা স্নায়ুবিক চাপের কারণে রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ কর তখন বল, "হে আল্লাহ! সাত আকাশের প্রতিপালক এবং যা কিছুর উপর তা ছায়া বিস্তার করেছে, সাত যমিনের প্রতিপালক এবং যা কিছু তা উত্থাপন করেছেন, আর শাইতানদের প্রতিপালক এবং এরা যাদেরকে বিপথগামী করেছে! তুমি আমাকে তোমার সকল সৃষ্টিকুলের খারাবী হতে রক্ষার জন্য আমার প্রতিবেশী হয়ে যাও, যাতে সেগুলোর কোনটি আমার উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে অথবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে। সম্মানিত তোমার প্রতিবেশী, সুমহান তোমার প্রশংসা। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই"। **যঈফ, আল-কালিমুত তায়্যিব (৪৭/৩৩), মিশকাত (২৪১১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। হাকাম ইবনু জুহাইর পরিত্যক্ত রাবী। কিছু হাদীস বিশারদ তার হতে হাদীস গ্রহণ বাদ দিয়েছেন। এ হাদীসটি ভিন্নসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٩٣) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ (ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করার ফাযীলাত)

٣٥٢٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا، يَذْكُرُ اللّٰهَ، حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ، لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» ‹١/٢٠٧›، «المشكاة» ‹١٢٥٠›، «الكلم الطيب» ‹٤٣/٢٩– التحقيق الثاني›.**

৩৫২৬। আবূ উমামা আল্-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ঘুমানোর উদ্দেশ্যে পবিত্র অবস্থায় বিছানায় যায় এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতে থাকে, সে পার্শ্ব পরিবর্তন করার আগেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ হতে যা কিছু প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিসন্দেহে তা দান করবেন। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (১/২০৭), মিশকাত (১২৫০), আল-কালিমুত তায়্যিব তাহকীক ছানী (৪৩/২৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আবূ যাবিয়্যা হতে, তিনি আমর ইবনু আবাসার সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

٩٤) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ (কঠিন কাজ আসলে যে দু'আ পাঠ করতে হবে)

٣٥٢٧. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ، فَقَالَ : «أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ

النِّعْمَةِ؟!»، قَالَ : دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا، أَرْجُوْ بِهَا الْخَيْرَ، قَالَ : «فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ : دُخُوْلَ الْجَنَّةِ، وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ»، وَسَمِعَ رَجُلاً وَهُوَ يَقُوْلُ : يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! فَقَالَ : «قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ، فَسَلْ»، وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَهُوَ يَقُوْلُ : اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، فَقَالَ : «سَأَلْتَ اللهَ الْبَلَاءَ! فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ». **ضعيف : «الضعيفة» (٤٥٢٠).**

৩৫২৭। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তার দু'আয় বলছে ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সকল নিআমাত কামনা করি"। তিনি বলেন ঃ সকল নিআমাত কি? সে বলল, আমি একটি দু'আ করেছি যার উসীলায় কল্যাণ লাভের কামনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পূর্ণ নিয়ামাত হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশলাভ এবং জাহান্নাম হতে রেহাই। তিনি আরেক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন ঃ "হে মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী"। তিনি বললেন ঃ তোমার দু'আ ক্ববূল করা হবে, অতএব প্রার্থনা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সবরের প্রার্থনা করি"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তো আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে দুরবস্থা প্রার্থনা করেছ, অতএব তাঁর নিকটে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। **যঈফ, যঈফা (৪৫২০)**

আহমাদ ইবনু মানী ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম হতে তিনি আল-জুরাইরী (রাহঃ)-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٣٥٢٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ، فَلْيَقُلْ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ

التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ، كَتَبَهَا فِي صَكٍّ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. **حسن دون قوله : فكان عبد الله : «الكلم الطيب» (٤٨/٣٥).**

৩৫২৮। আমর ইবনু শুআইব (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুমের ঘোরে ভয় পেলে সে যেন বলে ঃ "আমি আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ ও সাজা হতে, তাঁর বান্দাদের খারাবী হতে, শাইতানদের অসৎ পরামর্শ হতে এবং আমার নিকট যারা হাযির হয় সেগুলো হতে।" তারপর সেগুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) তার সন্তানদের মধ্যে বালেগদের উক্ত দু'আ শিক্ষিয়ে দিতেন এবং উক্ত দু'আ কাগজের টুকরায় লিখে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। **হাদীসে বর্ণিত "আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)..... শেষ পর্যন্ত অংশটুকু বাদে হাদীসটি হাসান। আল-কালিমুত তায়্যিব (৪৮/৩৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٥٣٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : «مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ- عَلَيْكَ السَّلَامُ، قَالَ : «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي

خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا». قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. ضعيف : «الضعيفة» ‹٣٠٧٣›.

৩৫৩২। মুত্তালিব ইবনু আবী ওয়াদাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্বাস (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলেন, মনে হয় তিনি যেন কিছু শুনতে পেয়ে মিম্বারে আরোহন করলেন। অতঃপর বললেন ঃ কোন ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করেছে? সাহাবাগণ বললেন ঃ আপনি আল্লাহ্র রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি কুলকে সৃষ্টি করে আমাকে উত্তম দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উত্তম দলকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উত্তম গোত্রকে বিভিন্ন ঘরে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম ঘর ও উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। **যঈফ, যঈফা (৩০৭৩)**

١٠٢) بَابٌ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২ ॥ (যার জন্য দু'আর দরজা খুলে দেয়া হয়েছে)

٣٥٤٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ الْمُلَيْكِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا- يَعْنِي- أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ». ضعيف : «المشكاة» ‹٢٢٣٩›، «التعليق الرغيب» ‹٢/٢٧٢›.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ! بِالدُّعَاءِ». **حسن : «المشكاة» ‹٢٥٣٩›، «التعليق الرغيب» ‹٢/٢٧٢›.**

৩৫৪৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দরজা খুলে দেয়া হল, মূলত তার জন্য রাহমাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হল। আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে যা কিছু কামনা করা হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা তাঁর নিকট বেশি প্রিয়। **যঈফ, মিশকাত (২২৩৯), তা'লীকুর রাগীব (২/২৭২)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দু'আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা দু'আকে আবশ্যিক করে নাও। **হাসান, মিশকাত (২৫৩৯) তা'লীকুর রাগীব, (২/২৭২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। হাদীসটি আমরা শুধু আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্র আল-কুরাশীর সূত্রেই জেনেছি। তিনি আল-মাক্কী ও আল-মুলাইকী হিসেবেও পরিচিত। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। কতক হাদীসবিদ তার স্মরণশক্তির কারণে তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ইসরাঈল এ হাদীস আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্র হতে তিনি মূসা ইবনু উক্বা হতে তিনি নাফি হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ .... "আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে যা কিছু চাওয়া হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা তাঁর নিকট বেশি প্রিয়"। এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল-কাসিম ইবনু দীনার আল-কূফী হতে তিনি ইসহাক ইবনু মানসূর আল-কূফী হতে তিনি ইসরাঈল (রাহঃ) সূত্রে।

٣٥٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ

الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ». **ضعيف : «الإرواء»** ‹٤٥٢›، **«التعليق الرغيب»** ‹٢١٦/٢›، **«المشكاة»** ‹١٢٢٧›.

৩৫৪৯। বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদাত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের নিত্য আচরণ ও প্রথা। রাতের ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, পাপকর্মের প্রতিবন্ধক, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং দেহের রোগ দূরকারী। **যঈফ, ইরওয়া (৪৫২), তা'লীকুর রাগীব (২/২১৬), মিশকাত (১২২৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান ও গারীব। কেননা এ হাদীস আমরা শুধু বিলাল (রাঃ) হতে উপরোক্ত সূত্রে জেনেছি। সনদসূত্রের দিক হতে এটি সহীহ নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (আল-বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ আল-কুরাশী হলেন মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আশ-শামী। ইবনু আবূ কাইস হলেন মুহাম্মাদ ইবনু হাস্সান এবং তার হাদীস বাদ দেয়া হয়েছে। মুআবিয়া ইবনু সালিহ (রাহঃ) এ হাদীস রবীআ ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি আবূ ইদরীস আল-খাওলানী হতে তিনি আবূ উমামা (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদাত করবে। কেননা উহা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়নগণের অভ্যাস, আল্লাহ্র সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফ্ফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক" আবূ ঈসা বলেন, এই বর্ণনাটি ইদরীসের সূত্রে বিলালের বর্ণনা হতে অধিকতর সহীহ। **হাসান, ইরওয়া (৪৫২), তা'লীকুর রাগীব (২/২১৬), মিশকাত (১২২৭)**

١٠٣) بَابٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ প্রসঙ্গে

٣٥٥٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، فَقَدِ انْتَصَرَ». **ضعيف : «الضعيفة» (٤٥٩٣).**

৩৫৫২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক তার প্রতি অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে দু'আ করল সে প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

যঈফ, যঈফা (৪৫৯৩)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আবূ হামযার রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম আবূ হামযার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি হলেন মাইমূন আল-আ'ওয়ার। কুতাইবা-হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান আর-রুয়াসী হতে, তিনি আবুল আহ্ওয়াস হতে, তিনি আবূ হামযা (রাহঃ) হতে উক্ত সূত্রে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٤) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ॥ (উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা ও জুওয়াইরিয়াকে শিখানো দু'আ)

٣٥٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هَاشِمٌ- وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ- : حَدَّثَنِي كِنَانَةُ- مَوْلَى صَفِيَّةَ-، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُوْلُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقَالَ : «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهٰذِهِ! أَلَا

أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ؟!»، فَقُلْتُ : بَلَى عَلِّمْنِي، فَقَالَ : «قُولِي : سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ». منكر : «الرد على التعقيب الحثيث» ‹٣٥-٣٨›.

৩৫৫৪। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকটে এলেন, তখন আমার নিকট চার হাজার খেজুরের বিচি ছিল, যা দিয়ে আমি তাসবীহ্ পাঠ করে থাকি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি এগুলো দিয়ে তাসবীহ্ গণনা করেছ? আমি কি তোমাকে এমন তাসবীহ্ শিখাব না যা সাওয়াবের দিক হতে এর চেয়ে বেশি হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি বল, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের সমপরিমাণ পবিত্র"।

মুনকার, আর-রাদ্দু আলাত তা'কীবিল হাসীস (৩৫-৩৮)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কেননা সাফিয়্যা (রাঃ)-এর এ হাদীস আমরা শুধু হাশিম ইবনু সাঈদ আল-কূফীর সূত্রে জেনেছি। এর সনদ তেমন সুপরিচিত নয়। এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদঃ ১০৭॥ (যে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে গুনাহ হতে মুক্ত হল)

٣٥٥٩. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً». ضعيف : «المشكاة» ‹٢٣٤٠›، «ضعيف أبي داود» ‹٢٦٧›.

৩৫৫৯। আবূ বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে (গুনাহ হতে) সে গুনাহর উপর অটল থাকেনি, যদিও সে প্রতিদিন সত্তরবার গুনাহ করে থাকে।

যঈফ, মিশকাত (২৩৪০), যঈফ আবূ দাউদ (২৬৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আবূ নুসাইরার সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি। এ হাদীসের সনদসূত্র তেমন মজবুত নয়।

١٠٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮ ॥ (নতুন পোশাক পরার দু'আ)

٣٥٦٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : حَدَّثَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ : لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- ثَوْبًا جَدِيْدًا، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ، وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ، فَتَصَدَّقَ بِهٖ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ، وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ، فَتَصَدَّقَ بِهٖ، كَانَ فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ، وَفِيْ حِفْظِ اللّٰهِ، وَفِيْ سِتْرِ اللّٰهِ، حَيًّا وَمَيْتًا». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٥٥٧›.**

৩৫৬০। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) একখানা নতুন পোষাক পরেন এবং বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে পরিয়েছেন, যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছি এবং আমার জীবনকে সুসজ্জিত করেছি।" তারপর তিনি তার পুরাতন কাপড়টি দান করে দিলেন। অতঃপর বললেন,

আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় (পোশাক) পরে বলে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাকে পরিয়েছেন, যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছি এবং আমার জীবনকে (দৈহিক সৌষ্ঠব) সুসজ্জিত করেছি", তারপর নিজের পরার পুরানো বস্ত্র দান করে, সে জীবনে ও মরণে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়ে, আল্লাহ্ তা'আলার হিফাজাতে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সুরক্ষিত প্রাচীরে থাকে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৫৫৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব (রাহঃ) উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর হতে, তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি কাসিম হতে, তিনি আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

١٠٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯ ॥ (সর্বোত্তম গানীমাত)

٣٥٦١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ- قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ : مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً، وَلاَ أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً، وَأَسْرَعَ رَجْعَةً؟! قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، حَتَّىٰ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، أُولٰئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً، وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». **ضعيف : «التعليق الرغيب» (١٦٦/١)، «الصحيحة» تحت حديث (٢٥٣١).**

৩৫৬১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি

সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গানীমাতের সম্পদ অর্জন করে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সাথে যায়নি এমন এক লোক বলল, অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে উত্তম গানীমাত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোন সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গানীমাত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাযের জামা'আতে হাযির হয়, (নামায শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গানীমাতসহ প্রত্যাবর্তনকারী। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (১/১৬৬), সহীহা (২৫৩১) নং হাদীসের অধীনে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদসূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আর হাম্মাদ ইবনু আবূ হুমাইদ হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমাইদ এবং তিনি হলেন আবূ ইবরাহীম আল-আনসারী আল-মাদীনী। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

١١٠) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০ ॥ (মুসাফিরের নিকট দু'আর আবেদন)

٣٥٦٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ، فَقَالَ : «أَيْ أَخِيْ! أَشْرِكْنَا فِيْ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا». **ضعيف : «ابن ماجه» (٢٨٩٤).**

৩৫৬২। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উমরা করার লক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সম্মতি চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে স্নেহের ভাই! তোমার দু'আয় আমাদেরকেও অংশীদার করবে এবং আমাদেরকে ভুলে যেও না।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৮৯৪)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١١٢) بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২ ॥ অসুস্থ্য ব্যক্তির দু'আ

٣٥٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : كُنْتُ شَاكِيًا، فَمَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَأَنَا أَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ! إِنْ كَانَ أَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ، فَأَرِحْنِيْ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا، فَارْفَعْنِيْ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً، فَصَبِّرْنِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَيْفَ قُلْتَ؟»، قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ، قَالَ : فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ : «اَللّٰهُمَّ! عَافِهِ- أَوِ اشْفِهِ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ-»، فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِيْ بَعْدُ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦٠٩٨›.**

৩৫৬৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ (রোগাক্রান্ত) ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকটে এলেন এবং তখন আমি বলছিলাম ঃ "হে আল্লাহ! যদি আমার শেষ মুহূর্ত হাযির হয়ে থাকে তবে আমাকে দয়া কর, তাতে যদি দেরী থাকে তবে আমাকে উঠিয়ে দাও (সুস্থ কর), আর যদি বিপদের পরীক্ষায় ফেল তাহলে সবর দান কর"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি কিভাবে বললে? তিনি তার কথার পুনরাবৃত্তি করে তাঁকে শুনান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা দিয়ে তাকে আঘাত করেন এবং বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তাকে আরোগ্য দান কর, অথবা তাকে নিরাময় দান কর"। শুবার সন্দেহ (তার উর্দ্ধতন রাবী কোনটি বলেছেন)। আলী (রাঃ) বলেন ঃ এরপর আমি ব্যথা অনুভব করি নাই।

যঈফ, মিশকাত (৬০৯৮)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١١٤) بَابٌ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَعَوُّذِهِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের পর যে দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন

٣٥٦٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّه أَخْبَرَه، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهَا : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى- أَوْ قَالَ : حَصًى- تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ : «أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا- أَوْ أَفْضَلُ-؟! سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، مِثْلَ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، مِثْلَ ذٰلِكَ». **منكر : «الرد على التعقيب الحثيث» (٢٣-٣٢)، «المشكاة» (٢٣١١)، «الضعيفة» (٨٣)، «الكلم الطيب» (٤/١٣).**

৩৫৬৮। আইশা বিনতু সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মহিলার ঘরে যান, যার সামনে ছিল খেজুরের অনেকগুলো বিচি অথবা নুড়ি পাথর, যার সাহায্যে সে তাস্‌বীহ পাঠ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়েও সহজ ও উত্তম পথ প্রসঙ্গে জানাবো না? "আল্লাহ মহাপবিত্র আকাশে তাঁর সৃষ্টি জীবের সমসংখ্যক, আল্লাহ মহাপবিত্র দুনিয়াতে তাঁর সৃষ্ট জীবের সমসংখ্যক, আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র এতদুভয়ের মধ্যকার সৃষ্টির সমসংখ্যক, আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র তিনি

যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করবেন তার সমসংখ্যক, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা মহান, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা, অনুরূপ সংখ্যকবার আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কল্যাণ করার বা ক্ষতিসাধনের আর কোন শক্তি নেই"। **মুনকার, আর রাদ্দু আলা আত-তা'কীবিল হাছীস (২৩-৩২), মিশকাত (২৩১১), যঈফা (৮৩), আল কালিমুত তায়্যিব (১৩/৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং সা'দ (রাঃ)-এর হাদীস হিসেবে গারীব।

٣٥٦٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَزَيْدُ ابْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْ حَكِيْمٍ- مَوْلَى الزُّبَيْرِ-، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيْهِ، إِلَّا وَمُنَادٍ يُنَادِيْ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ!».

ضعيف : «الضعيفة» (٤٤٩٦).

৩৫৬৯। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনীত হলে একজন ঘোষক ডেকে বলেন, "সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ত্রুটিযুক্ত আল্লাহ্ তা'আলা মহাপবিত্র ও মহিমাময়। **যঈফ, যঈফা**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

١١٥) بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْحِفْظِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫ ॥ মুখস্তশক্তি বাড়ানোর দু'আ

٣٥٧٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، وَعِكْرِمَةَ- مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ

: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ! تَفَلَّتَ هٰذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِيْ، فَمَا أَجِدُنِيْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا أَبَا الْحَسَنِ! أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِنَّ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِيْ صَدْرِكَ؟!»، قَالَ : أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَعَلِّمْنِيْ، قَالَ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُوْمَ فِيْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُوْدَةٌ، وَالدُّعَاءُ فِيْهَا مُسْتَجَابٌ، وَقَدْ قَالَ أَخِيْ يَعْقُوْبُ لِبَنِيْهِ : {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ}، يَقُوْلُ : حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقُمْ فِيْ وَسَطِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقُمْ فِيْ أَوَّلِهَا، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ : تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُوْرَةَ {يس}، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ {حم} الدُّخَانِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ {الم. تنزيل} السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ {تَبَارَكَ} الْمُفَصَّلِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ، فَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللّٰهِ، وَصَلِّ عَلَيَّ، وَأَحْسِنْ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْكَ بِالْإِيْمَانِ، ثُمَّ قُلْ فِيْ آخِرِ ذٰلِكَ : اللّٰهُمَّ! ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِيْ، وَارْحَمْنِيْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِيْ، وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ، اللّٰهُمَّ! بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ! ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ! أَسْأَلُكَ يَا أَللّٰهُ! يَا رَحْمٰنُ! بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ، أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَارْزُقْنِيْ أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِيْ

يُرْضِيكَ عَنِّي، اللّٰهُمَّ! بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ! ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ! أَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ! يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ، أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِيْ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِيْ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِيْ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِيْ، وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِيْ، فَإِنَّهُ لَا يُعِيْنُنِيْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، وَلَا يُؤْتِيْهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

يَا أَبَا الْحَسَنِ! تَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، تُجَبْ بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ، مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا - قَطُّ -».

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللّٰهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ كُنْتُ - فِيْمَا خَلَا - لَا آخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلٰى نَفْسِيْ تَفَلَّتْنَ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِيْنَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلٰى نَفْسِيْ، فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيْثَ، فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيْثَ، فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا، لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : «مُؤْمِنٌ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - يَا أَبَا الْحَسَنِ!». موضوع : «التعليق الرغيب» (٢/٢١٤)، «الضعيفة» (٣٣٧٤).

৩৫৭০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

ছিলাম। তখন আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) এসে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! এই কুরআন আমার হৃদয় হতে বেরিয়ে যায় (মুখস্ত থাকে না)। আমি তা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আবুল হাসান! আমি কি তোমাকে এমন কথা শিখাব না যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন, তুমি যাকে তা শিখাবে তাকেও উপকৃত করবেন এবং যা তুমি শিখবে তাও তোমার হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে থাকবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেনঃ জুমু'আর রাত আসার পর তোমার পক্ষে সম্ভব হলে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে (নামাযে) দাঁড়িয়ে যাও। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার ফিরিশতা হাযির হয় এবং তখন দু'আ ক্ববূল হয়। আমার ভাই ইয়াকূব (আঃ) তাঁর সন্তানদের বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করব। পরিশেষে তিনি জুমু'আর রাতেই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যদি তুমি (তখন নামায আদায় করতে) সক্ষম না হও তাহলে মধ্য রাতে দাঁড়াও এবং তখনও সম্ভব না হলে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে দাঁড়াও এবং চার রাক'আত (নফল) নামায আদায় কর। প্রথম রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা হা-মীম আদ-দুখান, তৃতীয় রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদা এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা তাবারাকা আল-মুফাস্সাল (সূরা আল-মুল্ক) পাঠ করবে। তুমি তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবে এবং ভালভাবে তাঁর গুণকীর্তন করবে, তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে এবং সকল নাবী-রাসূলের প্রতি ভালভাবে দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে, তারপর সকল মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য এবং তোমার যে সকল ভাই ঈমানের সাথে অতীতে ইন্তিকাল করেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সবশেষে তুমি বলবে ঃ "হে আল্লাহ! পাপাচার ছেড়ে দিতে আমাকে অনুগ্রহ কর যাবত তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, আমার প্রতি দয়া কর যেন আমি নিষ্ফল আচরণে জড়িয়ে না পড়ি এবং তোমার পছন্দনীয় বিষয়ে আমাকে ভালভাবে ভাববার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, মর্যাদা

ও মহত্বের অধিকারী এবং এমন মর্যদার অধিকারী যার আকাংখা করা যায় না, আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ, হে রহমান, তোমার অসীম মহত্ব ও চেহারার নূরের উসীলায় আমি প্রার্থনা করি যে, আমার অন্তরে তোমার কিতাবকে বদ্ধমূল করে দাও যেমন তুমি আমাকে শিখিয়েছ, যে ভাবে পাঠ করলে তুমি সন্তুষ্ট হও সেইভাবে পাঠ করতে আমাকে তাওফীক দান কর, হে আল্লাহ, আকাশ ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী এবং মর্যাদার অধিকারী যার আকাংখা করা যায় না। হে দয়াময়, তোমার মহত্ব ও নুরের উসীলায় আমি প্রার্থনা করছি। তুমি তোমার কিতাবের উসীলায় আমার চক্ষুকে উজ্জ্বল করে দাও, তা দিয়ে আমার যবান (জিহ্বা) খুলে দাও এবং তা দিয়ে আমার অন্তরকে উন্মুক্ত কর, আর তা দিয়ে আমার বক্ষকে প্রসারিত, আমার দেহটিকে তা দিয়ে ধুয়ে ফেল। সত্যের উপর তুমি ব্যতীত অন্য কেউই আমার সাহায্য করতে পারে না এবং তুমি ব্যতীত কেউই আমাকে তা দিতে পারে না। সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহ ছাড়া অনিষ্ট রোধ করার এবং কল্যাণ অর্জনের আর কোন শক্তি নেই।"

হে আবুল হাসান! তুমি তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমু'আ পর্যন্ত এ আমল করতে থাক। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তোমার দু'আ ক্ববূল হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! কোন মু'মিনই (এ দু'আ পাঠ করে) কখনও বঞ্চিত হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! আলী (রাঃ) পাঁচ অথবা সাত জুমু'আ পর্যন্ত এই আমল করে একদিন এরকম এক আসরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আগে আমি চার আয়াত পাঠ করতাম আর তা আমার হৃদয় হতে চলে যেত। আর এখন আমি চল্লিশ আয়াত অথবা এরকম পরিমাণ মুখস্ত করে যখন পাঠ করি তখন মনে হয় যেন আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত আছে। একইভাবে আমি হাদীস শুনতাম এবং পরে তা পুনঃপাঠ করতে গিয়ে দেখতাম যে, তা আমার অন্তর থেকে চলে গেছে। আর এখন আমি হাদীসসমূহ শুনি এবং পরে তা পুনঃপাঠ করি এবং তা হতে একটি শব্দও বাদ পড়ে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে হাসানের পিতা, কা'বার প্রভুর কসম! অবশ্যই তুমি একজন মু'মিন। **মাওযূ তা'লীকুর রাগীব (২/২১৪), যঈফা (৩৩৭৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিমের রিওয়ায়াত হিসেবেই শুধু আমরা এ হাদীস জেনেছি।

١١٦) بَابٌ فِي انْتِظَارِ الْفَرَجِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬ ॥ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদির জন্য সবুর করা প্রসঙ্গে বর্ণনা

٣٥٧١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٤٩٢›.**

৩৫৭১। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে তাঁর দয়া প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট কিছু পাওয়ার প্রার্থনাকে ভালোবাসেন। আর সর্বোত্তম ইবাদাত হল দু'আ কুবূল হওয়ার অপেক্ষায় থাকা। **যঈফ, যঈফা (৪৯২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাম্মাদ ইবনু ও য়াকিদ এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার রিওয়ায়াতে মতভেদ করা হয়েছে। এই হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ আস-সাফফার তিনি হাফিজ নন। আমাদের মতে তিনি বাসরার শাইখ।

আবূ নুয়াইম এই হাদীসটি ইসরাঈল হতে, তিনি হাকীম ইবনু জুবাইর হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, মুর্সাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নূরাইমের বর্ণনাটি অধিক সহীহ।

١١٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায় দু'আ করা)

٣٥٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا دَوْسٍ الْيَحْصُبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ : إِنَّ عَبْدِيْ كُلَّ عَبْدِيَ، الَّذِيْ يَذْكُرُنِيْ وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ». يَعْنِي : عِنْدَ الْقِتَالِ.

ضعيف : «الضعيفة» (٣١٣٥).

৩৫৮০। উমারা ইবনু যা'কারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার পূর্ণ বান্দা সেই ব্যক্তি যে তার শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমাকে মনে করে। **যঈফ, যঈফা (৩১৩৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। এর সনদসূত্র তেমন মজবুত নয়।

এই হাদীসটি ব্যতীত উমার ইবনু যা'কারার কোন হাদীস আমাদের জানা নেই।

١٢٤) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪ ॥ (উমার (রাঃ)-কে শিখানো দু'আ)

٣٥٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ،

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «قُلِ : اللّٰهُمَّ! اجْعَلْ سَرِيْرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلاَنِيَتِي، وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِي صَالِحَةً، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ، مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، غَيْرَ الضَّالِّ وَلاَ الْمُضِلِّ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٢٥٠٤– التحقيق الثاني›.**

৩৫৮৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (দু'আ) শিখিয়ে বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমার বাহিরের অবস্থার চেয়ে আমার ভিতরের অবস্থাকে বেশি ভাল কর এবং আমার বাহিরের অবস্থাকেও অতি উত্তম কর। হে আল্লাহ! তুমি মানুষকে যে ধন-দৌলত, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতি দিয়ে থাক, তাতে আমাকে উত্তমগুলোই দাও, যারা বিপথগামী এবং বিপথগামীকারীও নয়।" **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৫০৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি এবং এর সনদসূত্র তেমন মজবুত নয়।

١٢٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫ ॥ (হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী)

٣٥٨٧. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، وَبَسَطَ السَّبَّابَةَ، وَهُوَ يَقُوْلُ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ». **منكر بهذا السياق : وانظر الأحاديث ‹٢٩١–٢٩٣، ٢١٢٨، ٣٣٥٠›.**

৩৫৮৭। আসিম ইবনু কুলাইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম, তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। তিনি তার বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখেন এবং তর্জনী উঠিয়ে অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রেখে বলেন ঃ "হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অটল রাখ"। **এই বর্ণনায় হাদীসটি মুনকার, দেখুন হাদীস নং (২৯১, ২৯২, ২১২৮, ৩৩৫০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি উক্ত সনদসূত্রে গারীব।

١٢٧) بَابُ دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭ ॥ উম্মু সালার দু'আ

٣٥٨٩. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْهَا أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «قُوْلِي : اللّٰهُمَّ! هٰذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَاسْتِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، وَحُضُوْرُ صَلَوَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ». **ضعيف : «الكلم الطيب» (٧٦/٣٥)، «ضعيف أبي داود» (٨٥)، «المشكاة» (٦٦٩).**

৩৫৮৯। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দু'আটি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ তুমি পাঠ কর "হে আল্লাহ! এটা তোমার রাত আসার, তোমার দিন চলে যাওয়ার, তোমার দিকে আহ্বানকারীর (মুয়াজ্জিনের) আওয়াজ দেয়ার এবং তোমার নামাযে হাযির হওয়ার সময়। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে মাফ করে দাও"। **যঈফ, আল-কালিমুত-তায়্যিব (৭৬/৩৫), যঈফ আবূ দাঊদ (৮৫), মিশকাত (৬৬৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীস শুধু উপরোক্ত সনদে জেনেছি। হাফসা বিনতি আবূ কাসীর ও তার পিতা প্রসঙ্গে আমরা অবহিত নই।

١٢٩) بَابٌ فِي الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯ ॥ (আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ক্ববূল হয়)

٣٥٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيْ إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»، قَالُوْا : فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» منكر بهذا التمام : «الكلم الطيب» ‹٧٤/٥١›، «إرواء الغليل» ‹١/٢٦٢›، «نقد التاج» ‹٩٥›، «التعليق الرغيب» ‹١/١١٥›، «صحيح أبي داود» ‹٥٣٤›، لكن قوله : «سلوا الله» : ثبت في حديث آخر تقدم ‹٣٥١٤›.

৩৫৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না (অর্থাৎ ক্ববূল হয়)। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন আমরা কি বলব? তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে দুনিয়া ও পরকালের নিরাপত্তা ও শান্তি চাও। এই পরিপূর্ণ বর্ণনাটি মুনকার; আল কালিমুত তায়্যিব (৭৪/৫১), ইরওয়াউল গালীল (১/২৬২) নাকদুত্ তাজ (৯৫), তা'লীকুর রাগীব (১/১১৫), সহীহ্ আবূ দাউদ (৫৩৪) "তোমরা আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা কর।" সহীহ্ যাহা ৩৫১৪ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ইয়ামানের বর্ণনায় আছে ঃ ..... 'লোকেরা বলল, আমরা তখন কি বলব? তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে দুনিয়া ও পরকালের শান্তি ও স্বস্তি চাও।

٣٥٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ»، قَالُوْا : وَمَا الْمُفْرِدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ، فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا». **ضعيف : «الضعيفة»** (٣٦٩٠).

৩৫৯৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হালকা-পাতলা লোকেরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হালকা-পাতলা লোক কারা? তিনি বলেনঃ যে সকল লোক আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে নিমগ্ন থাকে এবং আল্লাহ্র যিকির (স্মরণ) তাদের (পাপের) ভারী বোঝাটি তাদের হতে সরিয়ে ফেলে। ফলে কিয়ামাতের দিন তারা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হালকা বোঝা নিয়েই হাযির হবে।

যঈফ, যঈফা (৩৬৯০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٥٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدَانَ الْقُمِّيِّ، عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُوْلُ

الرَّبُّ : وَعِـزَّتِي، لَأَنْصُـرَنَّكَ وَلَوْ بَعْـدَ حِيْنٍ». ضـعيف : لكن صح منه الشطر الأول بلفظ : «المسافر» مكان «الإمام العادل» وفي رواية «الوالد» : «ابن ماجه» (١٧٥٢).

৩৫৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের দু'আ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, সুবিচারক শাসকের দু'আ এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দু'আ। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দু'আগুলি মেঘমালার উপরে (আকাশের) তুলে নেন এবং এর জন্য আকাশের দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়। রব্বুল আলামীন বলেন ঃ আমার মর্যাদার শপথ! আমি নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য করব কিছু দেরি হলেও। **দুর্বল, কিন্তু হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ, আর তাতে ন্যায় পরায়ন শাসকের পরিবর্তে মুসাফির শব্দ আছে। আরেক বর্ণনায় পিতার উল্লেখ আছে। ইবনু মাজাহ (১৭৫২)।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। সাদান আল-কুম্মী হলেন সাদান ইবনু বিশর। ঈসা ইবনু ইউনুস, আবূ আসিম প্রমুখ বয়স্ক হাদীস বিশারদগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ মুজাহিদ হলেন সা'দ আত-তাঈ এবং আবূ মুদিল্লাহ হলেন উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রাঃ)-এর স্বাধীন গোলাম। আমরা শুধু এ হাদীসের মাধ্যমেই তার পরিচয় পেয়েছি এবং তার হতে এ হাদীসটি আরো বর্ধিত ও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٩٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اللّٰهُمَّ! انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَزِدْنِيْ عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ».

صحيح : دون قوله :«والحمد لله» : «ابن ماجه» (٢٥١) و (٣٨٣٣).

৩৫৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ তা দিয়ে আমাকে উপকৃত কর, আমার জন্য যা উপকারী হবে তা আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার ইলম (জ্ঞান) বাড়িয়ে দাও। সকল অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা এবং আমি জাহান্নামীদের অবস্থা হতে নিজেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে সহায়তা প্রার্থনা করি"। **হাদীসে বর্ণিত "আলহামদু লিল্লাহ" অংশটি ব্যতীত হাদীসটি সহীহ" ইবনু মাজাহ (২৫১) এবং ৩৮৩৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٣١) بَابُ فَضْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১ ॥ "লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ্"-এর ফাযীলাত

٣٦٠١. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ». قَالَ مَكْحُولٌ : فَمَنْ قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، وَلاَ مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ إِلَيْهِ، كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ، أَدْنَاهُنَّ الْفَقْرُ. **صحيح دون قول مكحول : فمن قال، فإنه مقطوع : «الصحيحة» ‹١٠٥› و ‹١٥٢٨›.**

৩৬০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বহু বার বল। যেহেতু তা জান্নাতী রত্নভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। মাকহূল (রাহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি" পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার হতে সত্তর প্রকারের বিপদ দূর করেন এবং এগুলোর মধ্যে সাধারণ বা ছোট বিপদ হল দারিদ্রতা। **মাকহূলের বাক্য ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, মাকহূলের বাক্যাংশ মাকতু" সহীহা (১০৫) ও (১৫২৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। মাকহূল (রাহঃ) সরাসরিভাবে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীস শুনেননি।

١٣٣/م-١) بَابٌ مِنْ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/১ ॥ (আমাকে অধিক যিকিরকারী ও শোকরকারী বানাও)

٣٦٠٤/م-٢. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ مُوْسَىٰ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ فَضَالَةَ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا أَدَعُهُ : «اَللّٰهُمَّ! اجْعَلْنِي أُعَظِّمُ شُكْرَكَ، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ، وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ». **ضعيف** : «المشكاة» ‹٢٤٩٩- التحقيق الثاني›.

৩৬০৪/২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে একটি দু'আ আয়ত্ত করেছি, যা আমি কখনও বাদ দেই **না** ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বেশি পরিমাণে তোমার প্রতি শুকরিয়া প্রকাশকারী, তোমাকে অধিক স্মরণকারী, তোমার নাসিহাতের অনুসারী এবং তোমার ওয়াসিয়াত (নির্দেশ) স্মরণকারী বানাও"। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৪৯৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

١٣٣/م-٢) بَابُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِيْ غَيْرِ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/২ ॥ সম্পর্ক ছিন্নকারী দু'আ ব্যতীত দু'আ ক্ববূল হওয়া প্রসঙ্গে

٣٦٠٤/م-٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَىٰ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ- هُوَ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ-، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو اللّٰهَ بِدُعَاءٍ، إِلَّا اسْتُجِيْبَ لَهُ :

فَإِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلْ»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟! قَالَ : يَقُولُ : «دَعَوْتُ رَبِّي، فَمَا اسْتَجَابَ لِي». **صحيح دون قوله : «وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا» : «الضعيفة» (٤٤٨٣).**

৩৬০৪/৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন লোক আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে কোন দু'আ করলে তার দু'আ কুবূল হয়। হয় সে দ্রুত দুনিয়াতেই তার ফল পেয়ে যায় অথবা তা তার আখিরাতের সম্বল হিসেবে জমা রাখা হয় অথবা তার দু'আর সম-পরিমাণ তার গুনাহ বিলুপ্ত করা হয়, যাবত না সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে অথবা কুবূলের জন্য তাড়াহুড়া করে। সাহাবীগণ বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তাড়াহুড়া করে কিভাবে? তিনি বলেন ঃ সে বলে, আমি আমার রবের নিকটে দু'আ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার দু'আ কুবূল করেননি। **হাদীসে বর্ণিত "অথবা তার দু'আর সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করা হয়" অংশটুকু বাদে হাদীসটি সহীহ, যঈফা (৪৪৮৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীস উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٣٦٠٤/م-٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ إِبْطُهُ، يَسْأَلُ اللّٰهَ مَسْأَلَةً، إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَعْجَلْ»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟! قَالَ : «يَقُولُ : قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ، وَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا». **صحيح دون الرفع : المصدر نفسه : م نحوه.**

৩৬০৪/৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা তার দুই হাত উপরের দিকে প্রসারিত করে, এমনকি তার বগল উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে কিছু প্রার্থনা করে, তখন তিনি নিশ্চয়ই তাকে তা দিয়ে থাকেন, যদি না সে তাড়াহুড়া করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তার তাড়াহুড়া কি? তিনি বলেন ঃ সে বলে, আমি তো প্রার্থনা করেছি, আবারও প্রার্থনা করেছি (পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করেছি), কিন্তু আমাকে কিছুই দান করা হয়নি। **হাদীসে বর্ণিত "হাত উত্তোলন" অংশটি বাদে হাদীস সহীহ, প্রাগুক্ত।**

এ হাদীসটি যুহ্রী (রাহঃ) ইব্নু আযহারের মুক্তদাস আবূ উবাইদ হতে তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কারো দু'আ ক্ববূল হয়ে থাকে, যাবত না সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে, আমি দু'আ করলাম কিন্তু ক্ববূল তো হল না!

١٣٣/م-٣) بَابٌ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/৩ ॥ (আল্লাহ তা'আলা প্রসঙ্গে উত্তম ধারণা পোষণ করা)

٣٦٠٤/م-٥. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ وَاسِعٍ عَنْ شُمَيْرِ بْنِ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ، مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللهِ». **ضعيف :«الضعيفة» (٣١٥٠).**

৩৬০৪/৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রসঙ্গে ভাল উপলব্ধি পোষণও আল্লাহ্র উত্তম ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

যঈফ, যঈফা (৩১৫০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব।

١٣٣/م-٤) بَابُ تَحْسِيْنِ الْأُمْنِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/৪ ॥ সকল সময়েই কল্যাণের ইচ্ছা করবে

٣٦٠٤/م-٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِيَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ مَا الَّذِيْ يَتَمَنَّى، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيَّتِهِ». ضعيف : «الضعيفة» (٤٤٠٥).

৩৬০৪/৬। আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যে, সে কি (পাওয়ার) ইচ্ছা করছে। যেহেতু সে জানেনা যে, তার চাওয়ার ভিত্তিতে তার জন্য কি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে (তাই সর্বদা উত্তম ধারণা ও উত্তম কিছু চাইতে হবে)। **দুর্বল, যঈফা (৪৪০৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

١٣٣/م-٦) بَابٌ لِيَسْأَلِ الْحَاجَةَ مَهْمَا صَغُرَتْ

অনুচ্ছেদঃ ১৩৩/৬ ॥ যত সামান্য বিষয়ই হোক তা প্রার্থনা প্রসঙ্গে

٣٦٠٤/م-٨. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجْزِيُّ : حَدَّثَنَا قَطَنٌ الْبَصْرِيُّ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ». ضعيف : «الضعيفة» (١٣٦٢).

৩৬০৪/৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রতিটি অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তার রবের নিকটে প্রার্থনা করে, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও যেন তাঁর নিকটে চায়। **যঈফ, যঈফা (১৩৬২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। একাধিক রাবী এ হাদীস জাফর ইবনু সুলাইমান হতে তিনি সাবিত আল-বুনানী হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে তারা আনাস (রাঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٦٠٤/م-٩. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ، حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ، وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ».

ضعيف : المصدر نفسه.

৩৬০৪/৯। সাবিত আল-বুনানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সকলেই যেন তার অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তার রবের নিকটে প্রার্থনা করে, এমনকি তার লবণের জন্যও, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তার জন্যও তাঁর নিকটে প্রার্থনা করে। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি কাতান হতে জাফর ইবনু সুলাইমান-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় বেশি সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤٦- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ৪৬ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা

١) بَابٌ فِيْ فَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদঃ ১॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা

٣٦٠٥. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِيْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ». **صحيح : دون الاصطفاء الأول : «الصحيحة» (٣٠٢)، م، ويأتي برقم (٣٦٠٦).**

৩৬০৫। ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে ইসমাঈল (আঃ)-কে বেছে নিয়েছেন, ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে কিনানা গোত্রকে বেছে নিয়েছেন, কিনানা গোত্র হতে কুরাইশ বংশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশ বংশ হতে হাশিম উপগোত্রকে বেছে নিয়েছেন এবং হাশিমের উপগোত্র হতে আমাকে বেছে নিয়েছেন। **ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। সহীহা (৩০২) ৩৬০৬ নং হাদীসেও এ আলোচনা উল্লেখ রয়েছে**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٠٧. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ، مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ، ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا، وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا». **ضعيف : «نقد الكتاني» (٣١-٣٢)، «الضعيفة» (٣٠٧٣).**

৩৬০৭। আল-আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরাইশগণ এক সাথে বসে একে অপরে তাদের বংশমর্যাদা প্রসঙ্গে আলোচনা করে এবং মাটিতে আবর্জনার স্তূপের উপরকার খেজুর গাছের সাথে আপনাকে তুলনা করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সকল জীব সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে তাদের সব চাইতে ভাল গোত্রে সৃষ্টি করেছেন এবং দুই দলকে তিনি বেছে নেন (ইসহাক ও ইসমাঈল বংশ), তারপর গোত্র ও বংশগুলোকে তিনি বাছাই করেন এবং আমাকে সবচাইতে ভাল বংশে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ঘরসমূহ বাছাই করেছেন এবং আমাকে সেই ঘরগুলোর মধ্যে সবচাইতে ভাল ঘরে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আমি ব্যক্তিসত্তায় তাদের সবচাইতে উত্তম বংশ-খান্দানেও সবার চাইতে উত্তম। **যঈফ, নাকদুল কাত্তানী (৩১-৩২), যঈফা (৩০৭৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিস হলেন ইবনু নাওফাল।

٣٦٠٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ، قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : «مَنْ أَنَا؟»، فَقَالُوْا : أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ – عَلَيْكَ السَّلَامُ، قَالَ : «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا». **ضعيف : «الضعيفة»** ‹٣٠٧٣›.

৩৬০৮। আল-মুত্তালিব ইবনু আবূ ওয়াদাআ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আল-আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলেন। মনে হয় তিনি কিছু (কুরাইশদের মন্তব্য) শুনে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি কে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর তিনি তার সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার উত্তম দল হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদেরকে কিছু গোত্রে ভাগ করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার ভাল গোত্র হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদেরকে কিছু পরিবারে ভাগ করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার সবচাইতে ভাল পরিবারে ও ভাল ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। **যঈফ, যঈফা (৩০৭৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٣٦١٠. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا إِذَا بُعِثُوْا، وَأَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا وَفَدُوْا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوْا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّيْ، وَلَا فَخْرَ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٧٦٥).**

৩৬১০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দিন লোকদেরকে উঠানো হবে (কবর হতে কিয়ামাতের মাঠে) সেদিন আমিই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশকারী হব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে একত্র হবে, তখন আমি তাদের ব্যাপারে বক্তব্য উত্থাপন করব। তারা যখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হবে তখন আমিই তাদের সুখবর প্রদানকারী হব। সে দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রতিপালকের নিকট আদম-সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচাইতে সম্মানিত, এতে গর্বের কিছু নেই। **যঈফ, মিশকাত (৫৭৬৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٦١١. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيْدَ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَأُكْسَىٰ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُوْمُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِيْ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٧٦٦).**

৩৬১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার জন্য যমিন ফাঁক করা হবে (সবার আগে আমিই কবর হতে উঠবো)। তারপর আমাকে জান্নাতের (একজোড়া) পোশাক পরানো হবে। তারপর আমি আরশের ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমি ছাড়া সৃষ্টিকুলের কেউই সেই জায়গায় দাঁড়াতে পারবে না। **যঈফ, মিশকাত (৫৭৬৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٦١٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ : حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَهُ، قَالَ : فَخَرَجَ، حَتَّىٰ إِذَا دَنَا مِنْهُمْ، سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ، فَسَمِعَ حَدِيْثَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَجَبًا ! إِنَّ اللّٰهَ- عَزَّوَجَلَّ- اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيْلاً، اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَقَالَ آخَرُ : مَا ذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلاَمِ مُوْسَىٰ، كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا!، وَقَالَ آخَرُ : فَعِيْسَىٰ كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ، وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ : «قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ : إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ، وَهُوَ كَذٰلِكَ، وَمُوْسَىٰ نَجِيُّ اللّٰهِ، وَهُوَ كَذٰلِكَ، وَعِيْسَىٰ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ، وَهُوَ كَذٰلِكَ، وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ، وَهُوَ كَذٰلِكَ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِيْ، فَيُدْخِلُنِيْهَا، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، وَلاَ فَخْرَ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٧٦٢).**

৩৬১৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী তাঁর প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন। রাবী বলেন, তিনি বের হয়ে তাদের নিকট এসে তাদের কথাবার্তা শুনলেন। তাদের কেউ বললেন, বিস্ময়ের বিষয়! আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে (একজনকে) নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানিয়েছেন। তিনি ইবরাহীম (আঃ)-কে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন, এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলঃ মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে তাঁর সরাসরি কথাবার্তা। আরেকজন বললেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র কালিমা ("কুন" (হও) দ্বারা সৃষ্ট) এবং তাঁর দেয়া রূহ। আরেকজন বললেন, আদম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটে বের হয়ে তাদেরকে সালাম করে বললেন ঃ আমি তোমাদের কথাবার্তা ও তোমাদের বিস্ময়ের ব্যাপারটা শুনেছি। নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সত্যিই তিনি তাই। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বাক্যালাপকারী, সত্যিই তিনি তাই। ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর রূহ ও কালিমা, সত্যিই তিনি তাই। আর আদম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন, সত্যিই তিনিও তাই। কিন্তু আমি আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব (প্রিয় বন্ধু), তাতে কোন গর্ব নেই। কিয়ামাত দিবসে আমিই হব প্রশংসার পতাকা বহনকারী তাতে কোন গর্ব নেই। কিয়ামাতের দিন আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্ব প্রথমে আমার শাফাআতই কবূল হবে, তাতেও কোন গর্ব নেই। সর্ব প্রথমে আমিই জান্নাতের (দরজার) কড়া নাড়ব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তার দরজা খুলে দিবেন, আমাকেই সর্বপ্রথম জান্নাতে পাঠাবেন এবং আমার সাথে থাকবে গরীব মু'মিনগণও, এতেও গর্বের কিছু নেই। আমি আগে ও পরের সকল লোকের মধ্যে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত, এতেও গর্বের কিছু নেই। **যঈফ, মিশকাত (৫৭৬২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٣٦١٧. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ، وَصِفَةُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ، يُدْفَنُ مَعَهُ. فَقَالَ أَبُوْ مَوْدُوْدٍ : وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ. **ضعيف : «المشكاة»** ‹٥٧٧٢›.

৩৬১৭। মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনি আব্দিল্লাহ ইবনি সালাম তার পিতা হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন (তার দাদা) বলেছেন তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর গুনাবলী লিখা আছে এবং তাঁকে (ঈসা আলাইহিস সালাম-কে) তার সাথে দাফন করা হবে। আবূ মাওদুদ বলেন (আইশা (রাঃ) ঘরে কবরের জন্য জায়গা অবশিষ্ট আছে। **যঈফ, মিশকাত (৫৭৭২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। রাবী আবূ মাওদূদ উসমান ইবনু আয-যাহ্হাক এরূপ বলেছেন। অবশ্য তিনি আযযাহহাক ইবনু উসমান আল-মাদীনী হিসেবেই পরিচিত।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْلَادِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হওয়া প্রসঙ্গে

٣٦١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفِيْلِ، وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ- أَخَا بَنِيْ يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ- : أَأَنْتَ أَكْبَرُ، أَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْبَرُ مِنِّيْ، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيْلَادِ، وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفِيْلِ،

وَرَفَعَتْ بِيْ أُمِّيْ عَلَى الْمَوْضِعِ، قَالَ : وَرَأَيْتُ خَذْقَ الطَّيْرِ أَخْضَرَ مُحِيلاً.

ضعيف الإسناد.

৩৬১৯। কাইস ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তী বছরে (আবরাহার বাহিনী ধ্বংসের বছর) জন্মগ্রহণ করি। তিনি বলেন, ইয়াসার ইবনু লাইস গোত্রীয় কুবাস ইবনু আশইয়ামকে উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) প্রশ্ন করেন, আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাইতে অনেক বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীর বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন। আমার মা আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে গিয়ে আমি পাখিগুলোর (হাতিগুলোর) মলের রং সবুজে বদল হয়ে যেতে দেখেছি। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাবূওয়াতের সূচনা

٣٦٢٠. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوْحٍ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : خَرَجَ أَبُوْ طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ، خَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوْا عَلَى الرَّاهِبِ، هَبَطُوْا فَحَلُّوْا رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ

يَمُرُّوْنَ بِهِ، فَلاَ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَلْتَفِتُ، قَالَ : فَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ، حَتّٰى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : هٰذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ، هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، يَبْعَثُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ : مَا عَلْمَكَ؟! فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِيْنَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ، لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ، إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا، وَلاَ يَسْجُدَانِ إِلاَّ لِنَبِيٍّ، وَإِنِّيْ أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ- وَكَانَ هُوَ فِيْ رِعْيَةِ الْإِبِلِ-، قَالَ : أَرْسِلُوْا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ، وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تَظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ إِلٰى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ، مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : انْظُرُوْا إِلٰى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، مَالَ عَلَيْهِ، قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لاَ يَذْهَبُوْا بِهِ إِلَى الرُّوْمِ، فَإِنَّ الرُّوْمَ إِذَا رَأَوْهُ، عَرَفُوْهُ بِالصِّفَةِ، فَيَقْتُلُوْنَهُ، فَالْتَفَتَ، فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوْا مِنَ الرُّوْمِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوْا : جِئْنَا : إِنَّ هٰذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِيْ هٰذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ، وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، بُعِثْنَا إِلٰى طَرِيْقِكَ هٰذَا، فَقَالَ : هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوْا : إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيْقِكَ هٰذَا، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقْضِيَهُ، هَلْ يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوْا : لاَ، قَالَ : فَبَايَعُوْهُ وَأَقَامُوْا مَعَهُ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ، أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوْا : أَبُوْ طَالِبٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ،

حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلاَلاً، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ، صحيح : «فقه السيرة»، «دفاع عن الحديث النبوي»، ‹٦٢-٧٢›، «المشكاة» ‹٥٩١٧›، لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل.

৩৬২০। আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বলেন ঃ কিছু প্রবীণ কুরাইশসহ আবূ তালিব (ব্যবসার জন্য) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে রাওয়ানা হন। তারা (বুহাইরা) ধর্মযাজকের নিকট পৌঁছে তাদের নিজেদের সাওয়ারী হতে মালপত্র নামাতে থাকে, তখন উক্ত ধর্মযাজক (গীর্জা হতে বেরিয়ে) তাদের নিকটে এলেন। অথচ এ কাফিলা এর আগে অনেকবার এখান দিয়ে চলাচল করেছে কিন্তু তিনি কখনও তাদের নিকট (গীর্জা হতে) বেরিয়ে আসেননি বা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। রাবী বলেন, লোকেরা তাদের বাহন হতে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় সেই ধর্ম যাজক তাদের ভেতরে ঢোকেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে বলেন, ইনি 'সায়্যিদুল আলামীন' (বিশ্ববাসীর নেতা), ইনি রাসূলু রব্বিল আলামীন (বিশ্ববাসীর প্রতিপালকের রাসূল) এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন (বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত স্বরূপ) প্রেরণ করবেন। তখন কুরাইশদের বৃদ্ধ লোকেরা তাকে প্রশ্ন করে, কে আপনাকে জানিয়েছে? তিনি বলেন, যখন তোমরা এ উপত্যকা হতে নামছিলে, (তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে,) প্রতিটি গাছ ও পাথর সিজদায় লুটিয়ে পড়ছে। এ দুটি নাবী ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকে সিজদা করে না। এতদভিন্ন তাঁর ঘাড়ের নীচে আপেল সদৃশ গোলাকার মোহরে নাবূওয়াতের সাহায্যে আমি তাঁকে চিনেছি। পাদ্রী তার খানকায় ফিরে গিয়ে তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। তিনি খাদ্যদ্রব্যসহ যখন তাদের নিকটে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পাল চরাতে গিয়েছিলেন। পাদ্রী বলেন, তোমরা তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা কর। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন, তখন একখণ্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিল এবং তিনি যখন কাফিলার কাছে ফিরে এলেন তখন কাফিলার লোকেরা গাছের ছায়ায় বসা ছিল।

তিনি বসলে গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাদ্রী বলেন, তোমরা গাছের ছায়ার দিকে লক্ষ্য কর, ছায়াটি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাবী বলেন, ইত্যবসরে পাদ্রী তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে শপথ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা তাঁকে নিয়ে রোম সাম্রাজ্যে যেও না। কেননা রূমীরা যদি তাঁকে দেখে তাহলে তাঁকে চিহ্নগুলোর দ্বারা সনাক্ত করে ফেলবে এবং তাঁকে মেরে ফেলবে। এমতাবস্থায় পাদ্রী লক্ষ্য করেন যে, রূমের সাতজন লোক তাদের দিকে আসছে। পাদ্রী তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করে, তোমরা কেন এসেছ? তারা বলে, এ মাসে আখিরী যামানার নাবীর আগমন ঘটবে। তাই চলাচলের প্রতিটি রাস্তায় লোক পাঠানো হয়েছে, কোন রাস্তাই বাদ নেই। আমাদেরকে তাঁর প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, তাই আমাদের আপনাদের পথে পাঠানো হয়েছে। পাদ্রী রোমী নাগরিকদের প্রশ্ন করেন, তোমাদের পেছনে তোমাদের চেয়েও ভাল কোন ব্যক্তি আছে কি (কোন পাদ্রী তোমাদেরকে এই নাবীর সংবাদ দিয়েছে কি)? তারা বলল, আপনার এ রাস্তায়ই আমাদেরকে ঐ নাবীর আসার খবর দেয়া হয়েছে। পাদ্রী বলেন, তোমাদের কি মত, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তবে কোন মানুষের পক্ষে তা প্রতিহত করা কি সম্ভব? তারা বলল, না (অর্থাৎ শেষ যামানার নাবীর আগমন ঘটবেই, কোন মানুষ তা ঠেকাতে পারবে না)। রাবী বলেন, তারপর তিনি বলেন, তোমরা তাঁর (প্রতিশ্রুত নাবীর) নিকট আনুগত্যের শপথ কর এবং তাঁর সাহচর্য অবলম্বন কর। তারপর পাদ্রী (কুরাইশ কাফিলাকে) আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করে প্রশ্ন করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর অভিভাবক? লোকেরা বলল, আবূ তালিব। পাদ্রী আবূ তালিবকে অবিরতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করে তাঁকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মক্কায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং আবূ বাক্র (রাঃ) তাঁর সাথে বেলালকে দেন। আর পাদ্রী তাঁকে পাথেয় হিসেবে কিছু রুটি ও যাইতূনের তৈল দেন। **সহীহ, ফিকহুস সীরাহ, দিফা আনিল হাদীসে নাববী, (৬২-৭২), মিশকাত (৫৯১৭), তবে বিলালের উল্লেখটুকু মুনকার।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٤) بَابٌ فِيْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كَمْ كَانَ حِيْنَ بُعِثَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাবূওয়াত লাভ এবং নাবূওয়াত লাভকালে তাঁর বয়স

٣٦٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً. **شاذ : المصدر نفسه.**

৩৬২২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ষট্টি বছর। **শাজ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আমাদের নিকট এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী)-ও তার হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (পাথর ও গাছপালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করত)

٣٦٢٦. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِيْ ثَوْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْنَا فِيْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ، إِلَّا وَهُوَ يَقُوْلُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! **ضعيف : «المشكاة» (٥٩١٩ - التحقيق الثاني).**

৩৬২৬। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার

কোন এক প্রান্তের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি যে কোন পাহাড় বা বৃক্ষের নিকট দিয়ে যেতেন তারা তাঁকে "আস-সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ" বলে অভিবাদন জানাত। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৯১৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। একাধিক রাবী এ হাদীস ওয়ালীদ ইবনু আবূ সাওর-আব্বাদ ইবনু আবূ ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদঃ ৮ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট

٣٦٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِيْ حَلِيْمَةَ- مِنْ قَصْرِ الْأَحْنَفِ-، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-. قَالُوْا : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ- مَوْلَى غُفْرَةَ- : حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ- مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ-، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَّغِطِ، وَلاَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلاَ بِالسَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ، وَلاَ بِالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيْرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ، جَلِيْلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدُ، ذُوْ مَسْرُبَةٍ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ، كَأَنَّمَا يَمْشِيْ فِيْ صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ، الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، أَجْوَدُ النَّاسِ كَفًّا، وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ

عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيْهَةً، هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً، أَحَبَّهُ، يَقُوْلُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ. **ضعيف : «مختصر الشمائل»، «المشكاة» (٥٧٩١).**

৩৬৩৮। আলী (রাঃ)-এর নাতি ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন ঃ তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং অত্যন্ত বেঁটেও ছিলেন না, বরং লোকদের মাঝে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর মাথার চুল খুব বেশি কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না, বরং কিছুটা ঢেউ খেলানো ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন না, তাঁর মুখাবয়ব সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, বরং কিছুটা গোলাকার ছিল। তিনি ছিলেন সাদা-লাল মিশ্রিত গৌরবর্ণের এবং লম্বা ভ্রুযুক্ত কালো চোখের অধিকারী। তাঁর হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল মজবুত, বাহু ছিল মাংসল। তাঁর দেহে অতিরিক্ত লোম ছিল না, বুক হতে নাভি পর্যন্ত হালকা লোমের একটি রেখা ছিল। তাঁর হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে পুরু। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন, যেন তিনি ঢালবিশিষ্ট স্থান হতে (নীচে সমতলে) নামছেন। তিনি কারো দিকে ফিরে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে তাকাতেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নাবুওয়াতের মোহর। তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যীন (নাবীগণের মোহর বা তাদের আগমন ধারার পরিসমাপ্তিকারী)। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও দানশীল, বাক্যালাপে সত্যবাদী, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং বন্ধু-বান্ধব ও সহোচরদের সাথে সম্মানের সাথে বসবাসকারী (অথবা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত)। যে কেউ তাঁকে প্রথম বারের মত দেখেই সে প্রভাবান্বিত হত। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মিশত এবং তাঁর প্রসঙ্গে জানতো সে তাঁর প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে যেত। তাঁর বর্ণনা প্রদানকারী বলতে বাধ্য হত, তাঁর আগে বা পড়ে আমি আর কাউকে তাঁর এরকম (সৌন্দর্যময়) দেখিনি।

যঈফ, মুখতাসার শামায়িল, মিশকাত (৫৭৯১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসের সনদসূত্র

মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) নয়। আবূ জাফর বলেন, আমি আল-আসমাঈকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও গঠনাকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি ঃ "মুম্মাগিত" অর্থ অতিরিক্ত লম্বা। আল-আসমাঈ আরো বলেন, আমি এক বিদুঈনকে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, "তামাগ্গাতা ফী নুশশাবাতিন" (সে তার তীর খুব টেনেছে)। "মুতারাদ্দিদ" অর্থ স্থূলতার কারণে বেঁটে দেহের একাংশ অপরাংশের মধ্যে প্রবিষ্ট মনে হওয়া। "কাতাত" অর্থ কুঞ্চিত ও কোঁকড়ানো। "রাজিল" যে ব্যক্তির মাথার চুল কোঁকড়ানো সে। "মুতাহ্হাম" অর্থ স্থূল দেহ, মাংসল দেহ। "মুকালসাম" গোলগাল চেহারা। "মুশরাব" এমন রং যা সাদা-লালে (দুধে আলতায়) মিশ্রিত, গৌর, এটা সবচেয়ে সুন্দর বর্ণ। "আদআজ" অর্থ চোখ ঘোর কালো। "আহ্দাব" যার ভ্রু লম্বা। "কাতাদ" দুই কাঁধের সঙ্গমস্থল, একে 'কাহিল'ও বলা হয়। "মাসরুবাত" বুকের পশমের সরল রেখা যা বুক হতে নাভী পর্যন্ত প্রলম্বিত। "আশ-শাছ্ন" অর্থ যার হাত ও পায়ের অঙ্গুলীসমূহ এবং হাত ও পায়ের পাতা মাংসবহুল। "আত-তাকাল্লাউ" অর্থ দৃঢ় পদক্ষেপে পথ অতিক্রম। "সাবাব" অর্থ (উপর হতে নীচে) ঢালু স্থান দিয়ে নেমে আসা। যেমন আমরা বলি, আমরা উপর হতে নীচে নামছি। "জালীলুল মুশাশ" বড় গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ বাহুর অগ্রভাগ, ঊর্দ্ধবাহু। "ইশরাত" অর্থ সাহচর্য, "আশীরু" অর্থ সঙ্গী-সহচর, "বাদীহাতু" অর্থ দৈবাৎ, হঠাৎ। যেমন আরবরা বলে, বাদাহ্তুহু বিআমরিন' অর্থাৎ আমি তাকে হঠাৎ কোন বিষয়ে ভীত-বিহ্বল করে দিয়েছি।

١٢) بَابٌ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট

٣٦٤٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كَانَ فِيْ سَاقَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمُوْشَةٌ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، وَكُنْتُ إِذَا

نَظَرْتُ إِلَيْهِ، قُلْتُ : أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. **ضعيف : المصدر نفسه.**

৩৬৪৫। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের জঙ্ঘাদ্বয় ছিল হালকা-পাতলা। তিনি মুচকি হাসিই দিতেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে মনে হত তিনি উভয় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে সুরমা লাগানো থাকত না। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান, এই সূত্রে গারীব।

٣٦٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي يُوْنُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِيْ فِيْ وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِيْ مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَىٰ لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ. **ضعيف : المصدر نفسه.**

৩৬৪৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে বেশি সুন্দর কোন জিনিষ দেখিনি। যেন সূর্য তাঁর চেহারায় (মুখমণ্ডলে) বিচরণ করছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত চলতেও আর কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। যেন তার জন্য যমিনকে গুটানো হত। তাঁর সাথে পথ চলতে আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা হত, আর তিনি অনায়াসে চলে যেতেন। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

١٣) بَابٌ فِيْ سِنِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كَمْ كَانَ حِيْنَ مَاتَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স এবং যে বয়সে তিনি মারা যান

٣٦٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَمَّارٌ- مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ-، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ. شاذ : ومضى ‹٣٤٥٦›.

৩৬৫০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা যান (জন্ম ও মৃত্যুর বছর দু'টিকে আলাদা দু'টি বছর ধরে)। **শাজ, (৩৪৫৬) নং হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে**

٣٦٥١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ : حَدَّثَنَا عَمَّارٌ- مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ- : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ. شاذ : انظر ما قبله.

৩৬৫১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা যান।

শাজ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ (এক বান্দা পার্থিব জীবনের উপর আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন)

٣٦٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ

عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَقَالَ : «إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ، وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ»، قَالَ : فَبَكَىٰ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ : أَلاَ تَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا الشَّيْخِ، إِذْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً صَالِحًا، خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ؟! قَالَ : فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَلْ نَفْدِيْكَ بِآبَائِنَا وَأَمْوَالِنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ إِلَيْنَا فِيْ صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ، مِنِ ابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً؛ لاَ تَّخَذْتُ ابْنَ أَبِيْ قُحَافَةَ خَلِيْلاً، وَلٰكِنْ وُدٌّ، وَإِخَاءُ إِيْمَانٍ، وُدٌّ وَإِخَاءُ إِيْمَانٍ- مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا-، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ». **ضعيف الإسناد.**

৩৬৫৯। আবুল মুআল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা (ভাষণ) দেবার সময় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে এই ইখতিয়ার দেন যে, সে যতদিন ইচ্ছা দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে এবং দুনিয়ার নিয়ামাতরাজি যথেচ্ছা ভোগ করবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হবে। ঐ বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়াকেই ইখতিয়ার করেছে। রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) আবূ বাক্র (রাঃ) কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলেন, তোমরা কি এ বৃদ্ধের কাণ্ড দেখে অবাক হবে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্ তা'আলার এক পুণ্যবান বান্দা প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন, তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জন, এ দু'টির যে

কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছেন তখন সে বান্দা তাঁর রবের সান্নিধ্য অর্জনকেই ইখতিয়ার করেছেন (এতে কান্নার কি আছে)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তার তাৎপর্য বুঝার ব্যাপারে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-ই ছিলেন তাদের মধ্যে বেশি জ্ঞানী। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বলেন, বরং আমরা আমাদের পিতা-মাতা ও আমাদের ধন-সম্পদ আপনার জন্য উৎসর্গ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে নিজের সাহচর্য ও নিজস্ব সম্পদ দিয়ে ইবনু আবূ কুহাফার চাইতে অধিক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। যদি আমি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে ইবনু আবূ কুহাফাকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু বড় বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ঈমানের (বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব)। এ কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বলেন। তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের সাথী (মহানাবী) আল্লাহ্ তা'আলার একনিষ্ঠ বন্ধু।

সনদ দুর্বল

এ অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٦) بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ كِلَيْهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ আবূ বাকার ও উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٦٦٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، وَهُمْ جُلُوسٌ، فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ، إِلَّا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ، وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا. **ضعيف** : «المشكاة» (٦٠٥٣).

৩৬৬৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের আবূ বাক্‌র ও উমারসহ বসা অবস্থায় তাদের নিকট আসতেন। কিন্তু আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। অথচ তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতেন এবং তিনিও তাদের উভয়ের দিকে তাকাতেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন এবং তিনিও তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন। **যঈফ, মিশকাত (৬০৫৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু হাকাম ইবনু আতিয়্যার সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। কোন কোন হাদীস বিশারদ হাকাম ইবনু আতিয়্যার সমালোচনা করেছেন।

٣٦٦٩. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، وَقَالَ : «هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٩٩›.**

৩৬৬৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-এর হাত ধরা অবস্থায় বেরিয়ে এসে মাসজিদে ঢুকেন। তাদের একজন ছিলেন তাঁর ডান পাশে এবং অপরজন ছিলেন তাঁর বাম পাশে। তিনি বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন আমরা এভাবে (হাত ধরা অবস্থায়) উঠবো।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৯৯)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। সাঈদ ইবনু মাসলামা হাদীসবিশেষজ্ঞদের মতে তেমন মজবুত রাবী নন। এ হাদীসটি নাফি হতে ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রেও ভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٧٠. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنِي كَثِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : «أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ».

ضعيف : «المشكاة» (٦٠١٩).

৩৬৭০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাক্র (রাঃ)-কে বলেন ঃ আপনি হাওযে (কাওসারে) আমার সাথী এবং (হিযরাতকালেও ছাওর পর্বত) গুহায় আপনিই (ছিলেন) আমার সাথী। **যঈফ, মিশকাত (৬০১৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٦٧٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ». **ضعيف جداً : «الضعيفة» (٤٨٢٠).**

৩৬৭৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জাতির মধ্যে আবূ বাক্র হাযির থাকতে তাদের ইমামতি করা অন্য কারো জন্য কাম্য নয়।

অত্যন্ত দুর্বল, যঈফা (৪৮২০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

١٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (প্রত্যেক নাবীরই উযীর আছে)

٣٦٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ

أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَـا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّـمَـاءِ، وَوَزِيْرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : فَـأَمَّـا وَزِيْرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَـاءِ، فَـجِبْـرِيْلُ وَمِـيْكَائِيْلُ، وَأَمَّـا وَزِيْرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَـأَبُوْ بَكْرٍ وَعُـمَـرُ». ضعيف : «المشكاة» ‹٦٠٥٦›.

৩৬৮০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীরই আকাশবাসীদের মধ্য হতে দু'জন উযীর এবং যমিনবাসীদের মধ্য হতে দু'জন উযীর ছিল। আকাশবাসীদের মধ্য হতে আমার দু'জন উযীর হলেন জিব্রাঈল ও মীকাঈল আলাইহিস সালাম এবং যমিনবাসীদের মধ্য হতে আমার দু'জন উযীর হলেন আবূ বাক্র ও উমার। **যঈফ, মিশকাত (৬০৫৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আর আবুল জাহ্হাফের নাম দাউদ ইবনু আবূ আওফ। সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আবুল জাহ্হাফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন প্রিয় লোক। তালীদ ইবনু সুলাইমানের ডাক নাম আবূ ইদরীস, তিনি শীয়া মতালম্বী।

١٨) بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٦٨٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ النَّضْرِ أَبِيْ عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ! أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ بِعُمَرَ»، قَالَ : فَأَصْبَحَ، فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَسْلَمَ. ضعيف جداً : «المشكاة» ‹٦٠٣٦›.

৩৬৮৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "হে আল্লাহ! আবূ জাহ্‌ল ইবনু হিশাম অথবা উমার ইবনুল খাত্তাবের মারফত ইসলামকে শক্তিশালী কর"। রাবী বলেন ঃ পরের দিন সকালে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে ইসলাম ক্ববূল করেন।

অত্যন্ত দুর্বল, মিশকাত (৬০৩৬)

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীব। কিছু মুহাদ্দিস আন-নাযর আবূ উমারের সমালোচনা করেছেন। তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٦٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ أَبُوْ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ- ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِأَبِيْ بَكْرٍ : يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ! فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ». **موضوع : «الضعيفة» ‹١٣٥٧›.**

৩৬৮৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ উমার (রাঃ) আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেই হে সর্বোত্তম মানুষ। আবূ বাকর (রাঃ) বলেন, আপনি আমার প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করলেন! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই বলতে শুনেছি ঃ উমারের চাইতে অধিক ভালো কোন লোকের উপর দিয়ে সূর্য উঠেনি।

মাওযূ যঈফা (১৩৫৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আলোচ্য সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। এ হাদীসের সনদসূত্র তেমন মজবুত নয়। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٩٢. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَيُحْشَرُونَ مَعِيْ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ، حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ». **ضعيف : «الضعيفة»** ‹٢٩٤٩›.

৩৬৯২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার জন্যই প্রথমে (কবর) বিদীর্ণ করা হবে, তারপর আবূ বাকরের, তারপর উমারের জন্য। তারপর আমি আল-বাকী'র কবরবাসীদের নিকট আসব এবং তাদেরকে আমার সাথে হাশরের মাঠে সমবেত করা হবে। তারপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য প্রতীক্ষা করব। পরিশেষে হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা)-এর মধ্যবর্তী স্থানে আমাকে উঠানো হবে। **যঈফ, যঈফা** (২৯৪৯)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। (আমার মতে) আসিম ইবনু উমার 'হাফেজে হাদীস' নন।

٣٦٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَاطَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ : «يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَاطَّلَعَ عُمَرُ. **ضعيف : «المشكاة»** ‹٦٠٨٥›.

৩৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সামনে জান্নাতীদের একজন আবির্ভূত হবেন। ইত্যবসরে আবূ বাক্‌র (রাঃ)

আবির্ভূত হন। তিনি আবার বলেন ঃ তোমাদের সামনে জান্নাতীদের একজন আবির্ভূত হবেন। ইত্যবসরে উমার (রাঃ) আবির্ভূত হন।

যঈফ, মিশকাত (৬০৮৫)

এ অনুচ্ছেদে আবূ মূসা ও জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীসটি গারীব।

١٩) بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ উসমান (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٦٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ، وَرَفِيْقِيْ- يَعْنِيْ- : فِيْ الْجَنَّةِ عُثْمَانُ». **ضعيف : «ابن ماجه» (١٠٩).**

৩৬৯৮। তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীর একজন করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। জান্নাতে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবেন উসমান (রাঃ)। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১০৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এর সনদসূত্র তেমন সুদৃঢ় নয় এবং এটি মুনকাতে হাদীস।

٣٧٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا السَّكَنُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ -وَيُكْنٰى : أَبَا مُحَمَّدٍ، مَوْلًى لِآلِ عُثْمَانَ- : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِيْ هِشَامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،

فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَيَّ مِائَةُ بَعِيْرٍ، بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيْرٍ، بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَيَّ ثَلَاثُ مِائَةِ بَعِيْرٍ، بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُوْلُ : «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ». **ضعيف : «المشكاة» (٦٠٦٣).**

৩৭০০। আবদুর রহমান ইবনু খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসাধারণকে জাইশুল উসরাত অর্থাৎ তাবূকের সামরিক অভিযানে আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য উৎসাহিত করছিলেন, তখন আমি সেখানে হাযির ছিলাম। উসমান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সুসজ্জিত এক শত উট (গদি-পালানসহ) আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার যুদ্ধের (আর্থিক খরচ বহনের উদ্দেশ্যে) লোকদেরকে উৎসাহিত করলেন। উসমান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গদি-পালানসহ আমি দুই শত উট আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করলাম। তিনি আবারও লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেন। উসমান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি গদি-পালানসহ তিন শত উট আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করলাম। রাবী আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর হতে এ কথা বলতে বলতে নামতে দেখছি– আজকের পর হতে উসমান যাই করুক তার জন্য তাকে কৈফিয়াত দিতে হবে না। আজকের পর হতে উসমান যাই করুক তার জন্য তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। **যঈফ, মিশকাত (৬০৬৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। আমরা

শুধুমাত্র আস-সাকান ইবনুল মুগীরাহর সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٠٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّاسُ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ عُثْمَانَ فِيْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ»، فَضَرَبَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيْهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ. **ضعيف** : «المشكاة» (٦٠٦٥).

৩৭০২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদেরকে) স্বতস্ফূর্তভাবে আনুগত্যের শপথ (বাইআতুর রিদওয়ান) করার হুকুম দেন তখন উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মক্কার বাসিন্দাদের নিকট গিয়েছিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ লোকেরা আনুগত্যের শপথ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনীয় কাজে গেছে। তারপর তিনি নিজের এক হাত অপর হাতের উপর রাখেন (উসমানের বাইআতস্বরূপ)। রাবী বলেন ঃ উসমান (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতখানা লোকদের নিজেদের জন্য তাদের হাতের চাইতে বেশি ভাল ছিল।

যঈফ, মিশকাত (৬০৬৫)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٠٩. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا

: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَأَيْنَاكَ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلَ هٰذَا؟! قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ يَبْغَضُ عُثْمَانَ، فَأَبْغَضَهُ اللّٰهُ». موضوع : «الضعيفة» (١٩٦٧).

৩৭০৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এক লোকের মরদেহ তার জানাযার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আনা হয়। কিন্তু তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন না। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এই লোকের পূর্বে আপনাকে আর কারো জানাযা আদায় করা হতে বিরত থাকতে দেখিনি। তিনি বললেন ঃ এ লোকটি উসমানের প্রতি হিংসা পোষণ করত, তাই আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি নারাজ হয়েছেন।

মাওযূ, যঈফা (১৯৬৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। এই মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হলেন মায়মূন ইবনু মিহরানের শিষ্য এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে অত্যাধিক দুর্বল। আর মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ, যিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর শিষ্য, বসরার অধিবাসী, নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তার উপনাম আবুল হারিস। আর মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আল-আলহানী হলেন আবূ উমামা (রাঃ)-এর শিষ্য, তিনিও নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি সিরিয়ার বাসিন্দা এবং তার আরেক নাম আবূ সুফিয়ান।

٢٠) بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٧١٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو

عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «رَحِمَ اللّٰهُ أَبَا بَكْرٍ : زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلاَلاً مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ : يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، تَرَكَهُ الْحَقُّ، وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللّٰهُ عُثْمَانَ : تَسْتَحْيِيهِ الْمَلاَئِكَةُ، رَحِمَ اللّٰهُ عَلِيًّا : اللّٰهُمَّ! أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ». **ضعيف جداً : «الضعيفة» ‹٢٠٩٤›، «المشكاة» ‹٦١٢٥›.**

৩৭১৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আবূ বাক্‌রের মঙ্গল করুন। তিনি তার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন, আমাকে দারুল হিজরাতে (মাদীনায়) নিয়ে এসেছেন এবং নিজের মাল দিয়ে বিলালকে গোলাম হতে আযাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা উমারকে দয়া করুন। অপ্রিয় হলেও তিনি হাক (সত্য) কথা বলেন। তার সত্য ভাষণই তাকে সঙ্গহীন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা উসমানের প্রতি দয়া করুন। সে এত অধিক লাজুক যে, ফিরিশতারা পর্যন্ত তাকে দেখে লজ্জাবোধ (সম্মান) করেন। আল্লাহ তা'আলা আলীকে দয়া করুন। হে আল্লাহ! সে যেখানেই থাকুক, সত্যকে তার চিরসাথী করুন। **অত্যন্ত দুর্বল, যঈফা (২০৯৪), মিশকাত (৬১২৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। মুখ্‌তার ইবনু নাফি' বাসরার শাইখ, অনেক অপরিচিত বিষয় তিনি বর্ণনা করেন, আবূ হাইয়্যান আত্‌-তাইমীর নাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কূফার অধিবাসী নির্ভরযোগ্য রাবী।

٣٧١٥. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالرَّحْبَةِ، قَالَ

: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ، خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- فِيْهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَأُنَاسٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ-، فَقَالُوْا، : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَرِقَّائِنَا، وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوْا فِرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ، سَنُفَقِّهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! لَتَنْتَهُنَّ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّيْنِ، قَدِ امْتَحَنَ اللّٰهُ قَلْبَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ»، قَالُوْا : مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ : مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! وَقَالَ عُمَرُ : مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ»، وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٌّ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». **ضعيف الإسناد : لكن الجملة الأخيرة منه صحيحة متواترة، فانظر الحديث <٢٦٤٥>.**

৩৭১৫। রিবঈ ইবনু হিরাশ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আলী (রাঃ) কূফার মুক্তাঙ্গনে (আর-রাহ্বায়) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন মুশরিকদের ক'জন লোক আমাদের নিকটে আসে। তাদের মধ্যে সুহাইল ইবনু আমরসহ আরো ক'জন গণ্যমান্য মুশরিক ছিল। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সন্তান-সন্তুতি, ভাই ও ক্রীতদাসসহ কিছু সংখ্যক লোক আপনার নিকট এসে পরেছে। ধর্ম সম্পর্কে তারা মূর্খ এবং তারা আমাদের ভূসম্পত্তি ও ক্ষেত-খামার হতে পালিয়ে এসেছে। অতএব আপনি তাদেরকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। যদিও তাদের ধর্মের বিষয়ে তেমন জ্ঞান নেই, তাই আমরা তাদেরকে বুঝাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন ঃ হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা এরকম কর্মকাণ্ড হতে বিরত হও। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোকদের পাঠাবেন, যারা তোমাদের ঘাড়ে দীনের তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তখন মুসলমানরা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? আবূ বাক্র (রাঃ)-ও বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে সেই ব্যক্তি? উমার (রাঃ)-ও বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সেই লোক? তিনি বললেনঃ সে একজন জুতা সেলাইকারী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে তাঁর জুতাটা সেলাই করতে দিয়েছিলেন। রাবী বলেন ঃ আলী (রাঃ) আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার থাকার জায়গা নির্ধারণ করল। **সনদ দুর্বল, তবে হাদীসের শেষাংশ সহীহ মুতাওয়াতির, দেখুন হাদীস নং (২৬৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আমরা শুধু আলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। তিরমিযী জারূদ হতে ওয়াকীর সূত্রে বলেন ঃ রিবঈ ইবনু হিরাশ ইসলামের মধ্যে কোন মিথ্যা কথা বলেননি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবীল আসওয়াদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ মানসূর ইবনুল মু'তামির কূফাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্থ রাবী।

٢١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ (মুনাফিকরা আলীর প্রতি বিদ্বেষী)

٣٧١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُوْنَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِيْنَ- نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ- بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ. **ضعيف الإسناد**

-حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الْمُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، وَلَا يَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ». **ضعيف : «المشكاة» (٦٠٩١).**

৩৭১৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা আনসার সম্প্রদায় মুনাফিকদের নিশ্চয়ই চিনি। তারা আলী (রাঃ)-এর প্রতি হিংসা পোষণকারী। **অত্যন্ত দুর্বল সনদ**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র আবূ হারুনের সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। শুবা (রাহঃ) আবূ হারূন আল-আবদীর সমালোচনা করেছেন। এ হাদীস আমাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে এ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

আল মুসাবির আল-হিমইয়ারী তার মা এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি উম্মু সালামাহ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, একমাত্র মুনাফিকরাই আলী (রাঃ)-কে ভালবাসে না। আর মু'মিনগণ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। **যঈফ, মিশকাত (৬০৯১)**

এ অনুচ্ছেদে আলী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি এই সূত্রে হাসান গারীব। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান হতে সুফিয়ান সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧١٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ- ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ- : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ»، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَمِّهِمْ لَنَا، قَالَ : «عَلِيٌّ مِنْهُمْ- يَقُولُ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا-، وَأَبُو

ذَرٌّ، وَالْمِقْدَادُ، وَسَلْمَانُ، أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّه يُحِبُّهُمْ». **ضعيف** : «ابن ماجه» ‹١٤٩›.

৩৭১৮। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন এবং তিনি আমাকে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে তাদের নামগুলো বলুন। তিনি বললেন ঃ আলীও তাদের একজন। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। (অবশিষ্ট তিনজন হলেন) আবূ যার, মিকদাদ ও সালমান (রাঃ)। তাদেরকে ভালোবাসতে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৪৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু শারীকের রিওয়ায়াত হিসেবেই এ হাদীস জেনেছি।

٣٧٢٠. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ قَادِمٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : آخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ، وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». **ضعيف** : «المشكاة» ‹٦٠٨٤›.

৩৭২০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভায়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করলেন। তারপর আলী (রাঃ) কান্না ভেজা চোখে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার সাহাবীদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে

আবদ্ধ করেছেন, অথচ আমাকে কারো সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ দুনিয়া ও পরকালে তুমি আমারই ভাই। **যঈফ, মিশকাত (৬০৮৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ অনুচ্ছেদে যাইদ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٢١. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ، فَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! ائْتِنِيْ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ.. يَأْكُلُ مَعِيْ هٰذَا الطَّيْرَ»، فَجَاءَ عَلِيٌّ، فَأَكَلَ مَعَهُ. **ضعيف : «المشكاة» <٦٠٨٥>.**

৩৭২১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাখির ভুনা গোশত হাযির ছিল। তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার নিকট সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিকে আমার সাথে এই পাখির গোশত খাওয়ার জন্য হাযির করে দাও। ইত্যবসরে আলী (রাঃ) এসে হাযির হন এবং তাঁর সাথে খাবার খান। **যঈফ, মিশকাত (৬০৮৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রে আস-সুদ্দীর রিওয়ায়াত হতে এ হাদীস জেনেছি। এ হাদীস অন্যভাবেও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। আস-সুদ্দীর নাম ইসমাঈল ইবনু আবদুর রহমান। তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর দেখা পেয়েছেন এবং হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ)-কে দেখেছেন। শুবা, সুফিয়ান সাওরী, যাইদাহ্ ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আলকাত্তান প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

٣٧٢٢. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ، قَالَ : قَالَ

عَلِيٍّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَانِيْ، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِيْ.

ضعيف : «المشكاة» (٦٠٨٦).

৩৭২২। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হিন্দ আল-জামালী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চেয়েছি তখনই তিনি আমাকে দিয়েছেন এবং যখন নিশ্চুপ থেকেছি তখনও আমাকেই প্রথম দিয়েছেন। **যঈফ, মিশকাত (৬০৮৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং আলোচ্য সূত্রে গারীব।

٣٧٢٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّوْمِيِّ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا». **ضعيف : «المشكاة» (٦٠٨٧).**

৩৭২৩। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি (জ্ঞানের ভাণ্ডার) পাঠশালা এবং আলী তার দরজা। **যঈফ, মিশকাত (৬০৮৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব মুনকার। কিছু রাবী এ হাদীস শারীক হতে বর্ণনা করেছেন এবং তারা এর সনদে 'আস-সুনাবিহী হতে' উল্লেখ করেননি। অনন্তর আমরা উক্ত হাদীস শারীক হতে কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে জানতে পারিনি। এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ،

وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَقَالَ : «إِذَا كَانَ الْقِتَالُ، فَعَلِيٌّ»، قَالَ : فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا، فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِيْ خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَشِيْ بِهِ، قَالَ : فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَرَأَ الْكِتَابَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ : «مَا تَرَى فِيْ رَجُلٍ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ؟!»، قَالَ : قُلْتُ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ، وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ! وَإِنَّمَا أَنَا رَسُوْلٌ، فَسَكَتَ. **ضعيف الإسناد : ومضى برقم ‹١٦٨٧›.**

৩৭২৫। আল-বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং একদলের সেনাপতি বানালেন আলী (রাঃ)-কে এবং অপর দলের অধিনায়ক বানালেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাঃ)-কে। তিনি আরো বলেন ঃ যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন আলী হবে (সমগ্র বাহিনীর) প্রধান সেনাপতি। রাবী বলেন, আলী (রাঃ) একটি দুর্গ জয় করেন এবং সেখান হতে একটি যুদ্ধবন্দিনী নিয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে খালিদ (রাঃ) এক চিঠি লিখে আমার মাধ্যমে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পাঠান যাতে তিনি আলী (রাঃ)-এর দোষ চর্চা করেন। রাবী বলেন, আমি চিঠি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলাম। তিনি চিঠি পড়ার পর তাঁর (মুখমণ্ডলের) রং বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি এমন লোক প্রসঙ্গে কি ভাবো যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলও যাকে ভালোবাসেন? রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ হতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাই। আমি একজন বার্তাবাহক মাত্র। (এ কথায়) তিনি নীরব হন। **সনদ দুর্বল। ১৬৮৭ নং হাদীসে পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣٧٢٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ، فَانْتَجَاهُ، فَقَالَ النَّاسُ : لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا انْتَجَيْتُهُ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاهُ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹٦٠٨٨›، **«الضعيفة»** ‹٣٠٨٤›.

৩৭২৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ তাইফ অভিযানের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে নিকটে ডেকে তার সাথে চুপিচুপি কথাবার্তা বললেন। জনসাধারণ বলল, তিনি তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ চুপিসারে কথাবার্তা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তার সাথে চুপিসারে কথা বলিনি, বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তার সাথে চুপিসারে কথা বলেছেন। **যঈফ, মিশকাত (৬০৮৮), যঈফা (৩০৮৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু আল-আজলাহ-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি। ইবনুল ফুযাইল ব্যতীত অন্য রাবীও আল-আজলাহ হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহ্ তা'আলাই চুপিসারে তার সাথে কথা বলেছেন" বাক্যের মর্মার্থ এই যে, তার সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে হুকুম করেছেন।

٣٧٢٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ : «يَا عَلِيُّ! لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ، غَيْرِيْ وَغَيْرِكَ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹٦٠٨٩›، **«الضعيفة»** ‹٤٩٧٣›.

৩৭২৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে আলী! তুমি ও আমি ছাড়া আর কারো জন্য এ মাসজিদে নাপাক হওয়া বৈধ নয়। **যঈফ, মিশকাত (৬০৮৯) যঈফা (৪৯৭৩)**

আলী ইবনুল মুনযির বলেন, আমি যিরার ইবনু সুরাদকে প্রশ্ন করলাম, এ হাদীসের মর্মার্থ কি? তিনি বলেন, তুমি ও আমি ছাড়া নাপাক অবস্থায় এ মাসজিদের মধ্য দিয়ে হাটাচলা করা অন্য কারো জন্য জায়িজ নয়।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু আলোচিত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী) এ হাদীস আমার নিকট শুনেছেন এবং তিনি এটিকে গারীব বলে মত দিয়েছেন।

٣٧٢٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىٰ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَصَلَّىٰ عَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. **ضعيف الإسناد.**

৩৭২৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবূওয়াত পেয়েছেন সোমবার এবং আলী (রাঃ) নামায আদায় করেন মঙ্গলবার। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু মুসলিম আল-আওয়ারের সূত্রেই এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। আর মুসলিম আল-আওয়ার হাদীসবিশেষজ্ঞদের মতে তেমন মজবুত রাবী নন। উক্ত হাদীস মুসলিম হতে, তিনি হাব্বাহ হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে এ সূত্রেও একই রকম বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٢٩. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ، قَالَ : قَالَ

عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَانِيْ، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِيْ.

تقدم برقم ‹٣٧٢٢›.

৩৭২৯। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হিন্‌দ আল-জামালী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চেয়েছি তখনই তিনি আমাকে দিয়েছেন এবং যখন নিশ্চুপ থেকেছি তখনও আমাকেই প্রথম দিয়েছেন। **হাদীসটি ৩৭২২ নং হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সনদ সূত্রে হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٧٣٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَخْبَرَنِيْ أَخِيْ مُوْسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَقَالَ : «مَنْ أَحَبَّنِيْ، وَأَحَبَّ هٰذَيْنِ، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، كَانَ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٣١٢٢›، «تخريج المختارة» ‹٣٩٢-٣٩٧›.**

৩৭৩৩। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের হাত ধরে বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে এবং এ দু'জন ও তাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামাতের দিন আমার সাথে একই মর্যাদায় থাকবে। **যঈফ, যঈফা (৩১২২), তাখরীজুল মুখতারাহ্ (৩৯২-৩৯৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা জাফর ইবনু মুহাম্মাদ হতে শুধুমাত্র এই সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি।

٣٧٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرَاحِيلَ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ، قَالَتْ : فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ - وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ - يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! لَا تُمِتْنِي، حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا». **ضعيف** : «المشكاة» (٦٠٩٠).

৩৭৩৭। উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন, তাদের সঙ্গে আলী (রাঃ)-ও ছিলেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই হাত উপরে তুলে বলতে শুনলাম ঃ ইয়া আল্লাহ! আলীকে না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দান করো না। **যঈফ, মিশকাত (৬০৯০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু আলোচ্য সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٢٢) بَابُ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٤١. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْعَنَزِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : «طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ : جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ». **ضعيف** : «المشكاة» (٦١١٤)، «الضعيفة» (٢٣١١).

৩৭৪১। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে বলতে

শুনেছে ঃ তালহা ও যুবাইর দু'জনই জান্নাতে আমার প্রতিবেশী।

যঈফ, মিশকাত (৬১১৪), যঈফা (২৩১১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٢٧) بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٥٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، سَمِعَا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ : «ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ!»، وَقَالَ لَهُ : «ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ!». **منكر : بذكر الغلام الحزور، وقد مضى برقم (٢٨٢٠).**

৩৭৫৩। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রাঃ) ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজের পিতা-মাতাকে একত্র করেননি। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন তাকে বলেন ঃ আমার আব্বা-আম্মা তোমার জন্য কুরবান হোক। হে নব যুবক! (শত্রুর প্রতি) তীর নিক্ষেপ কর। **"হে নওজোয়ান" এ শব্দটি মুনকার ২৮২০ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। বহু রাবী এ হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাঈয়্যাব হতে, তিনি সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٩) بَابُ مَنَاقِبِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদঃ ২৯ ॥ আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ،

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ : «مَا أَغْضَبَكَ؟»، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ؟! إِذَا تَلَاقَوْا بَيْنَهُمْ، تَلَاقَوْا بِوُجُوْهٍ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُوْنَا، لَقُوْنَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيْمَانُ، حَتّٰى يُحِبَّكُمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ»، ثُمَّ قَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ آذٰى عَمِّيْ، فَقَدْ آذَانِيْ، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ». **ضعيف : إلا قوله «عم الرجل»، فصحيح : «المشكاة» (٦١٤٧)، «الصحيحة» (٨٠٦).**

৩৭৫৮। আবদুল মুত্তালিব ইবনু রবীআ ইবনুল হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল-আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যান। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ কিসে আপনাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সাথে কুরাইশদের কি হল? তারা নিজেরা যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন উজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হয়। কিন্তু তারা আমাদের (হাশিমীদের) সাথে এর বিপরীত অবস্থায় মিলিত হয়। রাবী বলেন, (এ বক্তব্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই রাগান্বিত হন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তারপর তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান ঢুকতে পারে না, যাবত না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য আপনাদেরকে ভালোবাসে। এরপর তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! যে কেউ

আমার চাচাকে দুঃখ দিল সে যেন আমাকেই দুঃখ দিল। কেননা কোন লোকের চাচা তার পিতার সমান। "চাচা পিতৃস্থানীয়" অংশ ব্যতীত **হাদীসটি যঈফ, আর ঐ অংশটুকু সহীহ, মিশকাত (৬১৪৭), সহীহা (৮০৬)।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٥٩. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْعَبَّاسُ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْهُ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦١٤٨›، «الضعيفة» ‹٢٣١٥›.**

৩৭৫৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল-আব্বাস আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। **যঈফ, মিশকাত (৬১৪৮), যঈফা (২৩১৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আমরা শুধু ইসরাঈলের সূত্রে এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি।

٣٠) بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ– رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ–

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُوْ يَحْيَى التَّيْمِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَخْزُوْمِيُّ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَسْأَلُ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ، أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنْهُ، مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُطْعِمَنِيْ شَيْئًا، فَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، لَمْ يُجِبْنِيْ حَتَّى يَذْهَبَ بِيْ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أَسْمَاءُ! أَطْعِمِيْنَا شَيْئًا، فَإِذَا

أَطْعَمْتَنَا أَجَابَنِيْ، وَكَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْنِيْهِ بِأَبِي الْمَسَاكِيْنِ. **ضعيف جداً**

«المشكاة» ‹٦١٥٢– التحقيق الثاني›

৩৭৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, অন্যের চেয়ে ভালোভাবে কুরআনের আয়াতের তাৎপর্য আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন সাহাবীর নিকট তার তাৎপর্য জানতে চাইতাম এ উদ্দেশ্যে যাতে তিনি আমাকে (তার বাড়িতে নিয়ে) কিছু খাওয়ান। আমি জাফর ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেই তিনি আমাকে জবাব না দিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তারপর তার স্ত্রীকে বলতেন, হে আসমা! আমাদেরকে খানা খাওয়াও। তার স্ত্রী আমাদেরকে খানা খাওয়ানোর পর তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। জাফর (রাঃ) ছিলেন দরিদ্র্য বৎসল এবং তিনি তাদের সাথে উঠা-বসা করতেন, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তারাও তার সাথে কথাবার্তা বলত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবুল মাসাকীন (গরীবদের পিতা) উপনামে আখ্যায়িত করেন। **অত্যন্ত দুর্বল, মিশকাত তাহকীক ছানী (৬১৫২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আবূ ইসহাক আল-মাখযূমী হলেন ইবরাহীম ইবনুল ফাযল আল-মাদীনী। কোন কোন হাদীসবিশেষজ্ঞ তার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি অনেক গারীব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نَدْعُوْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَبَا الْمَسَاكِيْنِ، فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ قَرَّبَنَا إِلَيْهِ مَا حَضَرَ، فَأَتَيْنَاهُ

يَوْمًا فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا، فَأَخْرَجَ جَرَّةً مِنْ عَسَلٍ فَكَسَرَهَا، فَجَعَلْنَا نَلْعَقُ مِنْهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَىٰ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. **ضعيف : «ضعيف ابن ماجه» ‹٩٠١›.**

৩৭৬৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জা'ফর ইবনু আবী তালিবকে আবুল মাসাকীন বলে সম্বোধন করতাম, আমরা যখন তার নিকট আগমন করতাম। উপস্থিত যা থাকত তাই আমাদের সামনে নিয়ে আসত, একদিন আমরা তার নিকট আগমন করলে তিনি কিছুই পেলেন না, ফলে তিনি একটি মধুর মটকা নিয়ে এলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেললেন, তারপর আমরা চেটে চেটে খেতে থাকলাম। আবূ ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা হতে সালামার সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান গারীব। **যঈফ , যঈফ ইবনু মাজাহ (৯০১)**

٣١) بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ আল-হাসান এবং আল-হুসাইন (রাঃ)-দ্বয়ের মর্যাদা

٣٧٧١. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ : حَدَّثَنَا رَزِيْنٌ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَلْمَىٰ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ : مَا يُبْكِيْكِ؟! قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ- تَعْنِيْ : فِي الْمَنَامِ-، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦١٥٧›.**

৩৭৭১। সালমা (আল-বাকরিয়া) (রাহঃ) বলেন, আমি উম্মু সালামা

(রাঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম, তখন তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তাঁর মাথায় ও দাড়িতে ধুলা জড়িয়ে আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি এইমাত্র হুসাইনের নিহত হওয়ার জায়গায় হাযির হয়েছি। **যঈফ মিশকাত (৬১৫৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٣٧٧٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي يُوْسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ»، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَاطِمَةَ : «ادْعِي لِيْ ابْنَيَّ»، فَيَشُمُّهُمَا، وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ. **ضعيف : «المشكاة» «٦١٥٨».**

৩৭৭২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, আপনার আহলে বাইত-এর সদস্যগণের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচাইতে প্রিয়? তিনি বললেন ঃ আল-হাসান ও আল-হুসাইন। তিনি ফাতিমা (রাঃ)-কে বলতেন ঃ আমার দুই সন্তানকে আমার কাছে ডাক। তিনি তাদের ঘ্রাণ নিতেন এবং নিজের বুকের সাথে লাগাতেন। **যঈফ, মিশকাত (৬১৫৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আনাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীসটি গারীব।

٣٧٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئٍ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ،

وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ. **ضعيف : «المشكاة»** ‹٦١٦١›.

৩৭৭৯। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক হতে মাথা পর্যন্ত অংশের সাথে আল-হাসানের শরীরের সাদৃশ্য ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক হতে পা পর্যন্ত নীচের অংশের সাথে আল-হুসাইনের শরীরের সাদৃশ্য ছিল। **যঈফ, মিশকাত (৬১৬১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ : نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹٦١٦٣›.

৩৭৮৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলীর ছেলে হাসানকে স্বীয় কাঁধে বহন করছিলেন। এক লোক বলেন, হে বালক! কতই না উত্তম বাহনে তুমি আরোহণ করেছ! (তার মন্তব্য শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে কতই না উত্তম আরোহী। **যঈফ, মিশকাত (৬১৬৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু আলোচ্য সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। হাদীসের কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম যাম্‌আ ইবনু সালিহ্‌কে তার স্মৃতিশক্তির কারণে যঈফ বলেছেন।

٣٧٨٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ،

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ- أَوْ نُقَبَاءَ-، وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ»، قُلْنَا : مَنْ هُمْ؟ قَالَ : «أَنَا، وَابْنَايَ، وَجَعْفَرٌ، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَبِلَالٌ، وَسَلْمَانُ، وَالْمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَمَّارٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦٢٤٦- التحقيق الثاني›.**

৩৭৮৫। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীকে সাতজন করে প্রতিনিধি দান করা হয়েছে এবং আমাকে দান করা হয়েছে চৌদ্দজন। আমরা বললাম, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ আমি (আলী), আমার দুই পুত্র (হাসান ও হুসাইন), জাফর, হামযা, আবূ বাক্‌র, উমার, মুসআব ইবনু উমাইর, বিলাল, সালমান, আল-মিকদাদ, হুযাইফা, আম্মার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৬২৪৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। এ হাদীস আলী (রাঃ) হতে মাওকূফরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٢) بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতগণের মর্যাদা

٣٧٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ،

وَأَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللّٰهِ، وَأَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِيْ بِحُبِّيْ». ضعيف : «تخريج فقه السيرة» ‹٢٣›.

৩৭৮৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে মহব্বত কর। কেননা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিয়ামাতরাজি খাবার খাওয়াচ্ছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে তোমরা আমাকেও মহব্বত এবং আমার মহব্বতে আমার আহ্‌লে বাইতকেও মহব্বত কর।

যঈফ, তাখরীজু ফিকহিস্ সীরাহ্ (২৩)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٣٤) بَابُ مَنَاقِبِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ- رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ সালমান ফারসী (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٩٧. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ رَبِيْعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ : عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ». ضعيف : «الضعيفة» ‹٢٣٢٩›.

৩৭৯৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাত তিনজন লোকের জন্য খুবই আগ্রহী ঃ আলী, আম্মার ও সালমান (রাঃ)।

যঈফ, যঈফা (২৩২৯)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস শুধু হাসান ইবনু সালিহ্-এর সূত্রেই জেনেছি।

٣٦) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ ذَرٍّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٠٢. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِيْ أَبُو زُمَيْلٍ- هُوَ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيُّ-، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِيْ لَهْجَةٍ، أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِيْ ذَرٍّ، شِبْهُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- كَالْحَاسِدِ- : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَنَعْرِفُ ذٰلِكَ لَهُ؟! قَالَ : «نَعَمْ، فَاعْرِفُوْهُ لَهُ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦٢٣٠- التحقيق الثاني›.**

৩৮০২। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ বাচনিক সত্যবাদিতায় ও সত্য প্রকাশে আবূ যারের তুলনায় উত্তম কাউকে আকাশ ছায়াদান করেনি এবং দুনিয়া তার বুকে আরোহন করেনি। সে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অনুরূপ। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হিংসুটে লোকের মত বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি এটা তাকে জানাবোনা? (তাকে জানানো হবে)? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও।

যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৬২৩০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। কিছু রাবী এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ .... "বৈরাগ্য সাধনায় পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী আবূ যার হলেন ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অনুরূপ"।

٣٧) بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُحَيَّاةَ يَحْيَى ابْنُ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ : لَمَّا أُرِيْدَ قَتْلُ عُثْمَانَ، جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ : جِئْتُ فِيْ نَصْرِكَ، قَالَ : اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ، فَاطْرُدْهُمْ عَنِّيْ، فَإِنَّكَ خَارِجًا خَيْرٌ لِيْ مِنْكَ دَاخِلاً، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ كَانَ اسْمِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلاَنٌ، فَسَمَّانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ، وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ، فَنَزَلَتْ فِيَّ {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ}، وَنَزَلَتْ فِيَّ {قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}، إِنَّ لِلّٰهِ سَيْفًا مَغْمُوْدًا عَنْكُمْ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، الَّذِيْ نَزَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَاللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ، أَنْ تَقْتُلُوْهُ، فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوْهُ، لَتَطْرُدُنَّ جِيْرَانَكُمُ الْمَلاَئِكَةَ، وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللّٰهِ الْمَغْمُوْدَ عَنْكُمْ، فَلاَ يُغْمَدُ عَنْكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالُوْا : اقْتُلُوا الْيَهُوْدِيَّ، وَاقْتُلُوْا عُثْمَانَ. **ضعيف الإسناد : ومضى برقم ‹٣٠٩٨›.**

৩৮০৩। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)-এর ভাতিজা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ উসমান (রাঃ)-কে যখন মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হয় তখন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) তাঁর নিকট তার নিরাপত্তার জন্য

আসেন। উসমান (রাঃ) তাকে বলেন, আপনি কেন এসেছেন? তিনি বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। উসমান (রাঃ) বললেন, তাহলে আপনি বাইরে বিদ্রোহীদের নিকট যান এবং তাদেরকে আমার নিকট হতে সরিয়ে দিন। আপনার বাড়ির ভেতরে থাকার চাইতে বাইরে থাকাই আমার জন্য উপকারী। অতএব আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বাইরে লোকদের নিকট গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোকেরা! জাহিলী যুগে আমার অমুক নাম ছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে কয়েকটি আয়াতও অবতীর্ণ হয়। আমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় ঃ "এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর মতই কিতাব প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে ঈমান এনেছে, অথচ তোমরা অহংকার করছ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (সূরা ঃ আল-আহ্কাফ– ১০)। আরো অবতীর্ণ হয় ঃ "আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তার সাক্ষ্যই যথেষ্ট" (সূরা ঃ রাদ– ৪৩)। তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একখানা কোষবদ্ধ তলোয়ার আছে। আর তোমাদের এই যে শহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরাত করে) আসেন, এখানের ফিরিশতারা তোমাদের প্রতিবেশী। অতএব তোমরা এই ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা তাকে মেরে ফেল, তাহলে অবশ্যই তোমাদের প্রতিবেশী ফিরিশতারা তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার যে তলোয়ার তোমাদের হতে কোষবদ্ধ আছে তা কোষমুক্ত হলে কিয়ামাত পর্যন্ত আর কোষবদ্ধ হবে না। বিদ্রোহীরা বলল, তোমরা এই ইয়াহূদীকেও হত্যা কর এবং উসমানকেও হত্যা কর। **সনদ দুর্বল। ৩০৯৮ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কেননা আমরা শুধু আবদুল মালিক ইবনু উমাইরের রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। শুআইব ইবনু সাফওয়ান এ হাদীস আবদুল মালিক ইবনু উমাইর হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সালাম-তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে।

٣٨) بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ كنت مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنْهُمْ، لَأَمَّرتُ عَلَيهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٣٧›.**

৩৮০৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যদি তাদের কাউকে পরামর্শ ছাড়া দলনেতা নিযুক্ত করতাম, তাহলে ইবনু উম্মি আব্দকে দলনেতা নিযুক্ত করতাম। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৩৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু হারিস হতে আলী (রাঃ) সূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٣٨٠٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ، لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ».

ضعيف : انظر ما قبله.

৩৮০৯। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে নেতার পদ দিলে ইবনু উম্মি আব্দকেই নেতার পদ দিতাম। **যঈফ, দেখুন পূর্বের হাদীস**

٣٩) بَابُ مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوِ اسْتَخْلَفْتَ؟ قَالَ : «إِنْ أَسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُذِّبْتُمْ، وَلٰكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ، فَصَدِّقُوهُ، وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ، فَاقْرَءُوهُ». ضعيف : «المشكاة» <٦٢٣٢>.

৩৮১২। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি কাউকে খালীফা (স্থলাভিসিক্ত) নিযুক্ত করে যেতেন। তিনি বললেন ঃ আমি কাউকে তোমাদের খালীফা নিযুক্ত করে গেলে এবং তোমরা তার অবাধ্যাচারী হলে তোমাদেরকে সাজা দেয়া হবে। সুতরাং হুযাইফা (রাঃ) তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করে তাকে সত্য বলে গ্রহণ কর এবং ইবনু মাসউদ (রাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু পাঠ করায় তা পাঠ করে নাও। **যঈফ, মিশকাত (৬২৩২)**

আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান বলেন, আমি ইসহাক ইবনু ঈসাকে বললাম, লোকেরা বলেন, এ হাদীস আবূ ওয়াইল হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, না, বরং তা ইনশা আল্লাহ যাযান থেকে।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। এটি শারীকের বর্ণিত হাদীস।

٤٠) بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ যাইদ ইবনু হারিসা (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨١٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

فِيْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ فِيْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيْهِ : لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ؟! فَوَاللّٰهِ مَا سَبَقَنِيْ إِلَىٰ مَشْهَدٍ، قَالَ : لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَبِيْكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكَ، فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُبِّيْ. **ضعيف : «المشكاة» ‹٦١٦٤›.**

৩৮১৩। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উসামা (রাঃ)-এর মাহিনা নির্ধারণ করলেন তিন হাজার পাঁচ শত দিরহাম এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর মাহিনা নির্ধারণ করলেন তিন হাজার। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) তার পিতাকে বললেন, আপনি উসামাকে কেন আমার উপর স্থান দিলেন? আল্লাহ্‌র কসম! সে কোন যুদ্ধে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। উমার (রাঃ) বললেন, তোমার পিতার চাইতে (তার পিতা) যাইদ (রাঃ) ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি প্রিয়পাত্র। আর তোমার চাইতে উসামা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি পছন্দনীয় ব্যক্তি। তাই আমি আমার পছন্দনীয় ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। **যঈফ, মিশকাত (৬১৬৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤١) بَابُ مَنَاقِبِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ : حَدَّثَ عُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ، فَقَالَا : يَا أُسَامَةُ! اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَىٰ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ، فَقَالَ : «أَتَدْرِيْ مَا جَاءَ بِهِمَا؟»، قُلْتُ : لاَ أَدْرِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لٰكِنِّيْ أَدْرِيْ» فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلاَ، فَقَالاَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ : أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ»، فَقَالاَ : مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ : «أَحَبُّ أَهْلِيْ إِلَيَّ، مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ»، قَالاَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ»، قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! جَعَلْتَ عَمَّكَ آخِرَهُمْ؟ قَالَ : «لِأَنَّ عَلِيًّا قَدْ سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ». **ضعيف : «المشكاة» (٦١٦٨).**

৩৮১৯। উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে থাকাকালীন সময়ে আলী ও আব্বাস (রাঃ) হাযির হয়ে সম্মতি চেয়ে বলেন, হে উসামা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আমাদের ঢোকার অনুমতি চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আলী ও আব্বাস (রাঃ) প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান, তারা কেন এসেছে? আমি বললাম, না, আমি জানি না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি জানি। তাদেরকে সম্মতি দিলেন। তারা দুজনে ভেতরে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার নিকট এ কথা জানতে এসেছি যে, আপনার পরিজনদের মধ্যে কে আপনার বেশি আদরের? তিনি বললেন ঃ ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ। তারা বললেন, আমরা আপনার পরিজন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে আসিনি। তিনি বললেন, আমার পরিজনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার বেশি আদরের যার প্রতি আল্লাহ তা'আলাও দয়া করেছেন এবং আমিও দয়া করেছি অর্থাৎ উসামা ইবনু যাইদ। তারা আবার প্রশ্ন করেন, তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর আলী ইবনু আবূ তালিব। আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আপনার চাচাকে সবার

শেষ ভাগে রাখলেন? তিনি বললেন ঃ হিজরাতের কারণে আলী আপনাকে ছেড়ে গেছে। **যঈফ, মিশকাত (৬১৬৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٤٣) بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ. **ضعيف الإسناد.**

৩৮২২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দু'বার দেখেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'বার দু'আ করেছেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি মুরসাল। আবূ জাহ্যাম (রাহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর দেখা পাননি তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আব্বাসের সূত্রে ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন এবং তার নাম মূসা ইবনু সালিম।

٤٦) بَابُ مَنَاقِبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٣٠. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : كَنَّانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيْهَا. **ضعيف : «المشكاة» ‹٤٧٧٣- التحقيق الثاني›.**

৩৮৩০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সবজির নামানুসারে আমার উপনাম রাখেন, সে সবজি তুলে আনতাম।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। শুধু জাবির আল-জুফী হতে আবূ নাসর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসেবে আমরা এ হাদীস জেনেছি। আবূ নাসর হলেন খাইসামা ইবনু আবূ খাইসামা আল-বাসরী, তিনি আনাস (রাঃ) হতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٣١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ : قَالَ لِيْ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ : يَا ثَابِتُ! خُذْ عَنِّيْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَأْخُذَ عَنْ أَحَدٍ أَوْثَقَ مِنِّيْ إِنِّيْ أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ جِبْرِيْلَ، وَأَخَذَهُ جِبْرِيْلُ عَنِ اللّٰهِ- تَعَالَىٰ-.

ضعيف الإسناد.

৩৮৩১। সাবিত আল-বুনানী (রাহঃ) বলেন ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) আমাকে বললেন, হে সাবিত! আমার হতে (হাদীস) সংগ্রহ কর। যেহেতু আমার তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য কারো নিকট হতে কিছু (হাদীস) সঞ্চয়ন করতে পারবে না। কারণ আমি তা সঞ্চয়ন করেছি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংগ্রহ করেছেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হতে এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তা সঞ্চয়ন করেছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু যাইদ ইবনুল হুবাবের সূত্রেই এই হাদীস জেনেছি।

٣٨٣٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَيْمُوْنٍ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَعْقُوْبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ

فِيهِ : وَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جِبْرِيلَ. **انظر ما قبله.**

৩৮৩২। আবূ কুরাইব-যাইদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি মাইমূন আবূ আবদুল্লাহ হতে, তিনি সাবিত হতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে ইবরাহীম ইবনু ইয়াকূব বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে এ সূত্রে এ কথার উল্লেখ নেই .... "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হতে তা গ্রহণ করেছেন"। দেখুন পূর্বের হাদীস

٤٧) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَرَأَيْتَ هٰذَا الْيَمَانِيَّ- يَعْنِيْ : أَبَا هُرَيْرَةَ-، أَهُوَ أَعْلَمُ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ، نَسْمَعُ مِنْهُ مَا لَا نَسْمَعُ مِنْكُمْ، أَوْ يَقُوْلُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ؟! قَالَ : أَمَّا أَنْ يَكُوْنَ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ، لَا أَشُكُّ إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَذَاكَ أَنَّهُ كَانَ مِسْكِيْنًا لَا شَيْءَ لَهُ، ضَيْفًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا نَحْنُ أَهْلَ بُيُوْتَاتٍ وَغِنًى وَكُنَّا نَأْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ، لَا أَشُكُّ إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَلَا نَجِدُ أَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ، يَقُوْلُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ. **ضعيف الإسناد.**

৩৮৩৭। মালিক ইবনু আবূ আমির (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আবূ মুহাম্মাদ! ঐ ইয়ামানী লোকটি অর্থাৎ আবূ হুরাইরা (রাঃ) প্রসঙ্গে আপনার কি বক্তব্য ? তিনি কি আপনাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনেক বেশি জানেন? তার নিকট আমরা এমন কিছু হাদীস শুনি যা আপনাদের নিকট শুনতে পাই না। অথবা তিনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এমন কথা বলেন যা প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেননি? তালহা (রাঃ) বললেন, বস্তুত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস শুনেছেন যা আমরা শুনতে পারিনি। তার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন একজন গরীব লোক, তার কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিথি। তার হাত থাকত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের সাথে (অর্থাৎ সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন)। আর আমরা ছিলাম বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজনসহ ধনবান। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে হাযির হওয়ার সুযোগ পেতাম দিনের দুই ভাগে (সকাল ও সন্ধ্যায়)। তাই নিঃসন্দেহে তিনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুনেছেন, যা আমরা শুনিনি। আর তুমি এমন একজন সৎ লোকও খুঁজে পাবে না 'যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এমন কথা বলবেন, যা সত্যিকার আর্থে তিনি বলেননি। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। অবশ্য ইউসুফ ইবনু বুকাইর প্রমুখগণ এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

٤٩) بَابُ مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٤٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ

اللّٰهِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ». ضعيف الإسناد.

৩৮৪৫। তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমর ইবনু আস কুরাইশদের অধিক ভালো ব্যক্তিদের দলভুক্ত। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আমরা এ হাদীস শুধু নাফি ইবনু উমার আল-জুমাহীর বর্ণনা হতেই জেনেছি। নাফি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু হাদীসটির সনদসূত্র মুত্তাসিল (সংযুক্ত) নয়। ইবনু আবূ মুলাইকা (রাহঃ) তালহা (রাঃ)-এর দেখা পাননি।

٥٣) بَابُ مَنَاقِبِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٥٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : اسْتَغْفَرَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً. ضعيف : المشكاة» ‹٦٢٣٨›.

৩৮৫২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাতে আমার জন্য পঁচিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। **যঈফ, মিশকাত (৬২৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। উটের রাত প্রসঙ্গে জাবির (রাঃ) হতে কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত আছে যে, এক ভ্রমণে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্তে তার উটটি বিক্রয় করেন যে, তিনি এতে আরোহন করে মাদীনায় পৌঁছবেন। জাবির (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, যে রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উটটি বিক্রয় করি, সে রাতে তিনি আমার জন্য পঁচিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জাবির (রাঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনু হারাম (রাঃ) উহুদের দিন শহীদ হন এবং ক'জন ছোট ছোট কন্যা সন্তান রেখে যান। জাবির তাদের লালন-পালন করতেন এবং তাদের জন্য খরচ করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে ভাল আচরণ করতেন এবং তার প্রতি দয়া দেখাতেন। জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে এরকমই বিবৃতি ব্যক্ত হয়েছে।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، وَصَحِبَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন তার মর্যাদা

٣٨٥٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِيْ، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِيْ». قَالَ طَلْحَةُ : فَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ. وَقَالَ مُوْسَى : وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةَ. قَالَ يَحْيَى : وَقَالَ لِيْ مُوْسَى : وَقَدْ رَأَيْتَنِيْ، وَنَحْنُ نَرْجُو اللّٰهَ. **ضعيف : «المشكاة» ‹٦٠٠٤- التحقيق الثاني›.**

৩৮৫৮। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জাহান্নামের আগুন এমন মুসলিম লোককে ছুঁবে না যে আমাকে দেখেছে অথবা আমার দর্শনলাভকারীকে দেখেছে। তালহা ইবনু খিরাশ বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখেছি। মূসা ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমি তালহা ইবনু খিরাশকে দেখেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাবীব বলেন, মূসা ইবনু ইবরাহীম আমাকে বলেছেন, 'তুমি অবশ্যই আমাকে দেখেছ (আমার সান্নিধ্য লাভ করেছ)। সুতরাং আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নাজাতের আশা রাখি। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৬০০৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু মূসা ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারীর সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। আলী ইবনু মাদীনী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ মূসা ইবনু ইবরাহীমের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ (যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দেয়)

٣٨٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ أَصْحَابِيْ! اللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ أَصْحَابِيْ! لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِيْ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ، فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ، فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ، فَقَدْ آذَى اللّٰهَ، وَمَنْ آذَى اللّٰهَ، يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». **ضعيف :**

«تخريج الطحاوية» (٤٧١)، «الضعيفة» (٢٩٠١).

৩৮৬২। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হুঁশিয়ার! আমার সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে (গালি ও বিদ্রূপের) লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসাবশেই তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ্ তা'আলাকেই কষ্ট

দিল। আর যে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল, শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকড়াও করবেন। **যঈফ, তাখরীজুত্ তাহা বিয়া (৪৭১), যঈফা (২৯০১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি।

٣٨٦٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ». **ضعيف : «الصحيحة» تحت الحديث (٢١٦٠).**

৩৮৬৩। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে লোক (হুদাইবিয়ায়) বৃক্ষের নীচে বাইয়াত (রিদওয়ান) করেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে, লাল বর্ণের উটের মালিক ছাড়া। **যঈফ, সহীহা (২১৬০) নং হাদীসের অধীন**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٨٦٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُسْلِمٍ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ أَحَدٍمِنْ أَصْحَابِى يَمُوْتُ بِأَرْضٍ، إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». **ضعيف : «الضعيفة» (٤٤٦٨).**

৩৮৬৫। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বুরাইদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের মধ্যে কেউ যে অঞ্চলেই মারা যাবে সে কিয়ামাতের দিন সেখানকার মানুষের নেতা ও নূর (জ্যোতি) হয়ে উঠবে।

যঈফ, যঈফা (৪৪৬৮)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম-আবূ তাইবা-ইবনু বুরাইদা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই বেশি সহীহ।

٦٠) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ (যারা সাহাবীদের গালি দেয়)

٣٨٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِيْ، فَقُوْلُوْا : لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ». ضعيف جداً : «المشكاة» ‹٦٠٠٨- التحقيق الثاني›.

৩৮৬৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আমার সাহাবীদের গালি দেয় তাদের দেখলে তোমরা বলবে, তোদের দুষ্কর্মের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত। **অত্যন্ত দুর্বল, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৬০০৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার। আমরা এটি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমারের হাদীস হিসাবে এই রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোনভাবে জানতে পারিনি। নাযর ইবনু হাম্মাদ এবং সাইফ ইবনু উমার এই রাবীদ্বয় অপরিচিত।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ ফাতিমা (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٦٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ

عَامِرٍ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ : يَعْنِيْ : مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. **منكر : «نقد الكتاني» (٢٩).**

৩৮৬৮। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নারীদের মধ্যে ফাতিমা (রাঃ) এবং পুরুষদের মধ্যে আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচাইতে প্রিয়। ইবরাহীম (রাহঃ) বলেন, অর্থাৎ তাঁর পরিবারস্থ লোকদের মধ্যে। **মুনকার, নাকদুল কাত্তানী(২৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি।

٣٨٧٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ- مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ-، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ لِعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ : «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَسَلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ». **ضعيف : «ابن ماجه» (١٤٥).**

৩৮৭০। যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের বিপক্ষে লড়াই করব এবং তোমরা যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবে আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র

আলোচ্য সূত্রেই জেনেছি। উম্মু সালামা (রাঃ)-এর মুক্তদাস সুবাইহ তেমন সুপরিচিত লোক নন।

٣٨٧٤. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَسُئِلَتْ : أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَتْ : فَاطِمَةُ، فَقِيْلَ : مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ : زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ- مَا عَلِمْتُ- صَوَّامًا قَوَّامًا. منكر : «نقد الكتاني» ص (٢٠).

৩৮৭৪। জুমায়্যি ইবনু উমাইর আত-তাইমী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুর সাথে আইশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল, কোন লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে সবচাইতে প্রিয়? তিনি বললেন, ফাতিমা (রাঃ)। আবার প্রশ্ন করা হল, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার স্বামী এবং তিনি ছিলেন বেশি পরিমাণে রোযা পালনকারী এবং বেশি পরিমাণে (রাতে) নামায আদায়কারী। **মুনকার, নাকদুল কাত্তানী (২০ পৃঃ)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূল জাহ্হাফের নাম দাউদ ইবনু আবী আউফ। সুফিয়ান সাওরী আবূল জাহ্হারের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সন্তুষজনক ব্যক্তি ছিলেন।

٦٣) بَابٌ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ আইশা (রাঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ : أَنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَائِشَةَ عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَقَالَ : اغْرُبْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا! أَتُؤْذِي حَبِيْبَةَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟! ضعيف الإسناد.

৩৮৮৮। আমর ইবনু গালিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-এর নিকটে বসে আইশা (রাঃ) প্রসঙ্গে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলে আম্মার (রাঃ) বলেন ঃ দূর হও পাপিষ্ঠ এখান থেকে! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমাকে কষ্ট দিচ্ছ!

সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٤) بَابُ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মর্যাদা

٣٨٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هَاشِمٌ- هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ- : حَدَّثَنَا كِنَانَةُ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ؛ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَقَدْ بَلَغَنِيْ عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامٌ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ : «أَلَا قُلْتِ : فَكَيْفَ تَكُوْنَانِ خَيْرًا مِنِّيْ، وَزَوْجِيْ مُحَمَّدٌ، وَأَبِيْ هَارُوْنُ، وَعَمِّيْ مُوْسَىٰ؟!». وَكَانَ الَّذِيْ بَلَغَهَا، أَنَّهُمْ قَالُوْا : نَحْنُ أَكْرَمُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا، وَقَالُوْا : نَحْنُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ وَبَنَاتُ عَمِّهِ. **ضعيف الإسناد : انظر الحديث (٣٣٨٥)، «الرد على الحبشي» (٣٥-٣٨).**

৩৮৯২। সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন, হাফসা ও আইশা (রাঃ) হতে আমার সম্পর্কে কিছু কথা আমার নিকট পৌঁছুল। ঐ বিষয়টি আমি তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন ঃ

তুমি একথা কেন বললেনা যে, তোমরা আমার চেয়ে কিভাবে উত্তম হতে পার? বাস্তব অবস্থা হল, আমার স্বামী মুহাম্মাদ, পিতা হারুন আর চাচা হল মূসা আলাইহিস সালাম সাফিয়্যার নিকট যে কথা পৌঁছেছিল তা এই যে, তারা বলেছিল আমরা তার চেয়ে সম্মানীত, কেননা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আবার তার চাচাত বোন। **সনদ দুর্বল, দেখুন আর রাদ্দু আলাল হাবাশী, হাদীস নং ৩৩৮৫, পৃঃ (৩৫-৩৮)**

এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র হাশিম আল কূফীর সূত্রেই সুফিয়্যা (রাঃ)-এর হাদীসটি জেনেছি। এর সনদ সূত্র মযবুত নয়।

٣٨٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِيْ شَيْئًا، فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ»، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَّمَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ، وَهُمَا يَقُوْلاَنِ : وَاللّٰهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِيْ قَسَمَهَا وَجْهَ اللّٰهِ، وَلاَ الدَّارَ الْآخِرَةَ! فَتَثَبَّتُّ حِيْنَ سَمِعْتُهُمَا، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ، فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ : «دَعْنِيْ عَنْكَ، فَقَدْ أُوْذِيَ مُوْسَىٰ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا، فَصَبَرَ». **ضعيف الإسناد.**

৩৮৯৬। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সাহাবীগণের কেউ যেন তাদের অপরজনের কোন খারাপ কথা আমার নিকটে না পৌছায়। যেহেতু আমি তাদের সাথে পরিষ্কার ও উদার মন নিয়েই দেখা করতে ভালোবাসী। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে কিছু সম্পদ আসলে তিনি (জনতার মধ্যে) তা বিতরণ করেন। আমি একই সাথে বসে থাকা

দুই ব্যক্তির নিকট গেলাম, তারা বলছিল, আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ এই যে বিলি-বন্টন করলেন তাতে আল্লাহ্ তা'আলার তুষ্টি লাভের ইচ্ছাই তাঁর ছিল না এবং পরকালের বাসস্থান (জান্নাত) অর্জনেরও নয়। কথাটি শুনে আমি মনে রাখলাম এবং ফিরে এসে তাঁকে জানালাম। এতে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল এবং তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। মূসা আলাইহিস সালামকে এর চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরেছেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীব। এর সনদে এক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

٣٨٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لاَ يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا» **ضعيف : «المشكاة»(٤٨٥٢).**

৩৮৯৭। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ-উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা হতে, তিনি হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি ইসরাঈল হতে, তিনি সুদ্দী হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু আবূ হিশাম হতে, তিনি যাইদ ইবনু যাইদা হতে, তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কেউ যেন তাদের অপরজনের খারাপ কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। **যঈফ, মিশকাত (৪৮৫২)**

٦٦) بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ আনসারগণের ও কুরাইশদের মর্যাদা

٣٩٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو

داود، وعبد الصمد، قالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَقْرِئْ قَوْمَكَ السَّلَامَ، فَإِنَّهُمْ- مَا عَلِمْتُ- أَعِفَّةٌ صُبُرٌ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦٢٤٢›، لكن صح منه الشطر الثاني.**

৯০৩। আবূ তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার জাতির লোকদেরকে আমার সালাম পৌঁছাও। আমার জানামতে তারা সংযমী ও ধৈর্যশীল। **যঈফ, মিশকাত (৬২৪২), হাদীসটির ২য় অংশ সহীহ**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٠٤. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَلَا إِنَّ عَيْبَتِيَ الَّتِيْ آوِيْ إِلَيْهَا : أَهْلُ بَيْتِيْ، وَإِنَّ كَرِشِيَ : الْأَنْصَارُ، فَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ، وَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ». **منكر بذكر أهل البيت : «المشكاة» ‹٦٢٤٠›.**

৩৯০৪। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হুঁশিয়ার! আমার আহলে বাইত হল আমার আশ্রয়স্থল, যেখানে আমি ফিরে আসি। আর আমার গোপনীয়তার রক্ষক হল আনসারগণ। সুতরাং তোমরা তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ কর এবং তাদের শিষ্টাচার গ্রহণ কর। **"আহলে বাইত" উল্লিখিত অংশটুকু মুনকার, মিশকাত (৬২৪০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ মাদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদা

٣٩١٩. حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : أَخْبَرَنَا أَبِيْ جُنَادَةَ ابْنُ سَلْمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا : الْمَدِيْنَةُ». **ضعيف : «الضعيفة» (١٣٠٠).**

৩৯১৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামী শহরগুলোর মধ্যে সবশেষে জনমানবশূন্য হবে মাদীনা। **যঈফ, যঈফা (১৩০০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু জুনাদা হতে হিশামের সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটি জেনেছি।

٣٩٢٣. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَيَّ : أَيَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلْتَ، فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ : الْمَدِيْنَةَ، أَوِ الْبَحْرَيْنِ، أَوْ قِنَّسْرِيْنَ». **موضوع : «الرد على الكتاني» رقم الحديث (١).**

২৯২৩। জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমার নিকটে ওয়াহী পাঠান যে, এ তিনটি জায়গার যেটিতেই তুমি যাবে, সেটিই হবে তোমার হিজরাতের জায়গা ঃ মাদীনা অথবা বাহরাইন অথবা কিন্নাসরীন। **মাওযূ, আর-রাদ্দু আলাল কাত্তানী, হাদীস নং (১)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু ফাযল ইবনু মূসার রিওয়ায়াত হিসেবে এটি জেনেছি। আবূ আমির এ হাদীস বর্ণনায় একাকী।

٧٠) بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ আরবদেশের মর্যাদা

٣٩٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ قَابُوْسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا سَلْمَانُ! لاَ تَبْغَضْنِيْ، فَتُفَارِقَ دِيْنَكَ»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ أَبْغَضُكَ، وَبِكَ هَدَانَا اللّٰهُ؟! قَالَ : «تَبْغَضُ الْعَرَبَ، فَتَبْغَضُنِيْ». **ضعيف** : **«الضعيفة»** (٢٠٢٠)، **«المشكاة»** (٥٩٨٩).

৩৯২৭। সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে সালমান! আমার প্রতি হিংসা করো না, তাহলে তুমি তোমার দীনকে টুকরো করে ফেলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার প্রতি কি করে হিংসা পোষণ করতে পারি, অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমেই আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আরবের প্রতি হিংসা পোষণ করাই হচ্ছে আমার প্রতি হিংসা পোষণ। **যঈফ, যঈফা (২০২০), মিশকাত (৫৯৮৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু আবূ বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি আবূ যাবইয়ান সালমানের সাক্ষাৎ পান নাই।

সালমান (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন।

٣٩٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ، لَمْ يَدْخُلْ فِيْ شَفَاعَتِيْ، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ». **موضوع : «الضعيفة» (٥٤٥)، «المشكاة» (٥٩٩٠).**

৩৯২৮। উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আরবদের সাথে ঠকবাজী করবে সে আমার শাফাআতের সীমায় প্রবেশ করবে না এবং সে আমার ভালোবাসাও অর্জন করতে পারবে না। **মাওযূ, যঈফা (৫৪৫), মিশকাত (৫৯৯০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু হুসাইন-ইবনু উমার আল-আহ্‌মাসী হতে মুখারিক সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। হুসাইন মুহাদ্দিসগণের মতে তেমন মজবুত রাবী নন।

٣٩٢٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ رَزِيْنٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ : كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيْرِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ، اشْتَدَّ عَلَيْهَا، فَقِيْلَ لَهَا : إِنَّا نَرَاكَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟! قَالَتْ : سَمِعْتُ مَوْلاَيَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلاَكُ الْعَرَبِ». **ضعيف : «الضعيفة» (٤٥١٥).**

৩৯২৯। মুহাম্মাদ ইবনু আবূ রাযীন (রাহঃ) হতে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ উম্মুল হারীরের অবস্থা এই ছিল যে, আরবের কোন লোক ইন্তিকাল করলে তিনি তাতে গভীরভাবে শোকাভিভূত হতেন। তাকে বলা হল, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আরবের কোন লোক ইন্তিকাল

করলে আপনি তাতে গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। তিনি বললেন, আমি আমার মনিবকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরবের লোকদের মৃত্যু হচ্ছে কিয়ামাত কাছাকাছি হওয়ার লক্ষণ। **যঈফ, যঈফা (৪৫১৫)**

মুহাম্মাদ ইবনু আবূ রাযীন বলেন, উম্মুল হারীরের মনিব হলেন তালহা ইবনু মালিক। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু সুলাইমান ইবনু হারবের রিওয়ায়াত হিসেবে এটি জেনেছি।

٣٩٣١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَعَاذٍ الْعَقَدِيُّ- بَصْرِيٌّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «سَامٌ : أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ : أَبُو الرُّومِ، وَحَامٌ : أَبُو الْحَبَشِ». **ضعيف : «الضعيفة» (٣٦٨٣)**.

৩৯৩১। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাম হল আরবদের আদিপিতা, ইয়াফিস হল রূমীদের (তুর্কীদের) আদিপিতা এবং হাম হল আবিসিনীয়দের আদিপিতা। **যঈফ, যঈফা (৩৬৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। ইয়াফিস, ইয়াফিত ও ইয়াফাস ইত্যাদি উচ্চারণও আছে।

٧١) بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعَجَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ অনারবদের মর্যাদা

٣٩٣٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ- مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ-، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَتِ الْأَعَاجِمُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ : «لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ، أَوْثَقُ مِنِّي بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ». ضعيف : «المشكاة» ‹٦٢٤٥›.

৩৯৩২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অনারবদের উল্লেখ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তাদেরকে অথবা তাদের কিছুকে তোমাদের চেয়ে অথবা তোমাদের কিছুর চেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করি। **যঈফ, মিশকাত (৬২৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আবূ বাক্র ইবনু আইয়াশের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। সালিহ হলেন মিহরানের পুত্র, আমর ইবনু হুরাইসের আযাদ গোলাম।

٧٢) بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْيَمَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ ইয়ামানের মর্যাদা

٣٩٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ : حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْأَزْدُ أَسَدُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ، يُرِيْدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوْهُمْ، وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَقُوْلُ الرَّجُلُ : يَا لَيْتَ أَبِيْ كَانَ أَزْدِيًّا! يَا لَيْتَ أُمِّيْ كَانَتْ أَزْدِيَّةً!». ضعيف : «الضعيفة» ‹٢٤٦٧›.

৩৯৩৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল আযদ (ইয়ামানীরা) হল দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্র সহায়তাকারী। লোকেরা তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা হতে দিবেন না, বরং তিনি তাদেরকে

সমুন্নত করবেন। মানুষের সামনে অবশ্যই এমন এক যামানা আসবে, যখন কোন ব্যক্তি বলবে, হায় যদি আমার পিতা ইয়ামানী (আযদী) হতেন? হায়, যদি আমার মাতা ইয়ামানী (আযদী) গোত্রীয় হতেন? **যঈফ, যঈফা (২৪৬৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি প্রসঙ্গে জেনেছি। আনাস (রাঃ) হতে উপরোক্ত সূত্রে হাদীসটি মাওকূফ হিসেবেও বর্ণিত আছে। আমাদের মতে মাওকূফ বর্ণনাটিই অনেক বেশি সহীহ।

٣٩٣٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ- بَغْدَادِيٌّ- : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مِيْنَاءَ- مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ-، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ- أَحْسِبُهُ- مِنْ قَيْسٍ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الْعَنْ حِمْيَرًا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «رَحِمَ اللّٰهُ حِمْيَرًا! أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ، وَأَيْدِيْهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيْمَانٍ». **موضوع** : **«الضعيفة» (٣٤٩).**

৩৯৩৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাযির থাকা অবস্থায় তাঁর নিকটে এক লোক আসে। আমার ধারণা লোকটি কাইস গোত্রীয়। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হিম্‌ইয়ার গোত্রকে অভিসম্পাত করুন। তিনি তার হতে অন্য দিকে মুখ সরিয়ে নেন। সে অপর পাশ দিয়ে এলে তিনি এবারও তার হতে মুখ সরিয়ে নেন। আবার সে অপর পাশ দিয়ে এলে তিনি এবারও তার হতে মুখ সরিয়ে নেন। লোকটি অপর পাশ দিয়ে এলে এবারও তিনি তার হতে মুখ সরিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হিম্‌ইয়ার গোত্রের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করুন, তাদের মুখে সালাম (শান্তি), তাদের হাতে খাদ্যসম্ভার এবং তারা নিরাপত্তা ও ঈমানের ধারক। **মাওযূ, যঈফা (৩৪৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আবদুর রায্‌যাকের সূত্রে উপরোক্তভাবে এ হাদীস জেনেছি। আর মীনাআর কাছ হতে বেশিরভাগ মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকে।

٧٤) بَابٌ فِيْ ثَقِيْفٍ، وَبَنِيْ حَنِيْفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ বানূ সাকীফ ও বানূ হানীফা গোত্র দুটি প্রসঙ্গে

٣٩٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ، فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ، قَالَ : «اللّٰهُمَّ! اهْدِ ثَقِيْفًا». **ضعيف : «المشكاة» (٥٩٨٦).**

৩৯৪২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাকীফ সম্প্রদায়ের তীরগুলো আমাদেরকে ছিন্নভিন্ন করেছে। সুতরাং আপনি তাদের বদদু'আ করুন! তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! সাকীফ সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করুন। **যঈফ, মিশকাত (৫৯৮৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٩٤٣. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلَاثَةَ أَحْيَاءٍ : ثَقِيْفًا، وَبَنِيْ حَنِيْفَةَ، وَبَنِيْ أُمَيَّةَ.

ضعيف الإسناد.

৩৯৪৩। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি গোত্রের প্রতি মন্দ মনোভাব রেখে মারা যানঃ বানূ সাকীফ, বানূ হানীফা ও বানূ উমাইয়্যা।

সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আলোচ্য সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣٩٤٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَلَاذٍ يُحَدِّثُ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوْحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «نِعْمَ الْحَيُّ الْأَسَدُ وَالْأَشْعَرِيُّوْنَ! لَا يَفِرُّوْنَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغُلُّوْنَ، هُمْ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ». قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : لَيْسَ هٰكَذَا : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «هُمْ مِنِّيْ وَإِلَيَّ». فَقُلْتُ : لَيْسَ هٰكَذَا حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، وَلٰكِنَّهُ حَدَّثَنِيْ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «هُمْ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْهُمْ»، قَالَ : فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيْثِ أَبِيْكَ!

ضعيف : «الضعيفة» (٤٦٩٢).

৩৯৪৭। আমির ইবনু আবূ আমির আল-আশআরী (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসাদ গোত্র ও আশআরী গোত্র কত ভাল! তারা যুদ্ধের মাঠ হতে পালায় না এবং গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করে না। কাজেই তারা আমার হতে এবং আমি তাদের হতে। আমির (রাহঃ) বলেন, আমি উক্ত হাদীস মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এইরূপ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেননি, বরং বলেছেন ঃ তারা আমার হতে এবং আমারই। আমির

(রাহঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে এরকম বলেননি, বরং তিনি আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তারা আমার হতে এবং আমি তাদের হতে। মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, তুমি তোমার পিতার বর্ণিত হাদীস বেশি জান।

যঈফ, যঈফা (৪৬৯২)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু ওয়াহ্ব ইবনু জারীরের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। কথিত আছে যে, আসাদ সম্প্রদায় ও আয্দ সম্প্রদায় একই।

وختاما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হুসাইন বিন সোহ্‌রাব ও ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহ্‌মান কর্তৃক অনূদিত বইসমূহ সংগ্রহ করুন।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস- আল্লামা মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানীর তাহ্‌ক্বীককৃত বইসমূহের অনুবাদ

১। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নামাযের নিয়মাবলী — ৪৫/=
২। রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড) — ১৫১/=
৩। রিয়াদুস সালেহীন (২য় খণ্ড) — ১৫১/=
৪। রিয়াদুস সালেহীন (৩য় খণ্ড) — ১৫১/=
৫। রিয়াদুস সালেহীন (৪র্থ খণ্ড) — ১৫১/=
৬। রিয়াদুস সালেহীন (বাংলা) (একত্রে) — ৬০১/=
৭। রিয়াদুস সালেহীন (আরবী-বাংলা) (একত্রে) — ৬০১/=
৮। যঈফ আত্-তিরমিযী (১ম খণ্ড) — ১৬১/=
৯। যঈফ আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ১৬১/=
১০। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (১ম খণ্ড) — ২১৫/=
১১। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ২১৫/=
১২। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৩য় খণ্ড) — ২১৫/=
১৩। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৪র্থ খণ্ড) — ২১৫/=
১৪। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৫ম খণ্ড) — ২১৫/=
১৫। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৬ষ্ঠ খণ্ড) — ২৮১/=
১৬। আহ্‌কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন — ১২০/=
১৭। বুলূগুল মারাম –মূলঃ হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) — ২২১/=
১৮। তাকভিয়াতুল ঈমান –মূলঃ আল্লামা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) — ৫০/=
১৯। কিতাবুত তাওহীদ –মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওহাব — ৬১/=
২০। ইসলামী আক্বীদাহ্ –মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু — ৫১/=
২১। তাজরীদুল বুখারী (১ম খণ্ড) –মূলঃ আবুল 'আব্বাস যাইনুদ্দীন ইবনু আবী বাক্বার যাবীদী (রাহঃ) — ৩৫১/=
২২। তাজরীদুল বুখারী (২য় খণ্ড) –মূলঃ ঐ — ৩৫১/=
২৩। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি –মূলঃ আল্লামা আবূ বাক্বার জাবির আল-জাযায়েরী — ৩১/=
২৪। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত নিয়াম –মূলঃ মোঃ সালিহ্ ইয়াকূবী — ৫১/=
২৫। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান –মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু — ১০০/=
২৬। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ) — ৫০১/=
২৭। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ) — ১৬১/=
২৮। আল-মাদানী সহীহ্ আল-বুখারী (১-৬ খণ্ড) –মূলঃ ইমাম বুখারী (রাহ্ঃ) — ২,৩৮৫/=
২৯। সহজ আক্বীদাহ্ (ইসলামে মূল বিশ্বাস) — ৩১/=
৩০। আক্বীদাহ্ ওয়াসিত্বিয়া –মূলঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহ্ঃ) — ৩১/=

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে পরিবেশিত ও ড. মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত

প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ। পরিচালক- উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র, নিউইয়র্ক।

* তাফসীর ইবনু কাসীর (১ – ১৮ খণ্ড) (পূর্ণ ৩০পারা) — ৩,৫২০/=

এছাড়াও আমাদের পরিবেশিত আরও একটি বই–

* সহীহ্ ও য'ঈফ সুনান আবূ দাঊদ (১ম ও ২য় খণ্ড) [তাহ্‌ক্বীক্ব: আলবানী] ৯৭০/=